যোগাযোগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

যোগাযোগ

প্রথম সংস্করণ (২১০০) আষাঢ়, ১৩৩৬ সাল।

মূল্য—২৷০ ; বাঁধাই—২৸০

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

যোগাযোগ

১

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তা'র হ'লো বত্রিশ। ভোর থেকে আস্‌চে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান ক'র্‌লে দেখা যায় ঘোষালরা এক সময়ে ছিলো সুন্দরবনের দিকে, তা'র পরে হুগলী জেলায় নুরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টুগীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায় ঠিক জানা নেই। মরীয়া হ'য়ে যারা পুরানো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার

শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের সুরুতেই দেখি প্রচুর ওদের জমি-জমা, গোরু-বাছুর, জন-মজুর, পাল-পার্ব্বণ, আদায়-বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দীঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধ-কণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্চে। আজ সে-দীঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্জে জমিদারের। কী ক'রে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হ'য়েছিলো সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায় খিটিমিটি বেধেচে চাটুজ্জে জমিদারের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পূজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্দ্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিলো। চাটুজ্জেরা তা'র জবাব দিলে। রাতা-রাতি বিসর্জ্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে ক'রে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু-প্রতিমার দল তোরণ ভাঙ্‌তে বেরোয়, নীচু-প্রতিমার দল তাদের মাথা ভাঙ্‌তে ছোটে। ফলে, দেবী সে-বার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় ক'রেছিলেন। খুন-জখম থেকে মামলা উঠ্‌লো।

সে-মামলা থাম্‌লো ঘোষালদের সর্ব্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিব্‌লো, কাঠও বাকি রইলো না, সবই হ'লো ছাই। চাটুজ্জেদেরও বাস্তুলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। দায়ে প'ড়ে সন্ধি হ'তে পারে, কিন্তু তাতে শান্তি হয় না। যে-ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে-ব্যক্তি কাৎ হ'য়ে প'ড়েচে—দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনো গর্‌গর্‌ ক'র্‌চে। চাটুজ্জেরা ঘোষালদের উপর শেষ-কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিলো ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েচে, কেঁচো সেজেচে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্ত্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকী জুট্‌লো। কলঙ্কভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিলো না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়্‌লো ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্য-ভাবে বাসা বাঁধ্‌লে।

যারা মারে তা'রা ভোলে, যারা মার খায় তা'রা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে

খ'সে পড়ে ব'লেই লাঠি তা'রা মনে-মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চ'লে আস্‌চে। মাঝে মাঝে চাটুজ্জেদের কেমন ক'রে ওরা জব্দ ক'রেছিলো সত্যে মিথ্যে মিশিয়ে সে-সব গল্প ওদের ঘরে এখনো অনেক জমা হ'য়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ় সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ ক'রে শোনে। চাটুজ্জেদের বিখ্যাত দাশু সর্দ্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিলো তখন বিশ-পঁচিশজন লাঠিয়াল তা'কে ধ'রে এনে ঘোষালদের কাছারীতে কেমন ক'রে বেমালুম বিলুপ্ত ক'রে দিলে সে-গল্প আজ একশো বছর ধ'রে ঘোষালদের ঘরে চ'লে আস্‌চে। পুলিশ যখন খানাতল্লাসী ক'র্‌তে এলো নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে ব'ল্‌লে, হাঁ, সে কাছারীতে এসেছিলো তা'র নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও ক'রেচি, শুন্‌লেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেচে। হাকিমের সন্দেহ গেলো না। ভুবন ব'ল্‌লে, হুজুর এই বছরের মধ্যে যদি তা'র ঠিকানা বের ক'রে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাশুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার

ক'র্‌লে—একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে ক'রলে ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হ'লো একমাসের জেল। যে-তারিখে ছাড়া পেয়েচে ভুবন সেইদিন ম্যাজেষ্টেরীতে খবর দিলে দাশু সর্দ্দার ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে বের'লো দাশু জেলখানায় ছিলো বটে, তা'র গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চ'লে গেচে। প্রমাণ হ'লো সে-দোলাই সর্দ্দারেরই। তা'রপর সে কোথায় গেলো সে-খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়।

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্ত্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেচে, তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ব'লে এতো বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক্‌, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও পোহায়। ঘোষাল-পরিবারে সূর্য্যোদয় দেখা দিলো অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়ৎ-দারদের মুহুরি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সংসার

চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পৈতে। ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদার প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পৈতেটা হ'য়েছিলো প্রমাণসই।

মফঃস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিলো নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চ'ড়ে ব'সে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তা'র ছুটি, যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সর্ষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তা'র যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।

বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুল মাষ্টারী থেকে মোক্তারী ওকালতী পর্য্যন্ত ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ তা'র কোনো-না-কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্য্যন্তই পিলপে-গাড়ি হ'য়ে রইলো।

তা'রা কেউ-বা আড়ৎদারের কেউ-বা তালুকদারের দফ্‌তরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে ব'সে গেলো। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্ব্বস্বের উপর ভর ক'রে মধুসূদন বাসা নিলে ক'ল্‌কাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা ক'রেছিলো পরীক্ষায় এ-ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেলো মারা। পড়বার বই, মায় নোটবই সমেত, বিক্রি ক'রে মধু পণ ক'রে ব'স্‌লো এবার সে রোজগার ক'র্‌বে। ছাত্র-মহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি ক'রে ব্যবসা হ'লো সুরু। মা কেঁদে মরে—বড়ো তা'র আশা ছিলো, পরীক্ষা-পাশের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুক্‌বে "ভদ্দোর" শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে। তা'র পরে ঘোষাল বংশদণ্ডের আগায় উড়্‌বে কেরাণীবৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই ক'র্‌তে পাকা, তেম্‌নি তা'র বন্ধু বাছাই কর্‌বারও ক্ষমতা। কখনো ঠকেনি। তা'র প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিলো কানাই গুপ্ত। এর পূর্ব্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে এসেচে। বাপ নাম-জাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এঁরি মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেলো। চাল বাঁধা, ফুল-পাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া ক'রে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙ্গিয়ে পরিবেষণ, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়-বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু ভারি খুসী। তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝ্‌লেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট্ দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সীতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় সুরু হ'লো; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে প'ড়্‌লো। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে ব্যবসা হু-হু ক'রে এগ'লো গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্যোগ-পর্ব্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই ব'ল্‌লে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ, পূর্ব্বজন্মের ইষ্টিমেতেই এ-জন্মের গাড়ি চ'ল্‌চে। মধুসূদন নিজে জানতো যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিলো না,

কেবল হিসাবে ভুল করেনি ব'লেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়েনি ;—যারা হিসেবের দোষে ফেল ক'র্‌তে মজবুৎ পরীক্ষকের পক্ষপাতের 'পরে তা'রাই কটাক্ষপাত ক'রে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারী। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেচে। গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিতকালবর্ত্তী সম্পত্তি-ভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত কর্‌বার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না. মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভ'র্‌লে তা'রপরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায় মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক্ পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেলো। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেল্‌লে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে এলো বড়ো বড়ো শাল কাঠ, সিলেট থেকে চূণ,

ক'ল্‌কাতা থেকে মালগাড়ি বোঝাই করোগেটেড্‌ লোহা। বাজারের লোক অবাক! ভাবলে, "এই রে! হাতে কিছু জ'মেছিলো, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেক্‌লো ব'লে!"

এবারো মধুসূদনের হিসেবে ভুল হ'লো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগ্‌লো। তা'র ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুট্‌লো, এলো মাড়োয়ারীর দল, কুলির আমদানী হ'লো, কল ব'স্‌লো, চিম্‌নি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার ক'র্‌লে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না ক'রেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি-চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচীল-ঘেরা দোতলা ইমারৎ, গেটে শিলাফলকে লেখা "মধুচক্র"। এ-নাম তা'র কলেজের পূর্ব্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্ব্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে-ভয়ে এসে ব'ল্‌লে, "বাবা, কবে ম'রে যাবো, বৌ দেখে যেতে পার্‌বো না কি?

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর ক'র্‌লে, "বিবাহ ক'র্‌তেও সময় নষ্ট, বিবাহ ক'রেও তাই। আমার ফুর্‌সৎ কোথায় ?"

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে মধুসূদনের এক কথা।

আরো কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফঃস্বল থেকে ক'ল্‌কাতায় উঠ্‌লো। নাতি নাতনীর দর্শন-সুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ ক'র্‌লে। ঘোষাল কোম্পানীর নাম আজ দেশবিদেশে, ওদের ব্যবসা বনেদী বিলিতি কোম্পানীর গা ঘেঁসে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং ব'ল্‌লে, বিবাহের ফুর্‌সৎ হ'লো। কন্যার বাজারে ক্রেডিট্ তা'র সর্ব্বোচ্চে। অতি-বড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন কর্‌বার মতো তা'র শক্তি। চারদিক থেকে অনেক কুলবতী, রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী, বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌঁছ'য়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ঐ চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ঙ্কর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌চে। ছয়-আনী সরিক্‌রা বিষয় ভাগ ক'রে বেরিয়ে গেলো, এখন তা'রা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনীর সীমানা খাব্‌লে বেড়াচ্চে। তা'ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তী অধিকার দশে-ছয়ে যতোই সূক্ষ্মভাবে ভাগ কর্‌বার চেষ্টা চ'ল্‌চে, ততোই তা'র শস্য অংশ স্থূলভাবে উকীল মোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়্‌লো, আমলারাও বঞ্চিত হ'লো না। নুরনগরের সে-প্রতাপ নেই,—আয় নেই, ব্যয় বেড়েচে চতুর্গুণ। শতকরা ন'টাকা হারে সুদের ন'পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারীর চারদিকে জাল জড়িয়ে চ'লেচে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য অপরাধের জরিমানা এখনো শোধ হয়নি। কর্ত্তা থাক্‌তেই চার বোনের বিয়ে হ'য়ে গেলো কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা

সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হ'লো কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন' পার্শেণ্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্শেণ্টের গ্রন্থি প'ড়্লো। ছোটো ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে ব'ল্লে বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসি, রোজগার না ক'র্লে চ'ল্বে না। সে গেলো বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে প'ড়্লো সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্ব্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্জেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর-একবার বেধে গেলো। ইতিহাসটা বলি।

বড়োবাজারের তনসুকদাস হাল্ওয়াইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আস্চে, কোনো কথা ওঠেনি। এমন সময়ে পূজোর ছুটি পেয়ে বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এলো আত্মীয়তা দেখাতে। সে হ'লো বড়ো এটর্ণি আপিসের আর্টিকেল্ড্ হেডক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি নুরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও ক'ল্কাতায় ফির্লো আর তনসুকদাসও টাকা ফেরৎ চেয়ে ব'স্লো; ব'ল্লে, নতুন চিনির কারবার খুলেচে, টাকার জরুরী দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে প'ড়্‌লো।

সেই সঙ্কটকালেই চাটুজ্জে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘট্‌লো দ্বন্দ্বসমাস। তা'র পূর্ব্বেই সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব পেয়েচে। পূর্ব্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে ব'ল্‌লে, নতুন রাজা খোষ-মেজাজে আছে, এই সময়ে ওর কাছ থেকে সুবিধে মতো ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেলো,—চাটুজ্জেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাঁই ক'রে এগারো লাখ টাকা সাত পার্শেণ্ট্‌ সুদে। বিপ্রদাস হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন্‌ বটে, তেম্‌নি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটা-নোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা ক'র্‌তে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখ্‌তে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড ; চোখ বড়ো না হোক্‌ একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকণ গৌর ; নিটোল দু'খানি হাত ; সে-হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ ক'র্‌তে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সঙ্কুচিত। তা'র বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হ'লো না। যখন থেকে ওর বোঝ্‌বার বয়স হ'য়েচে তখন থেকে চারদিকে দেখ্‌চে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো দশা, জগদ্দল পাথর, তা'র যতো বড়ো দুঃখ, ততো বড়ো অপমান। কিছু কর্‌বার নেই কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় কর্‌বার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা কিছু ঘটেনা কি? কোনো দেবতার বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্ব্বজন্মের কোনো একটা বাকি-পড়া পাওনার এক মুহূর্ত্তে পরিশোধ? এক-একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্ম্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে-মনে বলে, "কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো।"

বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতোই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর

ভালোবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালো-বাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্ত্তব্য ক'র্‌তে পার্‌চে না ব'লে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে ওপরওয়ালা যে-স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত ক'রেচেন ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্ব্বদা উৎসুক। ও-যে চাঁদের আলোর টুক্‌রো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে ক'রেচে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন ব'লে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস হেসে বলে, "কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য,—তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাক্‌তো কোথায় ?"

কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনো ক'রেচে। বাইরের পরিচয় নেই ব'ল্‌লেই হয়। পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তা'র বাস। তা'র জগৎটা আব্‌ছায়া ;—সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী ; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখ্‌তে নেই ; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয় ; অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে ; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগা তাবিজ প'রে,

সে-জগতের শুভ-অশুভের সঙ্গে কার্‌বার; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য সংশোধনের আশা;—সে-আশা হাজার-বার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায় অনেক সময়েই শুভ লগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে-চলা। এ-জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসঙ্গতি, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব, ভালোমন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই ব'লেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হ'লো সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের ব'লেই গ্রহণ ক'রেছিলো—সে তা'র পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরোনো ধনী ঘরে পুরাতন কাল যে-দুর্গে বাস করে তা'র পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হ'য়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুক্‌তে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছ'তে তাদের বিস্তর লেট্‌ হ'য়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধ'র্‌তে পারেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারী গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরণে চুনট-করা ফুর্ফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙ্গা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্ত্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্ত্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্বর্ত্তী, দ্বারের কাছে সর্ব্বদা হাজির তক্মাপরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাকমাখা ও সিদ্ধি-কোটার অবকাশে বেঞ্চে ব'সে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ ক'রে বারবার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতম দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানারকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক বল্লম, বর্ষা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সাম্নে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে এদের কার

সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়, বাঁধানো, আবাঁধানো,—না, গুড়গুড়ি। কর্ত্তা-মহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধী।

বাড়ির আরেক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সাম্‌নেই কালো-দাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তা'র গিল্‌টি-করা ফ্রেমের তুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্ত্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়া-পিঠওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোতুল্যমান ঝাড়-লণ্ঠন সমস্তই হল্যাণ্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্ব্ব-পুরুষদের অয়েল-পেন্টিং, আর তা'র সঙ্গে বংশের মুরুব্বি ত্'একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা-মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম্মে জিলার সাহেব-সুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষ্যে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সব চেয়ে প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম্‌-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কবঞ্চিত বোবা।

মুকুন্দলালের যে-সৌখীনতা সেটা তখনকার আদব-কায়দার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তা'র মধ্যে যে-নির্ভীক ব্যয়-বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্য্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হ'য়ে মাথায় চড়েনি, পাদপীঠ হ'য়ে আছে পায়ের তলায়। এঁদের সৌখীনতার আম-দরবারে দান-দাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস,—দুইই খুব টানা মাপের। একদিকে আশ্রিত বাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর-একদিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেম্‌নি অবাধ অধৈর্য্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্ত্তার বাগানের মালীর ছেলের কান ম'লে দিয়েছিলো মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান বাবদ যতো খরচ হ'য়েচে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার ক'র্‌তেও এখনকার দিনে এতো খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাব্‌কিয়ে তাকে শয্যাগত ক'রেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি হ'য়েছিলো ব'লে ছেলেটার উন্নতি হ'লো। সরকারী খরচে পড়াশুনো ক'রে সে আজ মোক্তারী করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথা-মতো মুকুন্দ-লালের জীবন দুই-মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর-এক মহলে ইয়ার্কি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম্ম,

আর-এক মহলে একাদশ অকর্ম্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চ্চনা, অতিথিসেবা, পাল-পার্ব্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালী-বিদায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পাড়া-পড়শী, গুরু-পুরোহিত। ইয়ার-মহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবী আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চ'ল্‌তো গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবৎ শিক্ষার উপায় ব'লে গণ্য ক'র্‌তো। দুই বিরুদ্ধ হাওয়ার দুই কক্ষবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য ক'র্‌তে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরাণী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হ'লো না। তা'র কারণ ছিলো। তিনি নিশ্চিত জানেন বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক্ তিনিই হ'চ্চেন ধুয়ো, ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেই জন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার 'পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবারে তাই ঘ'ট্‌লো।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক ক'ল্‌কাতা কতক

ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এলো। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণযাত্রা, কোনোদিন বা কীর্ত্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়্‌শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হ'তো বৈঠকখানা ঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধ্‌চে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু-কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেলো বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কী হ'চ্চে দেখ্‌বার জো নেই ব'লে নন্দরাণীর মন রুদ্ধ-বাণীর অন্ধকারে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। ঘরে কাজকর্ম্ম লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো দেখা-শুনো হাসিমুখেই ক'র্‌তে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা ন'ড়্‌তে চ'ড়্‌তে কেবলি বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জান্‌তে পারে না। ও-দিকে থেকে-থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক্ রাণীমার!

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুর'লো, বাড়ি হ'য়ে গেলো খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা খুরি ভাঁড়ের ভগ্নাবশেষের উপর কাক কুকুরের কলরব-মুখর উত্তরকাণ্ড চ'ল্‌চে। ফরাসেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিলো, চাঁদোয়া নামালো, ঝাড়ের টুক্‌রো বাতি ও

শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিলো। সেই ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠ্‌চে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী; সেখানে সর্ব্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো যখন মুকুন্দলাল আজও ফির্‌লেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই ব'লেই নন্দরাণীর ধৈর্য্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান্ খান্ হ'য়ে গেলো।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পর্‌দার আড়াল থেকে ব'ল্‌লেন,—"কর্ত্তাকে ব'ল্‌বেন, বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনি যেতে হ'চ্চে। তাঁর শরীর ভালো নেই।"

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে ব'ল্‌লেন,—"কর্ত্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হ'তো মা ঠাক্‌রুণ। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফির্‌বেন খবর পেয়েচি।"

"না, দেরি ক'র্‌তে পার্‌বো না।"

নন্দরাণীও খবর পেয়েচেন আজকালের মধ্যেই

ফের্‌বার কথা। সেই জন্যেই যাবার এতো তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হ'য়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হ'য়েচে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চ'ল্‌বে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই দণ্ড-দাতাকে পালাতে হ'চ্চে। বিদায়ের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পা স'র্‌তে চায় না—শোবার খাটের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ফুলে' ফুলে' কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হ'লো না।

তখন কার্ত্তিক মাসের বেলা দুটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের সিসু তরুশ্রেণীর মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে ক্বচিৎ গলা-ভাঙা কোকিলের ডাক আস্‌চে। যে-রাস্তা দিয়ে পাল্কী চ'লেচে, সেখান থেকে কাঁচা ধানের ক্ষেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরাণী থাক্‌তে পার্‌লেন না, পাল্কীর দরজা ফাঁক ক'রে সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। ওপারের চরে বজ্‌রা বাঁধা আছে, চোখে প'ড়্‌লো। মাস্তুলের উপর নিশেন উড়্‌চে। দূর থেকে মনে হ'লো, বজ্‌রার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা ব'সে; তা'র পাগড়ির তক্‌মার উপর সূর্য্যের আলো ঝক্‌মক্‌ ক'র্‌চে। সবলে পাল্কীর দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হ'য়ে গেলো।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ, সসঙ্কোচে বন্দরে এসে ভিড়লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারী। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতি-ভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায় ভ'রে দিয়েচে। যারা ছিলো তাঁর এই আমোদের উৎসাহদাতা উদ্যোগকর্ত্তা, তা'রা যদি সাম্‌নে থাক্‌তো তাহ'লে তাদের ধ'রে চাবুক কষিয়ে দিতে পার্‌তেন: মনে-মনে পণ ক'র্‌চেন আর কখনো এমন হ'তে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ আর মুখের অতি শুষ্কভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস ক'রে কর্ত্রীঠাকরুণের খবরটা দিতে পার্‌লেন না, মুকুন্দলাল ভয়ে-ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। "বড়ো বৌ, মাপ করো অপরাধ ক'রেচি, আর-কখনো এমন হবে না" এই কথা মনে-মনে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থম্‌কে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুক্‌লেন। মনে-মনে নিশ্চয় স্থির ক'রেছিলেন- যে অভিমানিনী বিছানায় প'ড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়্‌বেন এই ভেবে ঘরে ঢুকেই

দেখ্‌লেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দ'মে গেলো। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরাণীকে যদি দেখ্‌তেন তবে বুঝ্‌তেন-যে অপরাধ ক্ষমা কর্‌বার জন্যে মানিনী অর্দ্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন। কিন্তু বড়ো-বৌ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝ্‌লেন তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয়তো আজ রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে, কিম্বা হবে আরো দেরি। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনি মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় ক'র্‌বেন, নইলে জলগ্রহণ ক'র্‌বেন না। বেলা হ'য়েচে, এখনো স্নানাহার হয়নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাক্‌তে পার্‌বেন? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "তোর বড়ো বৌমা কোথায়?"

সে ব'ল্‌লে, "তিনি তাঁর মাকে দেখ্‌তে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেচেন।"

ভালো যেন বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কোথায় গেচেন?"

"বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।"

মুকুন্দলাল একবার বারান্দায় রেলিং চেপে ধ'রে

দাঁড়ালেন। তা'রপরে দ্রুতপদে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে একা ব'সে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আস্‌তে কারো সাহস হয় না।

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে ব'ল্‌লেন, "মাঠাক্‌রুণকে আন্‌তে লোক পাঠিয়ে দিই ?"

কোনো কথা না ব'লে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ ক'র্‌লেন। দেওয়ানজি চ'লে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে ব'ল্‌লেন. "ব্রাণ্ডি লে আও!"

বাড়িশুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তা'র ভাঙা-চোরা সহ্য ক'র্‌তেই হয়,—এ-ও তেমনি।

দিনরাত চ'ল্‌চে নির্জ্জল ব্র্যাণ্ডি: খাওয়া-দাওয়া প্রায় নেই। একে শরীর পূর্ব্ব থেকেই ছিলো অবসন্ন, তা'রপরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিলো।

ক'ল্‌কাতা থেকে ডাক্তার এলো,—দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখ্‌লে।

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন ক্ষেপে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্রান্ত। ভিতরে

ভিতরে একটা নালিশ গুম্‌রে উঠ্‌ছিলো,—এরা যেতে দিলে কেন ?

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আস্‌তে পার্‌তো সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে ; ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তা'র মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন,—যেন মার সঙ্গে ওর চোখে কিম্বা কোথাও একটা মিল দেখ্‌তে পা'ন। কখনো কখনো বুকের উপরে তা'র মুখ টেনে নিয়ে চুপ ক'রে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল প'ড়্‌তে থাকে, কিন্তু কখনো ভুলে একবার তা'র মার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এদিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেচে। কর্ত্রীঠাক্‌রুণের কালই ফের্‌বার কথা। কিন্তু শোনা গেলো কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেচে ভেঙে।

৭

সেদিন তৃতীয়া ; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠ্‌লো। বাগানে মড়্ মড়্ ক'রে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে-থেকে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ঝাঁকানি দিয়ে উঠ্‌চে ক্রুদ্ধ অধৈর্য্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে-চালাঘর তোলা হ'য়েছিলো তা'র করগেটেড লোহার

চাল উড়ে দীঘিতে গিয়ে প'ড়্লো। বাতাস, বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ ক'রে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে ল্যাজ ঝাপ্টা দিয়ে পাক্ খেয়ে বেড়ায়। হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলা-দরজা-গুলো খড়্খড়্ ক'রে কেঁপে উঠ্লো! কুমুদিনীর হাত চেপে ধ'রে মুকুন্দলাল ব'ল্লেন, "মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিস্নি। ঐ শোন্ দাঁতকড়-মড়ানি, ওরা আমাকে মার্তে আস্চে।"

বাবার মাথায় বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, "মার্বে কেন বাবা? ঝড় হ'চ্চে, এখনি থেমে যাবে।"

"বৃন্দাবন? বৃন্দাবন…চন্দ্র…চক্রবর্ত্তী! বাবার আমলের পুরুষ—সে তো ম'রে গেচে—ভূত হ'য়ে গেচে বৃন্দাবনে। কে ব'ল্লে সে আস্বে?"

"কথা ক'য়ো না বাবা, একটু ঘুমোও!"

"ঐ-যে, কাকে ব'ল্চে, খবরদার, খবরদার!"

"কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্চে।"

"কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কী দোষ ক'রেচি, তুই বল্ মা!"

"কোনো দোষ করোনি বাবা! একটু ঘুমোও।"

"বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজ্‌তো।

মিছে করো কেন নিন্দে,

ওগো বিন্দে শ্রীগোবিন্দে—"

চোখ বুজে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগ্‌লেন।

"কার বাঁশি ঐ বাজে বৃন্দাবনে?

সই লো সই

ঘরে আমি রইবো কেমনে?

রাধু, ব্র্যাণ্ডি লে আও!"

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে, "বাবা, ও কী ব'ল্‌চো?" মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনো এ-কথা ভোলেননি যে, কুমুদিনীর সাম্‌নে মদ চ'ল্‌তে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধ'র্‌লেন,

"শ্যামের বাঁশি কাড়্‌তে হবে,

নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়্‌তে হবে।"

এই এলোমেলো গানের টুক্‌রোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়,—মায়ের উপর রাগ ক'রে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রেখে, যেন মায়ের হ'য়ে মাপ-চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠ্‌লেন, "দেওয়ানজি !"

দেওয়ানজি আস্‌তে তা'কে ব'ল্‌লেন, "ঐ যেন ঠক্ ঠক্ শুন্‌তে পাচ্চি।"

দেওয়ানজি ব'ল্‌লেন, "বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্চে।"

"বুড়ো এসেচে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র—টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এসো তো। কেবলি ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ক'র্‌চে। লাঠি, না খড়ম ?"

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিলো। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হ'লো। মুকুন্দলাল বিছানার চারদিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে ব'ল্‌লেন, "বড়ো-বৌ, ঘর-যে অন্ধকার ! এখনো আলো জ্বালবে না ?"

বজ্‌রা থেকে ফিরে আস্‌বার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ ক'র্‌লেন,—আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরাণী বাড়ির দরজার কাছে মূর্চ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়্‌লেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে বিছানায় এনে শোয়ালো। সংসারে কিছুই তাঁর আর রুচ্‌লো না। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেলো। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

হাতের লোহা খুললেন না—ব'ল্‌লেন, "আমার হাত দেখে ব'লেছিলো আমার এয়োৎ ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হ'তে পারে?"

দূর সম্পর্কের ক্ষেমা ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ব'ল্‌লেন, "যা হবার তাতো হ'য়েচে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্ত্তা-যে যাবার সময় ব'লে গেচেন, বড়ো-বৌ, ঘরে কি আলো জ্বালবে না?"

নন্দরাণী বিছানা থেকে উঠে ব'সে দূরের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন, "যাবো, আলো জ্বাল্‌তে যাবো। এবার আর দেরি হবে না।" ব'লে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনি যাত্রা ক'রে চ'লেচেন।

সূর্য্য গেচেন উত্তরায়ণে; মাঘ মাস এলো, শুক্ল চতুর্দ্দশী। নন্দরাণী কপালে মোটা ক'রে সিঁদুর প'র্‌লেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসী সাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চ'লে গেলেন।

৮

বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখ্‌লে, যে-গাছে তাদের আশ্রয় তা'র শিকড় খেয়ে দিয়েচে পোকায়।

বিষয় সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে,—অল্প ক'রে ডুব্‌চে। ক্রিয়া-কর্ম্ম সংক্ষেপ ও চালচলন খাটো না ক'র্‌লে উপায় নেই। কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলি প্রশ্ন আসে, তা'র উত্তর দিতে মুখে বাধে। শেষকালে নুরনগর থেকে বাসা তুল্‌তে হ'লো। ক'ল্‌কাতায় বাগবাজারের দিকে একটা বাড়িতে এসে উঠ্‌লো।

পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিলো। চারদিকে ফলফুল, গোয়ালঘর, পূজোবাড়ি, শস্যক্ষেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেচে, সাজি ভ'রেচে, লুন লঙ্কা ধনে-পাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য ক'রেচে; চালতা পেড়েচে, বোশেখ জষ্টির ঝড়ে আমবাগানে আম কুড়িয়েচে। বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে লাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মেয়েদের কলকোলাহলে তারো অল্প কিছু অংশ ছিলো। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়্‌কির পুকুর, ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল ঘুঘু দোয়েল শামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেচে সাঁতার, নালফুল তুলেচে, ঘাটে ব'সে দেখেচে খেয়াল, আনমনে একা ব'সে ক'রেচে পশম সেলাই। ঋতুতে ঋতুতে

মাসে মাসে প্রকৃতির উৎসবের সঙ্গে মানুষের এক একটি পরব বাঁধা ; অক্ষয়-তৃতীয়া থেকে দোলযাত্রা বাসন্তী-পূজো পর্য্যন্ত কতো কী। মানুষে প্রকৃতিতে হাত মিলিয়ে সমস্ত বছরটিকে যেন নানা কারুশিল্পে বুনে তুল্‌চে। সবই-যে সুন্দর, সবই-যে সুখের তা নয়। মাছের ভাগ, পূজোর পার্ব্বণী, কর্ত্রীর পক্ষপাত, ছেলেদের কলহে স্ব-স্ব ছেলের পক্ষসমর্থন প্রভৃতি নিয়ে নীরবে ঈর্ষা বা তারস্বরে অভিযোগ, কানে কানে পরচর্চ্চা বা মুক্তকণ্ঠে অপবাদ-ঘোষণা, এ সমস্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে,—সব চেয়ে আছে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা উদ্বেগ,—কর্ত্তা কখন্ কী ক'রে বসেন, তাঁর বৈঠকে কখন্ কী দুর্য্যোগ আরম্ভ হয়। যদি আরম্ভ হ'লো তবে দিনের পরে দিন শান্তি নেই। কুমুদিনীর বুক দুর দুর করে, ঘরে লুকিয়ে মা কাঁদেন, ছেলেদের মুখ শুক্‌নো। এই সমস্ত শুভে অশুভে সুখে দুঃখে সর্ব্বদা আন্দোলিত প্রকাণ্ড সংসার যাত্রা।

এরই মধ্য থেকে কুমুদিনী এলো ক'ল্‌কাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় একফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা

চেনা চেহারা ছিলো। গ্রামের দিগন্তে কোথাও-বা ঘন বন, কোথাও-বা বালির চর, নদীর জলরেখা, মন্দিরের চূড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ঝাউএর ঝোপ, গুণটানা পথ,—এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ ক'রে তুলেছিলো, কুমুদিনীর আপন আকাশ। সূর্য্যের আলোও ছিলো তেম্‌নি বিশেষ আলো। দীঘিতে, শস্য-ক্ষেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে নৌকোর খয়েরি রঙের পালে, বাঁশঝাড়ের কচি ডালের চিকণ পাতায়, কাঁঠালগাছের মসৃণ-ঘন সবুজে, ওপারের বালুতটের ফ্যাকাশে হ'ল্‌দেয়,—সমস্তর সঙ্গে নানাভাবে মিশিয়ে সেই আলো একটি চির-পরিচিত রূপ পেয়েছিলো। ক'ল্‌কাতাব এই সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হ'য়ে সেই চিরদিনের আকাশ আলো তাকে কোনো লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে ক'রেচে।

বিপ্রদাস তাকে কেদারার কাছে টেনে নিয়ে বলে, "কী কুমু, মন কেমন ক'র্‌চে ?"

কুমুদিনী হেসে বলে, "না দাদা, একটুও না।"

"যাবি বোন, ম্যুজিয়ম্ দেখ্‌তে ?"

"হ্যাঁ যাবো।"

এতো বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে যে, বিপ্রদাস যদি পুরুষ মানুষ না হ'তো তবে বুঝ্‌তে পার্‌তো-যে এটা স্বাভাবিক নয়। ম্যুজিয়মে না যেতে হ'লেই সে বাঁচে। বাইরের লোকের ভিড়ের মধ্যে বের'নো অভ্যেস নেই ব'লে জনসমাগমে যেতে তা'র সঙ্কোচের অন্ত নেই। হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, চোখ চেয়ে ভালো ক'রে দেখ্‌তেই পারে না।

বিপ্রদাস তাকে দাবা খেলা শেখালে। নিজে অসামান্য খেলোয়াড়, কুমুর কাঁচা খেলা নিয়ে তা'র আমোদ লাগে। শেষকালে নিয়মিত খেল্‌তে খেল্‌তে কুমুর এতটা হাত পাকলো যে, বিপ্রদাসকে সাবধানে খেল্‌তে হয়। ক'ল্‌কাতায় কুমুর সমবয়সী মেয়ে-সঙ্গিনী না থাকাতে এই দুই ভাই বোন্ যেন দুই ভাইয়ের মতো হ'য়ে উঠেচে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড়ো অনুরাগ ; কুমু একমনে তা'র কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেচে। যখন কুমারসম্ভব প'ড়্‌লে তখন থেকে শিবপূজায় সে শিবকে দেখ্‌তে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন।

কুমারীর ধ্যানে তা'র ভাবী পতি পবিত্রতার দৈব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে দেখা দিলে।

বিপ্রদাসের ফটোগ্রাফ তোলার সখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ-বা নেয় ছবি, কেউ-বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। বন্দুকে বিপ্রদাসের হাত পাকা। পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে দেশে যখন যায়, খিড়কির পুকুরে ডাব, বেলের খোলা, আখরোট প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে পিস্তল অভ্যাস করে; কুমুকে ডাকে, "আয় না কুমু, দেখ্ না চেষ্টা ক'রে।"

যে-কোনো বিষয়েই তা'র দাদার রুচি সে-সমস্তকেই বহু যত্নে কুমু আপনার ক'রে নিয়েচে। দাদার কাছে এস্‌রাজ শিখে শেষে ওর হাত এমন হ'লো যে, দাদা বলে, আমি হার মানলুম।

এমনি ক'রে, শিশুকাল থেকে যে-দাদাকে ও সব চেয়ে বেশি ভক্তি করে, ক'ল্‌কাতায় এসে তাকেই সে সব চেয়ে কাছে পেলে। ক'ল্‌কাতায় আসা সার্থক হ'লো। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্ব্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস সরোবরের কূলে। এই রকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত

নির্জ্জনতা, এবং তা'রই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি ক'র্‌তে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূরবর্ত্তিতা মেয়েদের স্বভাব-সিদ্ধ নয় ব'লে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তা'রা এটাকে হয় অহঙ্কার, নয় হৃদয়হীনতা ব'লে মনে করে। তাই দেশে থাক্‌তেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জ'মে ওঠেনি।

পিতা-বর্ত্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে হলুদের ছ'দিন আগেই ক'নেটি জ্বর বিকারে মারা গেলো। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠীগণনায় বের'লো, বিবাহস্থানীয় তুগ্রহের ভোগক্ষয় হ'তে দেরি আছে। বিবাহ চাপা প'ড়্‌লো। ইতিমধ্যে ঘট্‌লো পিতার মৃত্যু। তা'র পর থেকে ঘটকালি প্রশ্রয় পাবার মতো অনুকূল সময় বিপ্রদাসের ঘরে এলো না। ঘটক একদা মস্ত একটা মোটা পণের আশা দেখালে। তাতে হ'লো উল্টো ফল। কম্পিত হস্তে হুঁকোটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সে-দিন অত্যন্ত দ্রুতপদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়্‌তে হ'য়েছিলো।

৯

সুবোধের চিঠি বিলেত থেকে আস্‌তো নিয়ম মতো। এখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। কুমু ডাকের জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে চেয়ে থাকে। বেহারা এবার চিঠি তা'রই হাতে দিলো। বিপ্রদাস আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্চে, কুমু ছুটে গিয়ে ব'ল্‌লে, "দাদা, ছোড়্‌দাদার চিঠি।"

দাড়ি-কামানো সেরে কেদারায় ব'সে বিপ্রদাস একটু যেন ভয়ে-ভয়েই চিঠি খুল্‌লে। পড়া হ'য়ে গেলে চিঠিখানা এমন ক'রে হাতে চাপ্‌লে যেন সে একটা তীব্র ব্যথা।

কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ছোড়্‌দাদার অসুখ করেনি তো?"

"না, সে ভালোই আছে।"

"চিঠিতে কী লিখেচেন বলো না দাদা।"

"পড়াশুনোর কথা।"

কিছুদিন থেকে বিপ্রদাস কুমুকে সুবোধের চিঠি প'ড়্‌তে দেয় না। একটু আধটু প'ড়ে শোনায়। এবার

তাও নয়। চিঠিখানা চেয়ে নিতে কুমুর সাহস হ'লো না, মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

সুবোধ প্রথম-প্রথম হিসেব ক'রেই খরচ চালাতো। বাড়ির দুঃখের কথা তখনো মনে তাজা ছিলো। এখন সেটা যতোই ছায়ার মতো হ'য়ে এসেচে, খরচও ততোই চ'লেচে বেড়ে। ব'ল্‌চে, বড়োরকম চালে চ'ল্‌তে না পার্‌লে এখানকার সামাজিক উচ্চশিখরের আবহাওয়ায় পৌঁছ'নো যায় না। আর তা না গেলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়।

দায়ে-প'ড়ে দুই একবার বিপ্রদাসকে তার-যোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হ'য়েচে। এবার দাবী এসেচে দেড়শো পাউণ্ডের,—জরুরী দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌লে, পাবো কোথায়। গায়ের রক্ত জল ক'রে কুমুর বিবাহের জন্যে টাকা জমাচ্চি, শেষে কি সেই টাকায় টান প'ড়্‌বে? কী হবে সুবোধের ব্যারিষ্টার হ'য়ে, কুমুর ভবিষ্যত ফতুর ক'রে যদি তা'র দাম দিতে হয়?

সে-রাত্রে বিপ্রদাস বারান্দায় পায়চারি ক'রে বেড়াচ্চে। জানেনা, কুমুদিনীর চোখেও ঘুম নেই। এক সময়ে যখন বড়ো অসহ্য হ'লো কুমু ছুটে এসে

বিপ্রদাসের হাত ধ'রে ব'ল্‌লে, "সত্যি ক'রে বলো দাদা, ছোড়দাদার কী হ'য়েচে? পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়ো না।"

বিপ্রদাস বুঝ্‌লে গোপন ক'র্‌তে গেলে কুমুদিনীর আশঙ্কা আরো বেড়ে উঠ্‌বে। একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌লে, "সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, অতো টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।"

কুমু্‌ বিপ্রদাসের হাত ধ'রে ব'ল্‌লে, "দাদা, একটা কথা বলি, রাগ ক'র্‌বে না বলো।"

"রাগ কর্‌বার মতো কথা হ'লে রাগ না ক'রে বাঁচ্‌বো কী ক'রে?"

"না দাদা, ঠাট্টা নয়, শোনো আমার কথা,—মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে,—তাই নিয়ে—"

"চুপ, চুপ, তোর গয়নায় কি আমরা হাত দিতে পারি!"

"আমি তো পারি।"

"না, তুইও পারিস্‌নে। থাক্‌ সে-সব কথা, এখন ঘুমোতে যা।"

ক'ল্‌কাতা সহরের সকাল, কাকের ডাক ও স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়খড়ানিতে রাত পোয়ালো।

দূরে কখনো ষ্টীমারের, কখনো তেলের কলের বাঁশি বাজে। বাসার সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে একজন লোক মই কাঁধে জ্বরারি বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চ'লেচে: খালি-গাড়ির দুটো গরু গাড়োয়ানের দুই হাতের প্রবল তাড়ার উত্তেজনায় গাড়ি নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান; কল থেকে জল নেবার প্রতিযোগিতায় এক হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ঠেলাঠেলি বকাবকি জ'মেচে। বিপ্রদাস বারান্দায় ব'সে; গুড়গুড়ির নলটা হাতে; মেঝেতে প'ড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।

কুমু এসে ব'ল্‌লে, "দাদা, 'না' বলোনা।"

"আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'র্‌বি তুই? তোর শাসনে রাতকে দিন, না-কে হাঁ ক'র্‌তে হবে?"

"না, শোনো বলি:—আমার গয়না নিয়ে তোমার ভাব্‌না ঘুচুক্।"

"সাধে তোকে বলি বুড়ি? তোর গয়না নিয়ে আমার ভাব্‌না ঘুচ্‌বে এমন কথা ভাব্‌তে পার্‌লি কোন্ বুদ্ধিতে?"

"সে জানিনে, কিন্তু তোমার এই ভাব্‌না আমার সয় না।"

"ভেবেই ভাব্‌না শেষ ক'র্‌তে হয় রে, তাকে ফাঁকি

দিয়ে থামাতে গেলে বিপরীত ঘটে। একটু ধৈর্য্য ধর্, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি।"

বিপ্রদাস সে-মেলে চিঠিতে লিখ্লে,—টাকা পাঠাতে হ'লে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়; সে অসম্ভব।

যথা সময়ে উত্তর এলো। সুবোধ লিখেচে কুমুর পণের টাকা সে চায় না। সম্পত্তিতে তা'র নিজের অর্দ্ধ অংশ বিক্রী ক'রে যেন টাকা পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পাউয়ার অফ্ এটর্নি পাঠিয়েচে।

এ-চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মতো বিঁধ্লো। এত বড়ো নিষ্ঠুর চিঠি সুবোধ লিখ্লো কী ক'রে? তখনি বুড়ো দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "ভূষণ রায়রা করিমহাটী তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিলো না? কত পণ দেবে?"

দেওয়ান ব'ল্লে, "বিশ হাজার পর্য্যন্ত উঠ্তে পারে।"

"ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্ত্তা কইতে চাই।"

বিপ্রদাস বংশের বড়ো ছেলে। তাঁর জন্মকালে তাঁর পিতামহ এই তালুক স্বতন্ত্র ভাবে তাঁকেই দান

ক'রেচেন। ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতী। জন্মস্থান করিমহাটীতে। এই জন্যে অনেক দিন থেকে নিজের গ্রাম পত্তনী নেবার চেষ্টা। অর্থ-সঙ্কটে মাঝে মাঝে বিপ্রদাস রাজি হয় আর কি, কিন্তু প্রজারা কেঁদে পড়ে। বলে, ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার ব'লে মান্‌তে পার্‌বো না। তাই প্রস্তাবটা বারে বারে যায় ফেঁসে। এবার বিপ্রদাস মন কঠিন ক'রে ব'স্‌লো। ও নিশ্চয় জানে সুবোধের টাকার দাবী এইখানেই শেষ হবে না। মনে মনে ব'ল্‌লে, আমার তালুকের এই সেলামির টাকা রইলো সুবোধের জন্যে, তা'র পর দেখা যাবে।

দেওয়ান বিপ্রদাসের মুখের উপর জবাব দিতে সাহস ক'র্‌লে না। গোপনে কুমুকে গিয়ে ব'ল্‌লে, "দিদি, তোমার কথা বড়োবাবু শোনেন। বারণ করো তাঁকে, এটা অন্যায় হ'চ্চে।"

বিপ্রদাসকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। কারো জন্যে বড়োবাবু-যে নিজের স্বত্ব নষ্ট ক'র্‌বে এ ওদের গায়ে সয় না।

বেলা হ'য়ে যায়। বিপ্রদাস ঐ তালুকের কাগজ-পত্র নিয়ে ঘাঁট্‌চে। এখনো স্নানাহার হয় নি। কুমু

বারে বারে তাকে ডেকে পাঠাচ্চে। শুক্‌নো মুখ ক'রে এক সময়ে অন্দরে এলো। যেন বাজে-ছোঁওয়া পাতা-ঝল্‌সানো গাছের মতো। কুমুর বুকে শেল বিঁধ্‌লো।

স্নানাহার হ'য়ে গেলে পর বিপ্রদাস আলবোলার নল-হাতে খাটের বিছানায় পা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ব'স্‌লো যখন, কুমু তা'র শিয়রের কাছে ব'সে ধীরে ধীরে তা'র চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে ব'ল্‌লো, "দাদা তোমার তালুক তুমি পত্তনী দিতে পা'র্‌বে না।"

"তোকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূতে পেয়েচে নাকি? সব কথাতেই জুলুম?"

"না দাদা, কথা চাপা দিয়ো না।"

তখন বিপ্রদাস আর থাক্‌তে পা'র্‌লে না, সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে কুমুকে শিওরের কাছ থেকে সরিয়ে সাম্‌নে বসালে। রুদ্ধ স্বরটাকে পরিষ্কার কর্‌বার জন্যে একটুখানি কেশে নিয়ে ব'ল্‌লে, "সুবোধ কী লিখেচে জানিস্? এই দেখ্!"

এই ব'লে জামার পকেট থেকে তা'র চিঠি বের ক'রে কুমুর হাতে দিলে। কুমু সমস্তটা প'ড়ে দুই

হাতে মুখ ঢেকে ব'ল্‌লে, "মাগো, ছোড়দাদা এমন চিঠিও লিখ্‌তে পার্‌লে ?"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ ক'রে দেখ্‌তে পেরেচে, তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা রাখ্‌তে পারি ? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেবো না তো কে দেবে ?

এর উপর কুমু আর কথা কইতে পার্‌লে না, নীরবে তা'র চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো। বিপ্রদাস তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইলো।

অনেকক্ষণ দাদার পায়ে হাত বুলিয়ে অবশেষে কুমু ব'ল্‌লে, "দাদা, মায়ের ধন তো এখনো মায়েরি আছে, তাঁর সেই গয়না থাক্‌তে তুমি কেন—"

বিপ্রদাস আবার চ'ম্‌কে উঠে ব'সে ব'ল্‌লে, "কুমু, এটা তুই কিছুতে বুঝ্‌লি নে, তোর গয়না নিয়ে সুবোধ আজ যদি বিলেতে থিয়েটার কন্‌সার্ট্‌ দেখে বেড়াতে পারে তা হ'লে আমি কি তাকে কোনো দিন ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বো,—না, সে কোনোদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পার্‌বে ? তাকে এতো শাস্তি কেন দিবি ?"

কুমু চুপ ক'রে রইলো, কোনো উপায় সে খুঁজে

পেলো না। তখন, অনেকবার যেমন ভেবেচে তেম্‌নি ক'রেই ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—অসম্ভব কিছু ঘটে না কি? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে পারে না? কিন্তু শুভ-লক্ষণ দেখা দিয়েচে যে, কিছুদিন থেকে বার বার তা'র বাঁ চোখ নাচ্‌চে। এর পূর্ব্বে জীবনে আরো অনেকবার বাঁ চোখ নেচেচে, তা নিয়ে কিছু ভাববার দরকার হয় নি। এবারে লক্ষণটাকে মনে-মনে ধ'রে প'ড়্‌লো। যেন তা'র প্রতিশ্রুতি তাকে রাখতেই হবে—শুভ-লক্ষণের সত্য-ভঙ্গ যেন না হয়।

১০

বাদলা ক'রেচে। বিপ্রদাসের শরীরটা ভালো নেই। বালাপোষ মুড়ি দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ প'ড়্‌চে। কুমুর আদরের বিড়ালটা বালাপোষের একটা ফাল্‌তো অংশ দখল ক'রে গোলাকার হ'য়ে নিদ্রা-মগ্ন। বিপ্রদাসের টেরিয়র্‌ কুকুরটা অগত্যা ওর স্পর্দ্ধা সহ্য ক'রে মনিবের পায়ের কাছে শুয়ে স্বপ্নে এক-একবার গোঁ গোঁ ক'রে উঠ্‌চে।

এমন সময়ে এলো আর-এক ঘটক।

"নমস্কার!"

"কে তুমি?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তারা আমাকে খুবই চিন্‌তেন, (মিথ্যে কথা) আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, ৺গঙ্গামণি-ঘটকের পুত্র।"

"কী প্রয়োজন?"

"ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।"

বিপ্রদাস একটু উঠে ব'স্‌লো। ঘটক রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের নাম ক'র্‌লে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ছেলে আছে না কি?"

ঘটক জিভ কেটে ব'ল্‌লে, "না তিনি বিবাহ করেন নি। প্রচুর ঐশ্বর্য্য। নিজে কাজ দেখা ছেড়ে দিয়েচেন, এখন সংসার ক'র্‌তে মন দিয়েচেন।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ ব'সে গুড়্‌গুড়িতে টান দিতে লাগ্‌লো। তা'র প'রে হঠাৎ এক সময়ে একটু যেন জোর ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—"বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।"

ঘটক ছাড়্‌তে চায় না, বরের ঐশ্বর্য্যের যে পরিমাণ

কতো, আর গবর্ণরের দরবারে তাঁর আনাগোনার পথ-যে কতো প্রশস্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে তারি ব্যাখ্যা ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

বিপ্রদাস আবার স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলো। আবার অনাবশ্যক বেগের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো, "বয়সে মিল্‌বে না!"

ঘটক ব'ল্‌লে, "ভেবে দেখবেন, দু-চারদিন বাদে আর-একবার আস্‌বো।"

বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে প'ড়্‌লো।

দাদার জন্যে গরম চা নিয়ে কুমু ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলো। দরজার বাইরে গামছা-সুদ্ধ একটা ভিজে জীর্ণ ছাতি ও কাদা-মাখা তালতলার চটি দেখে থেমে গেলো। ওদের কথাবার্ত্তা অনেকখানি কানে পৌঁছ'লো। ঘটক তখন ব'ল্‌চে, "রাজাবাহাদুর এবার বছর না যেতে মহারাজা হবেন এটা একেবারে লাট সাহেবের নিজ মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধ'রেচে, মহারাণীর পদ এখন আর খালি রাখা চ'ল্‌বে না। আপনাদের গ্রহাচার্য্য কিনু ভট্‌চাজ্‌ দূর-সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তা'র কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেলো— লক্ষণ ঠিকটি মিলেচে। এই নিয়ে সহরের মেয়ের

কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখিনি—এমন কুষ্ঠি আর একটিও হাতে প'ড়্লো না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে ব'লে দিচ্চি, এ-সম্বন্ধ হ'য়েই গেচে, এ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।”

ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচ্‌লো। শুভ লক্ষণের কী অপূর্ব্ব রহস্য! কিন্তু আচার্য্যি কতোবার তা'র হাত দেখে ব'লেচে, রাজরাণী হবে সে। করকোষ্ঠীর সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তা'র কাছে উপস্থিত। ওদের গ্রহাচার্য্য এই ক'দিন হ'লো বার্ষিক আদায় ক'র্‌তে ক'ল্‌কাতায় এসেছিলো; সে ব'লে গেচে, এবার আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির রাজসম্মান, স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ; মন্দের মধ্যে পত্নী-পীড়া, এমন কি হয়তো পত্নী-বিয়োগ। বিপ্রদাসের বৃষরাশ। মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ার কথা আছে। তা'রও প্রমাণ হাতে হাতে, কাল রাত থেকে স্পষ্টই সর্দ্দির লক্ষণ। আষাঢ় মাসও প'ড়লো—পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুর কথাটা ভাববার আশু প্রয়োজন নেই, অতএব এবার সময় ভালো।

কুমু দাদার পাশে ব'সে ব'ল্‌লে, “দাদা, মাথা ধ'রেচে কি?”

দাদা ব'ল্‌লে, "না।"

"চা তো ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় নি? তোমার ঘরে লোক দেখে ঢুক্‌তে পার্‌লুম না।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সব চেয়ে অসহ্য, যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল। দাদার মুখ-ভাবে এই দ্বিধার বেদনা কুমুকে ব্যথা দিলে। দৈবের দানকে কেন দাদা এমন ক'রে সন্দেহ ক'র্‌চেন? বিবাহ ব্যাপারে নিজের পছন্দ ব'লে-যে একটা উপসর্গ আছে, এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। শিশুকাল থেকে পরে পরে সে তা'র চার দিদির বিয়ে দেখেচে। কুলীনের ঘরে বিয়ে—কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পছন্দর বিষয় ছিলো তাও নয়। ছেলে-পুলে নিয়ে তবু তা'রা সংসার ক'র্‌চে, দিন কেটে যাচ্চে। যখন দুঃখ পায় বিদ্রোহ করে না; মনে ভাব্‌তেও পারে না যে, কিছুতেই এটা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পা'র্‌তো। মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয়, সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেম্‌নি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চ'ল্‌বে কার?

এতোদিন পরে কুমুর মন্দ ভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এলো রাজপুত্র ছদ্মবেশে। রথচক্রের শব্দ কুমু তা'র হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ঐ-যে শুন্‌তে পাচ্চে। বাইরের ছদ্মবেশটা সে যাচাই ক'রে দেখ্‌তেই চায় না।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখ্‌লে আজ মনোরথ দ্বিতীয়া। বাড়িতে কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে-কয়জন ব্রাহ্মণ আছে সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে তাদের ফলার করালে, দক্ষিণাও যথাসাধ্য কিছু দিলে। সবাই আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লে, রাজরাণী হ'য়ে থাকো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্‌।

দ্বিতীয়বার বিপ্রদাসের বৈঠকখানায় ঘটকের আগমন। তুড়ি দিয়ে শিব শিব ব'লে বৃদ্ধ উচ্চস্বরে হাই তুল্‌লে। এবারে অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ ক'রে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হ'লো না। ভাব্‌লে, এতো বড়ো দায়িত্ব নিই কী ক'রে? কেমন ক'রে নিশ্চয় জান্‌বো কুমুর পক্ষে এ সম্বন্ধ সব চেয়ে ভালো নয়? পর্শুদিন শেষকথা দেবে ব'লে ঘটককে বিদায় ক'রে দিলে।

১১

সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির জলে নিবিড়। কুমুর আস্‌বাব-পত্র বেশি কিছু নেই। এক পাশে ছোটো খাট, আল্‌নায় গুটি দুয়েক পাকানো সাড়ি আর চাঁপা-রঙের গামছা। কোণে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, তা'র মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নীচে সবুজ রঙ-করা টিনের বাক্সে পান সাজ্‌বার সরঞ্জাম. আর একটা বাক্সে চুল বাঁধবার সামগ্রী। দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে কিছু বই, দোয়াত কলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে-বোনা বাবার সর্ব্বদা ব্যবহারের চটিজুতো-জোড়া; শোবার খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের কোণে ঠেসানো একটা এস্‌রাজ।

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর ব'সে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। সাম্‌নে ইটের কলেবরওয়ালা ক'ল্‌কাতা আদিম কালের বর্ম্ম-কঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্চে। মাঝে মাঝে তা'র গায়ে গায়ে আলোক-শিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিলো

অদৃষ্টনিরূপিত তা'র ভাবীলোকের মধ্যে। সেখানকার ঘরবাড়ি লোকজন সবই তা'র আপন আদর্শে গড়া। তা'রই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী রূপের প্রতিষ্ঠা, কতো ভক্তি, কতো পূজা, কতো সেবা। তা'র নিজের মায়ের পুণ্যচরিতে এক জায়গায় একটা গভীর ক্ষত র'য়ে গেচে। তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যেও ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন। কুমু কখনো সে-ভুল ক'র্‌বে না।

বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে কুমু চম্‌কে উঠ্‌লো। দাদাকে দেখে ব'ল্‌লে, "আলো জ্বেলে দেবো কি?"

"না কুমু, দরকার নেই" ব'লে বিপ্রদাস সিন্দুকে তা'র পাশে এসে ব'স্‌লো। কুমু তাড়াতাড়ি মেঝের উপর নেমে ব'সে আস্তে আস্তে তা'র পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

বিপ্রদাস স্নিগ্ধ-স্বরে ব'ল্‌লে, বৈঠকখানায় লোক এসেছিলো তাই তোকে ডেকে পাঠাই নি। এতোক্ষণ এক্‌লা ব'সে ছিলি?"

কুমু লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "না, ক্ষেমা পিসি অনেকক্ষণ ছিলেন।" কথাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ব'ল্‌লে, "বৈঠকখানায় কে এসেছিলো, দাদা?"

"সেই কথাই তোকে ব'ল্‌তে এসেচি। এ-বছর জষ্ঠি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে প'ড়্‌লি, তাই না?"

"হাঁ দাদা, তাতে দোষ হ'য়েচে কী?"

"দোষের কথা না। আজ নীলমণি ঘটক এসে-ছিলো। লক্ষ্মী বোন, লজ্জা করিস্ নে। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ—বিয়ে প্রায় ঠিক হ'য়েছিলো। হ'য়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা কেউ ক'র্‌তো না। আজ তো আমি তা পারিনে। রাজা মধুসূদন ঘোষালের নাম নিশ্চয়ই শুনেচিস্। বংশ মর্য্যাদায় ওঁরা খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাৎ। আমি রাজি হ'তে পারিনি। এখন, তোর মুখের একটা কথা শুন্‌লেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস্‌নে কুমু।"

"না লজ্জা ক'র্‌বো না।" ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। "যাঁর কথা ব'ল্‌চো নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েই গেচে।" এটা সেই ঘটকের কথার প্রতিধ্বনি—কখন্ কথাটা এর মনের গভীরতায় আট্‌কা প'ড়ে গেচে।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কেমন ক'রে ঠিক হ'লো?"

কুমু চুপ ক'রে রইলো।

বিপ্রদাস তা'র মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ল্‌লে, "ছেলেমানুষী করিস্‌নে, কুমু।"

কুমুদিনী ব'ল্‌লে, "তুমি বুঝ্‌বে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষী ক'র্‌চিনে।"

দাদার উপর তা'র অসীম ভক্তি। কিন্তু দাদা তো দৈববাণী মানে না, কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা।

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "তুই তো তাঁকে দেখিস্‌ নি।"

"তা হোক, আমি-যে ঠিক জেনেচি।"

বিপ্রদাস ভালো ক'রেই জানে এই জায়গাতেই ভাই-বোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই। তবু বিপ্রদাস আর একবার ব'ল্‌লে, "দেখ্‌ কুমু, চির-জীবনের কথা, ফস্‌ ক'রে একটা খেয়ালের মাথায় পণ ক'রে ব'সিস্‌ নে।"

কুমু ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্‌লে, "খেয়াল নয় দাদা, খেয়াল নয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে ব'ল্‌চি আর কাউকে বিয়ে ক'র্‌তে পা'র্‌বো না।"

বিপ্রদাস চ'ম্‌কে উঠলো। যেখানে কার্য্যকারণের

যোগাযোগ নেই সেখানে তর্ক ক'র্‌বে কী নিয়ে? অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না। বিপ্রদাস বুঝেচে, কী একটা দৈব-সঙ্কেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে ব'সেচে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে ব'লেছিলো, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব শেষে যেটি বাকি থাকে তা'র রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝ্‌বো তাঁরই ইচ্ছা। সব শেষের ফুলটি হ'লো নীল অপরাজিতা।

অদূরে মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। কুমু জোড় হাত ক'রে প্রণাম ক'র্‌লে। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ রইলো ব'সে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে; বৃষ্টিধারার বিরাম নেই।

১২

বিপ্রদাস আরো কয়েকবার কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লে। কুমু কথার জবাব না দিয়ে মাথা নীচু ক'রে আঁচল খুটতে লাগলো।

বিয়ের প্রস্তাব পাকা, কেবল একটা বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে কিছু কথা-চালাচালি হ'লো। বিয়েটা হবে

কোথায় ? বিপ্রদাসের ইচ্ছে ক'ল্‌কাতার বাড়িতে। মধুসূদনের একান্ত জেদ নুরনগরে। বরপক্ষের ইচ্ছেই বাহাল রইলো।

আয়োজনের জন্যে কিছু আগে থাক্‌তেই নুরনগরে আস্‌তে হ'লো। বৈশেখ জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নাম্‌লে মাটি যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবুজ হ'য়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে-বাহিরে তেম্‌নি একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগলো। আপন মন-গড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত ক'রে রাখে। শরৎ কালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে কথা কইচে, কোনো এক অনন্তকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখীরা এসে খায়; রুটির টুক্‌রো রাখে, কাঠবিড়ালী চঞ্চল চোখে চারিদিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে এসে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধ'রে কুটুর কুটুর ক'রে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হ'য়ে ব'সে দেখে। বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা। বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, জল যেন ওর সর্ব্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের

বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম ধারের বাতাবি-লেবু গাছের শাখার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে সোনার রেখার মতো ঝিকিমিকি ক'র্‌তে থাকে : ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্ব্বচনীয় পুলকের কাঁপন ব'য়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলে কোঠায় একলা গিয়ে ব'সে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে-দেবতার বরণ হ'চ্চে ভাবঘন রসের রূপটি তা'র, কৃষ্ণরাধিকার যুগলরূপের মাধুর্য্য তা'র সঙ্গে মিশেচে। বাড়ির ছাদের উপরে এস্‌রাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালি সুরের গানটি :—

"আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।"

রাত্রে বিছানায় ব'সে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় ব'সে আবার প্রণাম করে। কা'কে করে সেটা স্পষ্ট নয়,—একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মন-গড়া প্রতিমার মন্দিরদ্বার চিরদিন তো রুদ্ধ থাক্‌তে পারে না। কানাকানির নিশ্বাসের তাপে ও বেগে সে-মূর্ত্তির সুষমা যখন ঘা খেতে আরম্ভ করে

তখন দেবতার রূপ টিঁকবে কী ক'রে। তখন ভক্তের বড়ো দুঃখের দিন।

একদিন তেলেনিপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই ব'লে ব'স্‌লো, "হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুট্‌লো? ঐ-যে বেদেনীদের গান আছে,—

"এক-যে ছিলো কুকুর-চাটা শেয়াল-কাটার বন,
কেটে ক'র্‌লে সিংহাসন।"

এ-ও সেই শেয়ালকাঁটা বনের রাজা। ঐ তো রজব-পুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো। দেশে যে-বার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা। তবু বুড়ি মা'কে শেষদিন পর্য্যন্ত রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে হাড় কালী ক'রিয়েচে।"

মেয়েরা উৎসুক হ'য়ে তিনকড়িকে ধ'রে বসে; বলে, "বরকে জান্‌তে না কি?"

"জানতুম না? ওর মা-যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্ত্তীদের ঘরের। (গলা নীচু ক'রে) সত্যি কথা বলি বাছা, ভালো বাম্‌নের ঘরে ওদের বিয়ে চলে না। তা হোক্‌ গে, লক্ষ্মী তো জাত বিচার করেন না।"

পূর্ব্বেই ব'লেচি কুমুদিনীর মন একালের ছাঁচে নয়। জাতকুলের পবিত্রতা তা'র কাছে খুব একটা বাস্তব জিনিষ। মনটা তাই যতোই সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে ততোই যারা নিন্দে করে তাদের উপর রাগ করে; ঘর থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠে ছুটে বাইরে চ'লে যায়। সবাই গা-টেপাটেপি ক'রে বলে, "ইস্, এখনি এতো দরদ? এ-যে দেখি দক্ষ-যজ্ঞের সতীকেও ছাড়িয়ে গেলো।"

বিপ্রদাসের মনের গতি হাল-আমলের, তবু জাত-কুলের হীনতায় তাকে কাবু করে। তাই, গুজবটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টা ক'র্‌লে। কিন্তু ছেঁড়া বালিশে চাপ দিলে তা'র তূলো যেমন আরো বেশি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি হ'লো।

এদিকে বুড়ো প্রজা দামোদর বিশ্বাসের কাছে খবর পাওয়া গেলো যে, বহুপূর্ব্বে ঘোষালেরা নুরনগরের পাশের গ্রাম শেয়াকুলির মালেক ছিলো। এখন সেটা চাটুজ্জেদের দখলে। ঠাকুর-বিসর্জ্জনের মামলায় কী ক'রে সব সুদ্ধ ঘোষালদেরও বিসর্জ্জন ঘ'টেছিলো, কী কৌশলে কর্ত্তাবাবুরা, শুধু দেশ ছাড়া নয়, তাদের সমাজ ছাড়া ক'রেছিলেন, তা'র বিবরণ ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে

দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ঘোষালেরা এককালে ধনে মানে কুলে চাটুজ্জেদের সমকক্ষ ছিলেন এটা সুখবর, কিন্তু বিপ্রদাসের মনে ভয় লাগলো যে, এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের না-কি?

১৩

অঘ্রাণ মাসে বিয়ে। ২৫শে আশ্বিন লক্ষ্মীপূজো হ'য়ে গেলো। হঠাৎ ২৭শে আশ্বিনে তাঁবু ও নানা-প্রকার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঘোষাল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওভারসিয়র এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল পশ্চিমী মজুর। ব্যাপারখানা কী? শেয়াকুলিতে ঘোষালদীঘির ধারে তাঁবু গেড়ে বর ও বরযাত্রীরা কিছুদিন আগে থাক্‌তেই সেখানে এসে উঠ্‌বেন।

এ কী-রকম কথা? বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "তাঁরা যতোজন খুসি আসুন, যতোদিন খুসি থাকুন, আমরাই বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। তাঁবুর দরকার কী? আমাদের স্বতন্ত্র বাড়ি আছে, সেটা খালি ক'রে দিচ্চি।

ওভারসিয়র ব'ল্‌লে, "রাজাবাহাদুরের হুকুম।

দীঘির চারিধারের বন-জঙ্গলও সাফ ক'রে দিতে ব'লেচেন,—আপনি জমিদার, অনুমতি চাই।"

বিপ্রদাস মুখ লাল ক'রে ব'ল্‌লে, "এটা কি উচিত হ'চ্চে? জঙ্গল তো আমরাই সাফ ক'রে দিতে পারি।"

ওভারসিয়র বিনীতভাবে উত্তর ক'র্‌লে "ঐখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষের ভিটে বাড়ি, তাই সখ হ'য়েচে নিজেই ওটা পরিষ্কার ক'রে নেবেন।"

কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেরা খুঁৎ খুঁৎ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। প্রজারা বলে, এটা আমাদের কর্ত্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। হঠাৎ তবিল ফেঁপে উঠেচে, সেটা ঢাকা দিতে পার্‌চে না; সেটাকে জয়ঢাক ক'রে তোল্‌বার জন্যেই না এই কাণ্ড? সাবেক আমল হ'লে বরসুদ্ধ বরসজ্জা বৈতরণী পার ক'র্‌তে দেরি হ'তো না। ছোটোবাবু থাক্‌লে তিনিও সইতেন না, দেখা যেতো ঐ বাবুগুলো আর তাঁবুগুলো থাক্‌তো কোথায়!

প্রজারা এসে বিপ্রদাসকে ব'ল্‌লে, "হুজুর ওদের কাছে হ'ট্‌তে পারবো না। যা খরচ লাগে আমরাই দেবো।"

ছয়-আনার কর্ত্তা নবগোপাল এসে ব'ল্‌লে, "বংশের অমর্য্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্ত্তারা ঐ ঘোষালদের হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েচেন, আজ তা'রা আমাদেরি এলাকার উপর চড়াও হ'য়ে টাকার ঝলক্ মার্‌তে এসেচে! ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক্, বংশের মান তো ভাগ হ'য়ে যায় নি।"

এই ব'লে নবগোপালই ঠেলেঠুলে কর্ম্মকর্ত্তা হ'য়ে ব'স্‌লো।

বিপ্রদাস কয়দিন কুমুর কাছে যেতে পারে নি। তা'র মুখের দিকে তাকাবে কী ক'রে? কুমুর কাছে বরপক্ষের স্পর্দ্ধার কথা কেউ-যে গলা খাটো ক'রে ব'ল্‌বে সমাজে সে-দয়া বা ভদ্রতা নেই। তা'রই কাছে সবাই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে। মেয়েদের রাগ তা'রই 'পরে। ওরি জন্যে পূর্ব্বপুরুষের মাথা-যে হেঁট হ'লো। রাজরাণী হ'তে চ'লেচেন! কিবে রাজার ছিরি!

জাতকুলের কথাটাকে কুমু তা'র ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিলো। কিন্তু ধনের বড়াই ক'রে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তা'র মন বিষাদে ভ'রে উঠ্‌লো। কেবলি লোকের কাছ থেকে সে পালিয়ে

বেড়ায়। ঘোষালদের লজ্জায় আজ-যে ওরি লজ্জা। দাদার মুখ থেকে কিছু শোন্‌বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ ক'র্‌চে। কিন্তু দাদার দেখা নেই, অন্দরমহলে খেতেও আসে না।

একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধ্‌বার জায়গা ঠিক ক'র্‌তে গিয়ে হঠাৎ খিড়্‌কির পুকুরের ঘাটে দেখে কুমু নীচের পৈঁঠের উপর ব'সে মাথা হেঁট ক'রে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলো। এসেই রুদ্ধস্বরে ব'ল্‌লে, "দাদা, কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে।" ব'লেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

দাদা ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে ব'ল্‌লে, "লোকের কথায় কান দিস্‌নে বোন।"

"কিন্তু ওঁরা এ-সব কী ক'র্‌চেন? এতে কি তোমাদের মান থাক্‌বে?"

"ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস্। পূর্ব্বপুরুষের জন্মস্থানে আস্‌চে, ধুমধাম ক'র্‌বে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখিস্।"

কুমু চুপ ক'রে রইলো। বিপ্রদাস থাক্‌তে পার্‌লে না, মরীয়া হ'য়ে ব'ল্‌লে, "তোর মনে যদি

একটুও খট্‌কা থাকে বিয়ে এখনো ভেঙে দিতে পারি।”

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে ব’ল্‌লে, “ছি ছি, সে কি হয়?”

অন্তর্য্যামীর সাম্‌নে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ্‌ প’ড়ে গেচে। বাকি যেটুকু সে-তো বাইরের।

বিপ্রদাসের একেলে মন এতোটা নিষ্ঠায় অধৈর্য্য হ’য়ে ওঠে। সে ব’ল্‌লে, “দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহ-বন্ধন সত্য। সুরে-বাঁধা এস্রাজের কোনো মানেই থাকে না যদি বাজাবার হাতটা হয় বেসুরো। পুরাণে দেখ্‌না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠও তেমনি। হাল-আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না সল্‌তেকে বলেন জ্ব’ল্‌তে—শুক্‌নো প্রাণে জ্ব’ল্‌তে জ্ব’ল্‌তেই ওরা গেলো ছাই হ’য়ে।”

কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জ’প্‌তে লাগ্‌লো, তিনি ভালোই হোন্ মন্দই হোন্ তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—

শুধু যতি ধর্ম্মের নয়, সতী ধর্ম্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম্ম সুখ-দুঃখের অতীত,—তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তা'রই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের। অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তা'রো বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতী ধর্ম্ম নির্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব পদার্থটি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হ'য়ে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিলে।

১৪

ঘোষাল-দীঘির ধারে জঙ্গল সাফ্ হ'য়ে গেলো,—চেনা যায় না। জমি নিখুঁৎভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুর্‌কি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দীঘির পানা সব তোলা হ'য়েচে। ঘাটের কাছে তক্‌তকে নতুন বিলিতী পাল-খেলাবার দুটি নৌকো; তাদের একটির গায়ে লেখা "মধুমতী", আর-

একটির গায়ে "মধুকরী"। যে-তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাক্‌বেন তা'র সাম্‌নে ফ্রেমে হ'ল্‌দে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা, "মধুচক্র"। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্য্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা, "মধুসাগর"। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চান্‌কায় সূর্য্যমুখী রজনীগন্ধা, গাঁদা দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে নানা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তা'রি মধ্যে লোহার ঢালাই-করা নগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধ'রেচে, তা'র থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হ'য়েচে, "মধুকুঞ্জ"। প্রবেশ-পথে কারুকাজ-করা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়্‌চে—নিশানে লেখা, "মধুপুরী"। চারদিকেই মধু নামের ছাপ। নানারঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙীন ফুলে চিনালণ্ঠনে হঠাৎ-তৈরি এই মায়াপুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো। এদিকে ঝক্‌ঝকে চাপরাশ-ঝোলানো হ'ল্‌দের উপর লাল পাড়-দেওয়া পাগড়ি-বাঁধা, জরির ফিতে-দেওয়া লাল বনাতের

উর্দ্দিপরা চাপরাশীর দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারো কারো চামড়ার কোমর-বন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্জেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজ-পরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হ'তে বার হ'তে চায় না। কাণ্ড দেখে চাটুজ্জে পরিবারের গায়ে জ্বালা ধ'র্‌লো। নুরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েচে।

শুভ পরিণয়ের এই সূচনা।

১৫

বিপ্রদাস নবগোপালকে ডেকে ব'ল্‌লে, "নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা,—ওটা ইতরের কাজ।"

নবগোপাল ব'ল্‌লে, "চতুর্ম্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশি মানুষ গ'ড়েচেন ; চারটে মুখ কেবল বড়ো বড়ো কথা ব'ল্‌বার জন্যেই। সাড়ে পনেরো আনা লোক-যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখ্‌তে হ'লে ইতরের রাস্তাই ধ'রতে হয়।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "তাতেও তুমি পেরে উঠ্‌বে না। তা'র চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন ক'র্‌বো। ওরা রাজা হ'য়েচে করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম্ম আমাদের।"

নবগোপাল ব'ল্‌লে, "দাদা, পাঁজি ভুলেচো, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে,—তিনু সরকার আছে তোমার তালুকদার,—ভাতু পরামাণিক, কমরদ্দি বিশ্বেস, পাঁচু মণ্ডল,—এরা কি তোমার ঐ কাঁচকলা-ভাতে হবিষ্যি-করা বাম্‌নাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে? এরা কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রপৌত্র? এদের-যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ ক'রে থাকো, তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

নবগোপাল প্রজাদের সঙ্গে মিলে উঠে-প'ড়ে লাগ্‌লো। সবাই বুক ঠুকে ব'ল্‌লে, টাকার জন্যে ভাব্‌না কী? আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চ'ড়লো নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙীন ধুতি। সালুতে-মোড়া, ঝালর-ঝোলানো, নিশেন-

ওড়ানো এক নহবৎখানা উঠ্‌লো, সাত ক্রোশ তফাৎ থেকে তা'র চূড়ো দেখা যায়। দুই সরীকে মিলে তাদের চার চার হাতী বের ক'র্‌লে, সাজ চ'ড়্‌লো তাদের পিঠে, যখন-তখন বিনা কারণে ঘোষাল দীঘির সাম্‌নের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তা'রা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্‌তে থাকে। আর যাই হোক্‌, পাটের বস্তা থেকে হাতী বের হয় না, এই ব'লে সকলেই দুই পা চাপ্‌ড়ে হো হো ক'রে হেসে নিলে।

অগ্রাণের সাতাশে প'ড়েচে বিয়ের দিন; এখনো দিন দশেক বাকি। এমন সময় লোকমুখে জানা গেলো, রাজা আস্‌চে দলবল নিয়ে। ভাব্‌না প'ড়ে গেলো, কর্ত্তব্য কী। মধুসূদন এদের কাছে কোনো খবর দেয় নি। বুঝি মনে ক'রেচে ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতাই রাজোচিত। এমন অবস্থায় নিজেরা গায়ে প'ড়ে ষ্টেশন থেকে ওদের এগিয়ে আন্‌তে যাওয়া কি সঙ্গত হবে? খবর না-দেওয়ার উচিত জবাব হ'চ্চে খবর না-নেওয়া।

সবই সত্য, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সংসারে দুঃখ ঠেকানো যায় না। কুমুর প্রতি বিপ্রদাসের গভীর স্নেহ; পাছে তাকে কিছুতে আঘাত করে এ কথাটা

সকল তর্ক ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের পীড়ন করা এতোই সহজ; তাদের মর্ম্মস্থান চারদিকেই অনাবৃত। জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েচে; আর যা'রা বর্ম্মহীন তাদের স্পর্শকাতর পিঠের দিকে কোনো বিধিবিধান নজর করে না। এমন অবস্থায় স্নেহের ধনকে রোষ-বিদ্বেষ-ঈর্ষ্যার তুফানে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের অভিমান বাঁচাবার চেষ্টা করা কাপুরুষতা, বিপ্রদাসের মনের এই ভাব।

বিপ্রদাস কাউকে না-জানিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে গেলো ষ্টেশনে। গাড়ি এসে পৌঁছ'লো, তখন বেলা পাঁচটা। সেলুন গাড়ি থেকে রাজা নাম্‌লো দলবল নিয়ে। বিপ্রদাসকে দেখে শুষ্ক সংক্ষিপ্ত নমস্কার ক'রে ব'ল্‌লে, "একি, আপ্‌নি কেন কষ্ট ক'রে?"

বিপ্রদাস। "বিলক্ষণ! এই প্রথম আসা আমার দেশে, অভ্যর্থনা ক'রে নেবো না?"

রাজা। "ভুল ক'র্‌চেন। আপনার দেশে এখনো আসিনি। সে হবে বিয়ের দিনে।"

বিপ্রদাস কথাটার মানে বুঝ্‌তে পা'র্‌লে না। ষ্টেশনে ভিড়ের মধ্যে তর্ক কর্‌বার জায়গা নয়—তাই কেবল ব'ল্‌লে, "ঘাটে বজ্‌রা তৈরি।"

রাজা ব'ল্‌লে, "দরকার হবে না, আমাদের ষ্টীম্ লঞ্চ্ এসেচে।"

বিপ্রদাস বুঝ্‌লে সুবিধে নয়। তবু আর-একবার ব'ল্‌লে, "খাওয়া-দাওয়ার জিনিষপত্র, রসুইয়ের নৌকো সমস্তই প্রস্তুত।"

"কেন এতো উৎপাত ক'র্‌লেন! কিছুই দরকার হবে না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখ্‌বেন, এসেচি আমার পূর্ব্ব-পুরুষদের জন্মভূমিতে—আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিনে সেখানে যাবার কথা।"

বিপ্রদাস বুঝ্‌লে কিছুতেই নরম হবার আশা নেই। বুকের ভিতরটা দমে গেলো। ষ্টেশনের বস্‌বার ঘরে কেদারায় গিয়ে শুয়ে প'ড়্‌লো। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হ'য়ে এসেচে। উত্তর থেকে গাড়ি আস্‌বার জন্যে ঘণ্টা প'ড়্‌লো, ষ্টেশনে আলো জ্ব'ল্‌লো,—লাগাম ছেড়ে ঘোড়াকে নিজের মর্‌জি মতো চ'ল্‌তে দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফির্‌লে তখন যথেষ্ট রাত। কোথায় গিয়েছিলো, কী ঘ'টেছিলো, কাউকে কিছুই ব'ল্‌লে না।

সেই দিন রাত্রে ওর ঠাণ্ডা লেগে কাশি আরম্ভ হ'লো। ক্রমেই চ'ল্‌লো বেড়ে। উপেক্ষা ক'র্‌তে

গিয়ে ব্যামোটাকে আরো উস্‌কে তুল্‌লে। শেষকালে কুমু ওকে অনেক ধ'রে ক'য়ে এনে বিছানায় শোওয়ায়। অনুষ্ঠানের সমস্ত ভারই প'ড়্‌লো নবগোপালের উপর।

১৬

দুদিন পরেই নবগোপাল এসে ব'ল্‌লে, "কী করি একটা পরামর্শ দাও।"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কেন? কী হ'য়েচে?"

"সঙ্গে গোটাকতক সাহেব,—দালাল হবে, কিম্বা মদের দোকানের বিলিতী শুঁড়ি, কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দুশো কাদাখোঁচা পাখী মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চ'লেচে চন্দনদহের বিলে। এই শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম,—রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা হবে,—অহিরাবণ, মহীরাবণ, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ, ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্য্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত,—প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধ'রে যাবার মতো।"

বিপ্রদাস স্তম্ভিত হ'য়ে রইল্‌লো, কিছু ব'ল্‌লে না।

নবগোপাল ব'ল্‌লে, "তোমারি হুকুম ঐ বিলে

কেউ শিকার ক'র্‌তে পাবে না। সে-বার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে পর্য্যন্ত ঠেকিয়েছিলে—আমরা তো ভয় ক'রেছিলুম তোমাকেও পাছে সে রাজহাঁস ভুল ক'রে গুলি ক'রে বসে। লোকটা ছিলো ভদ্র, চ'লে গেলো। কিন্তু এরা গো-মৃগ-দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বলো তো একবার না হয়—"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "না, না, কিছু ব'লো না।"

বিপ্রদাস বাঘ শিকারে জেলার মধ্যে সব-সেরা। কোনো একবার পাখী মেরে তা'র এমন ধিক্কার হ'য়েছিলো যে, সেই অবধি নিজের এলেকায় পাখী মারা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েচে।

শিওরের কাছে কুমু ব'সে বিপ্রদাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। নবগোপাল চ'লে গেলে সে মুখ শক্ত ক'রে ব'ল্‌লে, "দাদা, বারণ ক'রে পাঠাও।"

"কী বারণ ক'র্‌বো ?"

"পাখী মারতে।"

"ওরা ভুল বুঝবে কুমু, সইবে না।"

"তা বুঝুক ভুল। মান-অপমান শুধু ওদের একলার নয়।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে মনে-মনে হাসলে। সে জানে কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে কুমু মনে-মনে সতী ধর্ম্ম অনুশীলন ক'র্‌চে। ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা। সামান্য পাখীর প্রাণ নিয়ে কায়ার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘ'টবে না কি?

বিপ্রদাস স্নেহের স্বরে ব'ল্‌লে, "রাগ করিসনে কুমু, আমিও একদিন পাখী মেরেচি। তখন অন্যায় ব'লে বুঝতেই পারিনি। এদেরও সেই দশা।"

অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে চ'ল্‌লো শিকার, পিক্‌নিক্, এবং সন্ধ্যেবেলায় ব্যাঙের সঙ্গীত সহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ; বিকালে টেনিস; তা ছাড়া দীঘির নৌকোর পরে তিনচার পর্দ্দা তুলে দিয়ে বাজি রেখে পালের খেলা;—তাই দেখ্‌তে গ্রামের লোকেরা দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাত্রে ডিনারের পরে চীৎকার চলে, "ফর্ হী ইজ্ এ জলি গুড্ ফেলো।" এই সব বিলাসের প্রধান নায়কনায়িকা সাহেব মেম, তাতেই গাঁয়ের লোকের চমক লাগে। এরা-যে সোলার টুপি মাথায় ছিপ ফেলে মাছ ধরে, সেও বড়ো অপরূপ দৃশ্য। অন্য পক্ষে লাঠিখেলা, কুস্তি, নৌকো-বাচ, যাত্রা, সখের থিয়েটার এবং চারটে হাতীর সমাবেশ, এর কাছে লাগে কোথায়?

বিবাহের তু'দিন আগে গায়ে-হলুদ। দামী গহনা থেকে আরম্ভ ক'রে খেলার পুতুল পর্য্যন্ত সওগাদ যা বরের বাসা থেকে এলো তা'র ঘটা দেখে সকলে অবাক্। তা'র বাহনই বা কতো! চাটুজ্জেরা খুব দরাজ হাতেই তাদের বিদায় ক'র্‌লে।

অবশেষে জনসাধারণকে খাওয়ানো নিয়ে বৈবাহিক কুরুক্ষেত্রের দ্রোণপর্ব্ব সুরু হ'লো।

সেদিন ঢোল পিটিয়ে সর্ব্বসাধারণের নিমন্ত্রণ মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে। রবাহূত অনাহূত কারো বাদ নেই। নবগোপাল রেগে আগুন। "একি আস্পর্দ্ধা! আমরা হ'লুম জমিদার, এর মধ্যে উনি ওঁর মধুপুরী খাড়া করেন কোথা থেকে?"

এদিকে ভোজের আয়োজনটা খুব ব্যাপকরূপেই সকলের কাছে প্রকাশমান হ'য়ে উঠ্‌লো। সামান্য ফলার নয়। মাছ, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, ঘি, ময়দা, চিনি খুব সোরগোল ক'রে আমদানী। গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন্ পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি, হাঁড়া, মালসা, কল্‌সী, জালা; সারবন্দী গোরুর গাড়িতে এলো আলু, বেগুন, কাঁচকলা, শাক সব্‌জি। আহারটা হবে সন্ধ্যের সময় বাঁধা রোশনাইয়ের আলোয়।

এদিকে চাটুজ্জেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন ক'রেচে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি—রাত না পোয়াতেই তা'রা নিজেরাই রান্না চ'ড়িয়েচে। আহারের উপকরণ যতো না হোক্, ঘন ঘন চাটুজ্জেদের জয়ধ্বনি উঠ্‌চে তা'র চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপাল বাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় ব'সে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তা'র পরে হ'লো কাঙালীবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা ক'র্‌লে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চ'ল্‌লো সমুদ্রমন্থন।

মধুপুরীতে সমস্ত দিন রান্না ব'সেচে। গন্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত। খুরি ভাঁড় কলাপাতা হ'য়েচে পর্ব্বতপ্রমাণ। তরকারি ও মাছকোটার আবর্জ্জনা নিয়ে কাকেদের কলরবের বিরাম নেই—রাজ্যের কুকুরগুলোও পরস্পর কামড়াকাম্‌ড়ি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েচে। সময় হ'য়ে এলো, রোশ্‌নাই জ্ব'লেচে, মেটিয়াবুরুজের রসনচৌকি ইমনকল্যাণ থেকে কেদারা পর্য্যন্ত বাজিয়ে চ'ল্‌লো। অনুচর পরিচরেরা থেকে-থেকে উদ্বিগ্নমুখে রাজাবাহাদুরের কানের কাছে ফিস্

ফিস্ ক'রে জানাচ্চে এখনো খাবার লোক যথেষ্ট এলো না। আজ হাটের দিন, ভিন্ন এলেকা থেকে যারা হাট ক'র্‌তে এসেচে তাদের কেউ কেউ পাত-পাড়া দেখে ব'সে গেচে। কাঙাল ভিক্ষুকও সামান্য কয়েক-জন আছে।

মধুসূদন নির্জ্জন তাঁবুর ভিতর ঢুকে মুখ অন্ধকার ক'রে একটা চাপা হুঙ্কার দিলে—"হুঁ।"

ছোটো ভাই রাধু এসে ব'ল্‌লে, "দাদা, আর কেন? চলো।"

"কোথায়?"

"ফিরে যাই ক'লকাতায়। এরা সব বদমাইষি ক'র্‌চে। এদের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার ক'ড়ে আঙুল-নাড়ার অপেক্ষায় ব'সে। একবার তু ক'রলেই হয়।"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে উঠে ব'ল্‌লে, "যা চ'লে!"

একশো বছর পূর্ব্বে যেমন ঘ'টেছিলো আজও তাই। এবারেও একপক্ষের আড়ম্বরের চূড়োটা অন্যপক্ষের চেয়ে অনেক উঁচু ক'রেই গড়া হ'য়েছিলো, অন্যপক্ষ তা রাস্তা পার হ'তে দিলে না। কিন্তু আসল

হারজিৎ বাইরে থেকে দেখা যায় না। তা'র ক্ষেত্রটা লোক-চক্ষুর অগোচরে।

চাটুজ্জেদের প্রজারা খুব হেসে নিলে। বিপ্রদাস রোগশয্যায়; তা'র কানে কিছুই পৌঁছ'লো না।

১৭

বিয়ের দিনে, রাজার হুকুম, ক'নের বাড়ি যাবার পথে ধুমধাম একেবারেই বন্ধ। আলো জ্ব'ললো না, বাজ্‌না বাজ্‌লো না, সঙ্গে কেবল নিজেদের পুরোহিত, আর দুই জন ভাট। পাল্কীতে ক'রে নিঃশব্দে বিয়ে-বাড়িতে বর এলো, লোকে হঠাৎ বুঝ্‌তেই পার্‌লে না। ওদিকে মধুপুরীর তাঁবুতে আলো জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিপরীত হৈ হৈ শব্দে বরযাত্রীর দল আহারে আমোদে প্রবৃত্ত। নবগোপাল বুঝ্‌লে এটা হ'লো পাল্টা জবাব। এমন স্থলে কন্যাপক্ষ হাতে পায়ে ধ'রে বরপক্ষের সাধ্যসাধনা করে;—নবগোপাল তা'র কিছুই ক'র্‌লে না। একবার জিজ্ঞাসাও ক'র্‌লে না, বরযাত্রীদের হ'লো কী।

কুমুদিনী সাজ-সজ্জা ক'রে বিবাহ-আসরে যাবার আগে দাদাকে প্রণাম ক'র্‌তে এলো; তা'র সর্ব্বশরীর

কাঁপচে। বিপ্রদাসের তখন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর; বুকে পিঠে রাইশর্ষের পলস্তারা, কুমুদিনী তা'র পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আর থাকতে পার্‌লে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। ক্ষেমা পিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে ব'ল্‌লে, "ছি, ছি, অমন ক'রে কাঁদতে নেই।"

বিপ্রদাস একটু উঠে ব'সে ওকে হাত ধ'রে পাশে বসিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো—দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে প'ড়্‌তে লাগলো। ক্ষেমা পিসি ব'ল্‌লে, "সময় হ'লো-যে।"

বিপ্রদাস কুমুর মাথায় হাত দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে ব'ল্‌লে, "সর্ব্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।" ব'লেই ধপ্‌ ক'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়্‌লো।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দুচোখ দিয়ে কেবল জল প'ড়েচে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে-হাত ঠাণ্ডা হিম, আর থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌চে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেচে? হয়তো দেখেনি। এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর ওর ভয় ধ'রে গেচে। পাখীর মনে হ'চ্চে তা'র জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।

মধুসূদন দেখ্‌তে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো

মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হ'চ্চে পাখীর চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সাম্‌নে পর্য্যন্ত ঝুঁকে প'ড়ে যেন পাহারা দিচ্চে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সঙ্কীর্ণ তির্য্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী। কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো-ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর; যতো বয়েস তা'র চেয়ে কম বোধ হয়, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধ'রেচে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবশুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে একাগ্র-ভাবে চ'লেচে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখ্‌লেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।

বিবাহটা এমন ভাবে হ'লো-যে, সকলেরই মনে খারাপ লাগ্‌লো। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শমাত্রই এমন একটা বেসুর ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌লো-যে, তা'র মধ্যে

উৎসবের সঙ্গীত কোথায় গেলো তলিয়ে। থেকে-থেকে কুমুর মনের একটা প্রশ্ন অভিমানে বুক ঠেলে ঠেলে উঠ্‌চে, "ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?" সংশয়কে প্রাণপণে চাপা দেয়, রুদ্ধঘরের মধ্যে একলা ব'সে বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে; বলে, মন যেন দুর্ব্বল না হয়। সব চেয়ে কঠিন হ'য়েচে দাদার কাছে সংশয় লুকোতে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কুমুদিনীর সেবার 'পরেই বিপ্রদাসের একান্ত নির্ভর। কাপড় চোপড়, দিনখরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের সম্মার্জ্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সঙ্গীতযন্ত্রের পর্য্যবেক্ষণ, শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন,—সমস্ত কুমুর হাতে। এতো বেশি অভ্যাস হ'য়ে এসেচে-যে, প্রাত্যহিক ব্যবহারে কুমুর হাত কোথাও না থাক্‌লে তা'র রোচে না। সেই দাদার রোগশয্যায় বিদায়ের আগে শেষ কয়দিন যে-সেবা ক'র্‌তে হ'য়েচে তা'র মধ্যে নিজের ভাবনার কোনো ছায়া না পড়ে এই তা'র দুঃসাধ্য চেষ্টা। কুমুর এসরাজের হাত নিয়ে বিপ্রদাসের ভারি গর্ব্ব। লাজুক কুমু সহজে বাজাতে চায় না। এই দুদিন সে আপনি যেচে দাদাকে কানাড়া মালকোষের

আলাপ শুনিয়েচে। সেই আলাপের মধ্যেই ছিলো তা'র দেবতার স্তব, তা'র প্রার্থনা, তা'র আশঙ্কা, তা'র আত্ম-নিবেদন। বিপ্রদাস চোখ বুজে চুপ ক'রে শোনে আর মাঝে মাঝে ফরমাস করে—সিন্ধু, বেহাগ, ভৈরবী—যে-সব সুরে বিচ্ছেদ-বেদনার কান্না বাজে। সেই সুরের মধ্যে ভাই-বোন দুজনেরই ব্যথা এক হ'য়ে মিশে যায়। মুখের কথায় দুজনে কিছুই ব'ল্‌লে না; না দিলে পরস্পরকে সান্ত্বনা, না জানালে দুঃখ।

বিপ্রদাসের জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা সারলো না,—বরং বেড়ে উঠ্‌চে। ডাক্তার ব'ল্‌চে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছ'তে পারে, খুব সাবধান হওয়া চাই। কুমুর মনে উদ্বেগের সীমা নেই। কথা ছিলো বাসি বিয়ের কাল-রাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন ক'ল্‌কাতায় ফির্‌বে। কিন্তু শোনা গেলো মধুসূদন হঠাৎ পণ ক'রেচে বিবাহের পরদিনে ওকে নিয়ে চ'লে যাবে। বুঝ্‌লে, এটা প্রথার জন্যে নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে। এমন অবস্থায় অনুগ্রহ দাবি ক'র্‌তে অভিমানিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু কুমু মাথা হেঁট ক'রে লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে

এইমাত্র প্রার্থনা ক'রেছিলো-যে, আর ছুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়িতে থাক্‌তে দেওয়া হয়, দাদাকে একটু ভালো দেখে যেন সে যেতে পারে। মধুসূদন সংক্ষেপে ব'ল্‌লে, "সমস্ত ঠিকঠাক্ হ'য়ে গেচে।" এমন বজ্রে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক্, তা'র মধ্যে কুমুর মর্ম্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই। তারপর মধুসূদন ওকে রাত্রে কথা কওয়াতে চেষ্টা ক'রেচে, ও একটিও জবাব দিলো না—বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলো।

তখনো অন্ধকার, প্রথম পাখীর দ্বিধাজড়িত কাকলী শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চ'লে গেলো।

বিপ্রদাস সমস্ত রাত ছট্‌ফট্ ক'রেচে। সন্ধ্যার সময় জ্বরগায়েই বিবাহ-সভায় যাবার জন্যে ওর ঝোঁক হ'লো। ডাক্তার অনেক চেষ্টায় চেপে রেখে দিলে। ঘন ঘন লোক পাঠিয়ে সে খবর নিয়েচে। খবরগুলো যুদ্ধের সময়কার খবরের মতো, অধিকাংশই বানানো। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কখন বর এলো? বাজনা-বাদ্যির আওয়াজ তো পাওয়া গেলো না।"

সংবাদদাতা শিবু ব'ল্‌লে, "আমাদের জামাই বড়ো বিবেচক—বাড়িতে অসুখ শুনেই সব থামিয়ে দিয়েচে—

বরযাত্রদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না, এমনি ঠাণ্ডা!”

“ওরে শিবু, খাবার জিনিষ তো কুলিয়েছিলো? আমার ঐ এক ভাবনা ছিলো, এ তো ক’ল্‌কাতা নয়!”

“কুলোয় নি? বলেন কী হুজুর? কত ফেলা গেলো। আরো অতোগুলো লোককে খাওয়ার মতো জিনিষ বাকি আছে।”

“ওরা খুসি হ’য়েচে তে.?”

“একটি নালিশ কারো মুখে শোনা যায় নি! একেবারে টুঁ শব্দটি না। আরো তো এতো এতো বিয়ে দেখেচি,বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্ত্তার ভির্ম্মি লাগে! এরা এমনি চুপ, আছে কি না আছে বোঝাই যায় না।”

বিপ্রদাস ব’ল্‌লে, “ওরা ক’ল্‌কাতার লোক কি না, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। ওরা বোঝে-যে, যে-বাড়ি থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমানে নিজেদেরই অপমান।”

“আহা, হুজুর যা ব’ল্‌লেন এই কথাটি ওদের লোক-জনদের আমি শুনিয়ে দেবো। শুন্‌লে ওরা খুসি হবে।”

কুমু কাল সন্ধ্যের সময়েই বুঝেছিলো অসুখ বাড়বার-

মুখে। অথচ সে-যে দাদার সেবা ক'র্‌তে পার্‌বে না এই দুঃখ সর্ব্বক্ষণ তা'র বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখীর মতো ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। তা'র হাতের সেবা-যে তা'র দাদার কাছে ওষুধের চেয়ে বেশি।

স্নান ক'রে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে কুমু যখন দাদার ঘরে এলো তখনো সূর্য্য ওঠে নি। কঠিন রোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই ক'রে ক্ষণকাল ছুটি পাবার সময় যে-অবসাদের বৈরাগ্য আসে সেই বৈরাগ্যে বিপ্রদাসের মন তখন শিথিল। জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তা'র কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ। সমস্ত রাত দরজা বন্ধ ছিলো,ডাক্তার ভোরের বেলায় পূবদিকের জানলাটা খুলে দিয়েচে। অশথ গাছের শিশির-ভেজা পাতার আড়ালে অরুণবর্ণ আকাশের আভা ধীরে ধীরে শুভ্র হ'য়ে আস্‌চে,—অদূরবর্ত্তী নদীতে মহাজনী নৌকোর বৃহৎ তালি-দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো। নহবতে করুণ সুরে রাম-কেলি বাজচে।

পাশে ব'সে কুমু নিজের দুই ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে দাদার শুক্‌নো গরম হাত তুলে নিলে। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুর খাটের নীচে বিমর্ষ মনে চুপ ক'রে শুয়ে

ছিলো। কুমু খাটে এসে ব'স্তেই সে দাঁড়িয়ে উঠে ছু পা তা'র কোলের উপর রেখে ল্যাজ নাড়্তে নাড়্তে করুণ চোখে ক্ষীণ আর্ত্তস্বরে কী যেন প্রশ্ন ক'র্লে।

বিপ্রদাসের মনে ভিতরে-ভিতরে কী একটা চিন্তার ধারা চ'ল্ছিলো, তাই হঠাৎ এক সময়ে অসংলগ্নভাবে ব'লে উঠ্লো' "দিদি, আসলে কিছুই নয়,—কে বড়ো কে ছোটো, কে উপরে কে নীচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌গুলোর কোন্‌টার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়। আপনার ভিতরে আপনি সহজ হ'য়ে থাকিস্ কিছুতেই তোকে মার্বে না।"

"আমাকে আশীর্ব্বাদ করো, দাদা, আমাকে আশীর্ব্বাদ করো," ব'লে কুমু ছু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপা দিলে।

বিপ্রদাস বালিশে ঠেস্ দিয়ে একটু উঠে ব'সে কুমুর মুখ নামিয়ে ধ'রে তা'র মাথায় চুমো খেলে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে ব'ল্লে, "আর নয়, কুমু দিদি, এখন ওঁর একটু শান্ত থাকা দরকার।"

কুমু রোগীর বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক ক'রে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে, পাশের টিপাইটার উপরকার বিশৃঙ্খলতা একটু সেরে নিয়ে

দাদার কানের কাছে মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে, "সেরে গেলেই ক'ল্‌কাতায় যেয়ো দাদা, সেখানে তোমাকে দেখ্‌তে পাবো।"

বিপ্রদাস বড়ো বড়ো দুই স্নিগ্ধ চোখ কুমুর মুখের উপর স্থির রেখে ব'ল্‌লে, "কুমু পশ্চিমের মেঘ যায় পূবে, পূবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এ-সব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া ব'ইচে। মেঘের মতোই অম্‌নি সহজে এটাকে মেনে নিস্‌ দিদি। এখন থেকে আমাদের কথা বেশি ভাবিস্‌নে। যেখানে যাচ্চিস্‌ সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস্‌—এই আমার সকল মনের আশীর্ব্বাদ। তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাইনে।"

দাদার পায়ের কাছে কুমু মাথা রেখে প'ড়ে রইলো। "আজ থেকে আমার কাছে আর কিছুই চাবার নেই। এখানকার প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় আমার কোনো হাতই থাক্‌বে না।"—এক মুহূর্ত্তে এতো বড়ো বিচ্ছেদের কথা মনে মেনে নেওয়া যায় না। ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙর যেমন ক'রে মাটি আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে চায়, দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেম্‌নি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন।

ডাক্তার আবার এসে ধীরে ধীরে ব'ল্‌লে, "আর নয় দিদি।" ব'লে নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ মুছে ফেল্‌লে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমু দরজার বাইরে যে-চৌকিটা ছিলো তা'র উপর ব'সে প'ড়ে মুখে আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ এক সময়ে মনে প'ড়ে গেলো দাদার "বেসি" ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে ব'লে কাল রাত্রে সে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরি ক'রে রেখেছিলো। সইস আজ ভোর বেলায় তাকে খিড়্‌কির বাগানে রেখে এসেচে। কুমু সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে ঘোড়া আমড়াগাছ তলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া ক'র্‌লে এবং তাকে দেখেই চিঁহিঁ হিঁহিঁ ক'রে ডেকে উঠ্‌লো। বাঁ হাত তা'র কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তা'র মুখের কাছে রুটি ধ'রে তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে খেতে খেতে তা'র বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগ্‌লো। খাওয়া হ'য়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চ'লে গেলো।

১৮

বিপ্রদাস নিশ্চয় মনে ক'রেছিলো মধুসূদন এই কয়-দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা ক'রে যাবে। তা যখন ক'র্‌লে না তখন ওর বুঝ্‌তে বাকি রইলো না-যে, দুই পরিবারের এই বিবাহের সম্বন্ধটাই এলো পরস্পরের বিচ্ছেদের খড়্গ হ'য়ে। রোগের নিরতিশয় ক্লান্তিতে এ কথাটাকেও সহজভাবে সে মেনে নিলে। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "একটু এস্‌রাজ বাজাতে পারি কি ?"

ডাক্তার ব'ল্‌লে, "না, আজ থাক্।"

"তাহ'লে কুমুকে ডাকো, সে একটু বাজাক্। আবার কবে তা'র বাজ্‌না শুন্‌তে পাবো, কে জানে।"

ডাক্তার ব'ল্‌লে, "আজ সকালে ন'টার গাড়িতে ওঁদের ছাড়্‌তে হবে, নইলে সূর্য্যাস্তের আগে ক'ল্‌কাতায় পৌঁছ'তে পারবেন না। কুমুর তো আর সময় নেই।"

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লে, "না, এখানে ওর সময় ফুর'লো। উনিশ বছর কাট্‌তে পেরেচে, এখন এক ঘণ্টাও আর কাটবে না।"

বিদায়ের সময় স্বামী স্ত্রী জোড়ে প্রণাম ক'র্‌তে এলো। মধুসূদন ভদ্রতা ক'রে ব'ল্‌লে, "তাই তো, আপনার শরীর তো ভালো দেখ্‌চিনে।"

বিপ্রদাস তা'র কোনো উত্তর না ক'রে ব'ল্‌লে, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন্।"

"দাদা, নিজের শরীরের একটু যত্ন ক'রো" ব'লে আর-একবার বিপ্রদাসের পায়ের কাছে প'ড়ে কুমু কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঢাক কাঁসর নহবতে একটা আওয়াজের সাইক্লোন্ ঝড় উঠ্‌লো। ওরা গেলো চ'লে।

পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চ'লে যাচ্চে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগ্‌লো। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমূর জঙ্গিস্ অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল-স্তম্ভ রচনা ক'রেছিলো। কিন্তু ঐ যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন্মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তা'র চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেক্‌বে! কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে!

পূজার্চ্চনায় বিপ্রদাসের কোনো দিন উৎসাহ ছিলো

না। তবু আজ হাত জোড় ক'রে মনে-মনে প্রার্থনা ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

এক সময়ে চম্‌কে উঠে ব'ল্‌লে,"ডাক্তার, ডাকো তো দেওয়ানজিকে।"

বিপ্রদাসের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, বিয়ে দিতে আসবার কিছু দিন আগে যখন সুবোধকে টাকা পাঠানো নিয়ে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, হিসাবের খাতাপত্র ঘেঁটে ক্লান্ত, বেলা এগারোটা,—এমন সময়ে অত্যন্ত বে-মেরামৎ গোছের একটা মানুষ, কিছুকালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, ময়লা একখানা চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চ'টি-পরা এসে উপস্থিত। নমস্কার ক'রে ব'ল্‌লে, "বড়ো বাবু মনে পড়ে কী ?

বিপ্রদাস একটু লক্ষ্য ক'রে ব'ল্‌লে, "কী, বৈকুণ্ঠ নাকি ?"

বিপ্রদাস বালককালে যে-ইস্কুলে প'ড়্‌তো সেই ইস্কুলেরই সংলগ্ন একটা ঘরে বৈকুণ্ঠ ইস্কুলের বই, খাতা, কলম, ছুরি, ব্যাট্‌বল, লাঠিম আর তা'রি সঙ্গে মোড়কে-করা চিনেবাদাম বিক্রি ক'র্‌তো। তা'র ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিলো—যতো রকম অদ্ভুত অসম্ভব খোস গল্প ক'রতে এর জুড়ি কেউ ছিলো না।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তোমার এমন দশা কেন ?"

কয়েক বৎসর হ'লো সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েচে। তাদের পণের বিশেষ কোনো আবশ্যক ছিলো না ব'লেই বরের পণও ছিলো বেশি। বারোশো টাকায় রফা হয়, তাছাড়া আশী ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে ব'লেই মরীয়া হ'য়ে সে রাজি হ'য়েছিলো। এক সঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ ক'র্‌তে পারেনি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেচে। সম্বল সবই ফুর'লো তবু এখনো আড়াইশো টাকা বাকি। এ-বারে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিলো। তাতে ক'রে জেলের কয়েদীর জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হ'লো, অপরাধ বেড়েই গেলো। এখন ঐ আড়াইশো টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পার্‌লে বাপ মর্‌বার কথাটা ভাববার সময় পায়।

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসলে। যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য কর্‌বার কথা সেদিন ভাববারও জো ছিলো না। ক্ষণকালের জন্যে ইতস্তত ক'রলে, তা'র পরে

উঠে গিয়ে বাক্সো থেকে থলি ঝেড়ে দশটি টাকার নোট এনে তা'র হাতে দিলো। ব'ল্‌লে, "আরো দুচার জায়গা থেকে চেষ্টা দেখো, আমার আর সাধ্য নেই।"

বৈকুণ্ঠ সে-কথা একটুও বিশ্বাস ক'র্‌লে না। পা টেনে টেনে চ'লে গেলো, চটিজুতোয় অত্যন্ত অপ্রসন্ন শব্দ।

সেদিনকার এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলো, আজ হঠাৎ বিপ্রদাসের মনে প'ড়্‌লো। দেওয়ানজিকে ডেকে হুকুম হ'লো—বৈকুণ্ঠকে আজই আড়াইশো টাকা পাঠানো চাই। দেওয়ানজি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়। জেদাজেদির মুখে খরচ ক'রে বিবাহ তো চুকেচে, কিন্তু অনেকদিন ধ'রে তা'র হিসাব শোধ ক'র্‌তে হবে—এখন দিনের গতিকে আড়াইশো টাকা-যে মস্ত বড়ো অঙ্ক।

দেওয়ানজির মুখের ভাব দেখে বিপ্রদাস আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে ব'ল্‌লে, "ছোটোবাবুর নামে যে-টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেচি, তা'র থেকে ঐ আড়াই-শো টাকা নাও, তা'র বদলে আমার আঙ্‌টী বন্ধক রইলো। বৈকুণ্ঠকে টাকাটা যেন কুমুর নামে পাঠানো হয়।"

১৯

বিবাহের লঙ্কাকাণ্ডের সব-শেষ অধ্যায়টা এখনও বাকি।

সকালবেলায় কুশণ্ডিকা সেরে তবে বরক'নে যাত্রা ক'র্‌বে এই ছিলো কথা। নবগোপাল তারি সমস্ত উদ্যোগ ঠিক ক'রে রেখেচে। এমন সময় বিপ্রদাসের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাবাহাদুর ব'লে ব'স্‌লো,—কুশণ্ডিকা হবে বরের ওখানে, মধুপুরীতে।

প্রস্তাবের ঔদ্ধত্যটা নবগোপালের কাছে অসহ্য লাগ্‌লো। আর কেউ হ'লে আজ একটা ফৌজদারী বাধ্‌তো। তবু ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্য্যন্ত এসে তবে থেমেছিলো।

অন্তঃপুরে অপমানটা খুব বাজ্‌লো। বহুদূর থেকে আত্মীয়-কুটুম সব এসেচে, তাদের মধ্যে ঘর-শত্রুর অভাব নেই। সবার সাম্‌নে এই অত্যাচার। ক্ষেমা পিসি মুখ গোঁ ক'রে ব'সে রইলেন। বরক'নে যখন বিদায় নিতে এলো তাঁর মুখ দিয়ে যেন আশীর্ব্বাদ বেরোতে চাইলো না। সবাই ব'ল্‌লে এ-কাজটা ক'ল্‌-কাতায় সেরে নিলে তো কারো কিছু বল্‌বার কথা

থাক্‌তো না। বাপের বাড়ির অপমানে কুমু একান্তই সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো,—মনে হ'তে লাগ্‌লো সে-ই যেন অপরাধিনী, তা'র সমস্ত পূর্ব্বপুরুষদের কাছে। মনে-মনে তা'র ঠাকুরের প্রতি অভিমান ক'রে বার বার জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লাগ্‌লো, "আমি তোমার কাছে কী দোষ ক'রেচি যে-জন্যে আমার এতো শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস ক'রে সমস্ত স্বীকার ক'রে নিয়েচি।"

বরক'নে গাড়িতে উঠ্‌লো। ক'লকাতা থেকে মধুসূদন যে-ব্যাণ্ড এনেছিলো তাই উচ্চৈঃস্বরে নাচের সুর লাগিয়ে দিলে। মস্ত একটা সামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। ইংরেজ মেয়েপুরুষ অভ্যাগত কেউ-বা গদিওয়ালা চৌকিতে ব'সে কেউ-বা কাছে এসে ঝুঁকে প'ড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। এরি মধ্যে তাদের জন্যে চা-বিস্কুটও এলো। একটা টিপায়ের উপর মস্ত বড়ো একটা Wedding cakeও সাজানো আছে। অনুষ্ঠান সারা হ'য়ে গেলে এরা এসে যখন congratulate ক'র্‌তে লাগ্‌লো, কুমু মুখ লাল ক'রে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন মোটা গোছের প্রৌঢ়া ইংরেজ মেয়ে ওর বেনারসী সাড়ির আঁচল তুলে ধ'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌লে; ওর হাতে খুব মোটা

সোনার বাজুবন্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তেও তা'র বিশেষ কৌতূহল বোধ হ'লো। ইংরেজি ভাষায় প্রশংসাও ক'রলে। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধুসূদনকে একদল ব'ল্‌লে, "How interesting," আর একদল ব'ল্‌লে, "Isn't it ?"

এই মধুসূদনকে কুমু তা'র দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে দেখেচে,—আজ তাকেই দেখ্‌লে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদগদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকসিত। চাঁদের যেমন একপিঠে আলো আর একপিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তা'র মাধুর্য্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেম্‌নি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দ্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য।

সেলুন গাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে মধুসূদন; অন্য রিজার্ভ-করা গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। তা'রা কেউ-বা ওর হাত তুলে টিপে দেখে, কেউ-বা চিবুক তুলে মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে; কেউ-বা বলে ঢ্যাঙা, কেউ-বা বলে রোগা। কেউ-বা অতি ভালো-

মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগা, গায়ে কী রঙ্ মাখো, তোমার ভাই বিলেত থেকে বুঝি কিছু পাঠিয়েচে ?" সকলেই মীমাংসা ক'র্‌লে, চোখ বড়ো নয়, পায়ের মাপটা মেয়েমানুষের পক্ষে অধিক বড়ো। গায়ের প্রত্যেক গয়নাটি নেড়ে চেড়ে বিচার ক'র্‌তে ব'স্‌লো,—সেকেলে গয়না, ওজনে ভারী, সোনা খাঁটি—কিন্তু কী ফ্যাশান ম'রে যাই !

ওদের গাড়িতে ষ্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উল্টো দিকের জানলা খোলা ছিলো সেই দিকে কুমু চেয়ে রইলো, চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লো এদের কথা যাতে কানে না যায়। দেখ্‌তে পেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুঁকে বেড়াচ্চে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাক্‌তো ! কিছুই ছিলো না। কুমু মনে-মনে ভাবতে লাগ্‌লো, যে-একটি পা গিয়েচে তারি অভাবে ওর যা-কিছু সহজ ছিলো তা'র সমস্তই হ'য়ে গেলো কঠিন। এমন সময় কুমুর কানে গেলো সেলুন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক ব'ল্‌চে, "দেখুন এই চাষীর মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা-বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, পালিয়ে এসেচে ; গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত টিকিটের টাকা

আছে, ওর বাড়ি ডুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়।” সেলুন গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার আওয়াজ কুমু শুন্‌তে পেলে। সে আর থাক্‌তে পারলে না, তখনি ডানদিকের জানলা খুলে তা'র পুঁথিগাঁথা থলে উজাড় ক'রে দশটাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানলা বন্ধ ক'রে দিলে। দেখে একজন মেয়ে ব'লে উঠ্‌লো, “আমাদের বৌয়ের দরাজ হাত দেখি!” আর একজন ব'ল্‌লে, “দরাজ নয় তো দরজা, লক্ষ্মীকে বিদায় কর্‌বার।” আর একজন ব'ল্‌লে, “টাকা ওড়াতে শিখেচে, রাখ্‌তে শিখলে কাজে লাগ্‌তো!” এটাকে ওরা দেমাক ব'লে ঠিক ক'র্‌লে,—বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অম্‌নি ঝনাৎ ক'রে টাকা ফেলে দেন, এতো কিসের গুমোর! ওদের মনে হ'লো এও বুঝি সেই চাটুজ্জে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ!

এমন সময়ে ওদের মধ্যে একটি মোটাসোটা কালোকোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে ব'স্‌লো। চুপি চুপি ব'ল্‌লে, “মন-কেমন ক'র্‌চে ভাই? এদের কথায় কান দিয়ো না, দু'দিন এই রকম

টেপাটেপি বলাবলি ক'র্‌বে, তা'র পরে কণ্ঠ থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।" এই মেয়েটি কুমুর মেজো জা, নবীনের স্ত্রী। ওর নাম নিস্তারিণী, ওকে সবাই মোতির মা ব'লে ডাকে।

মোতির মা কথা তুল্‌লে, "যে-দিন নুরনগরে এলুম, ইষ্টিশনে তোমার দাদাকে দেখ্‌লুম-যে।"

কুমু চম্‌কে উঠ্‌লো। ওর দাদা-যে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা ক'র্‌তে গিয়েছিলো সে-খবর এই প্রথম শুন্‌লে।

"আহা কী সুপুরুষ! এমন কখনো চক্ষে দেখি নি। ঐ-যে গান শুনেছিলেম কীর্ত্তনে—

গোরার রূপে লাগ্‌লো রসের বান,—
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ,

আমার তাই মনে প'ড়্‌লো।"

মুহূর্ত্তে কুমুর মন গ'লে গেলো। মুখ আড় ক'রে জানলার দিকে রইলো চেয়ে,—বাইরের মাঠ, বন, আকাশ অশ্রু-বাষ্পে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেলো।

মোতির মার বুঝ্‌তে বাকি ছিলো না কোন্ জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম ক'রে ওর দাদার কথাই আলোচনা ক'র্‌লে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, বিয়ে হ'য়েচে কি না।

কুমু ব'ল্‌লে, "না।"

মোতির মা ব'লে উঠ্‌লো, "ম'রে যাই! অমন দেবতার মতো রূপ, এখনো ঘর খালি! কোন্ ভাগ্যবতীর কপালে আছে ঐ বর!"

কুমু তখন ভাব্‌চে—দাদা গিয়েছিলেন সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, কেবল আমারি জন্যে! তা'র পরে এঁরা একবার দেখতেও এলেন না! কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকেও অবজ্ঞা ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌লেন! তাঁর শরীর এই জন্যেই বুঝি-বা ভেঙে প'ড়্‌লো!

বৃথা আক্ষেপের সঙ্গে বার বার মনে-মনে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো,—দাদা কেন গেলো ইষ্টেশনে! কেন নিজেকে খাটো ক'র্‌লে! আমার জন্যে? আমার মরণ হ'লো না কেন?

যে-কাজটা হ'য়ে গেচে, আর ফেরানো যাবে না, তারি উপর ওর মনটা মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌লো। কেবলি মনে প'ড়্‌তে লাগ্‌লো, সেই রোগক্লান্ত শান্ত মুখ, সেই আশীর্ব্বাদে-ভরা স্নিগ্ধ-গম্ভীর দুটি চোখ।

২০

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছ'লো, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায়-চাদরে গ্রন্থি-বদ্ধ হ'য়ে বর-ক'নে গিয়ে ব'স্‌লো ব্রুহাম গাড়িতে। ক'ল্‌কাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তা'র সাম্‌নে কুমুর দেহমন সঙ্কুচিত হ'য়ে রইলো। যে-একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারীজীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর ক'রে ব্যাপ্ত, সেটাকে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন ক'রে ও হঠাৎ ছিন্ন ক'রে ফেল্‌বে? এমন মন্ত্র আছে যে-মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খ'সে যায়। কিন্তু সে-মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনো বেজে ওঠেনি। পাশে যে-মানুষটি ব'সে আছে মনের ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তা'র দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেচে। তা'র ভাবে ব্যবহারে যে-একটা রূঢ়তা সে-যে কুমুকে এখনো পর্য্যন্ত কেবলি ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌লো।

এদিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রী-জাতির পরিচয় পায় এ পর্য্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিলো। ওর পণ্য-

জগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনো লাগেনি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করেনি একথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্য্যন্তই ঘটেচে—ইমারৎ জখম হয়নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেচে ঘরের বৌঝিদের মধ্যে। তা'রা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও ক'রে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এঁদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্ত্তাদের কটাক্ষ-চালিত মেয়েলি জীবন-যাত্রা অতিবাহিত ক'র্‌বে এর বেশি সে কিছুই ভাবেনি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তা'র মধ্যেও-যে পাওয়া বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাক্‌তে পারে, এ কথা তা'র হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয় ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেম্‌নি ক'রেই ভেবেছিলো।

এমন সময়ে বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখ্‌লে।

এক রকমের সৌন্দর্য্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি,—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুক তারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে। মধুসূদন তা'র অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ ক'র্‌লে—অন্তত একটা ভাবনা উঠ্‌লো এর সঙ্গে কী রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন ক'রে ব'ল্‌লে সঙ্গত হবে।

কী ব'লে আলাপ আরম্ভ ক'র্‌বে ভাব্‌তে ভাব্‌তে মধুসূদন হঠাৎ এক সময়ে কুমুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এদিক থেকে রোদ্দুর আস্‌চে, না?"

কুমু কিছুই জবাব ক'র্‌লে না। মধুসূদন ডান দিকের পর্দ্দাটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ কাট্‌লো। আবার খামকা ব'লে উঠ্‌লো, "শীত ক'র্‌চে না তো?" ব'লেই উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে সাম্‌নের আসন থেকে বিলিতী কম্বলটা টেনে নিয়ে কুমুর ও নিজের পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়ে তা'র সঙ্গে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপন ক'রলে।

শরীর মন পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। চম্‌কে উঠে কুমুদিনী কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিলো, শেষে নিজেকে সম্বরণ ক'রে আসনের প্রান্তে গিয়ে সংলগ্ন হ'য়ে রইলো।

কিছুক্ষণ এইভাবে যায় এমন সময় হঠাৎ কুমুর হাতের দিকে মধুসূদনের চোখ প'ড়্‌লো।

"দেখি, দেখি", ব'লে হঠাৎ তা'র বাঁ হাতটা চোখের কাছে তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তোমার আঙুলে এ কিসের আঙ্‌টি ? এ-যে নীলা দেখ্‌চি।"

কুমু চুপ ক'রে রইলো।

"দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়্‌তে হবে।"

কোনো এক সময়ে মধুসূদন নীলা কিনেছিলো, সেই বছর ওর গাধাবোট-বোঝাই পাট হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়। সেই অবধি নীলা পাথরকে ও ক্ষমা করে না।

কুমুদিনী আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লে। মধুসূদন ছাড়্‌লে না ; ব'ল্‌লে, "এটা আমি খুলে নিই।"

কুমু চম্‌কে উঠ্‌লো ; ব'ল্‌লে, "না থাক্‌।"

একবার দাবা খেলায় ওর জিৎ হয়; সেইবার দাদা ওকে তা'র নিজের হাতের আংটি পারিতোষিক দিয়েছিলো।

মধুসূদন মনে-মনে হাস্‌লে; আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখ্‌চি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্ম্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগ্‌লো। বুঝ্‌লে, সময়ে অসময়ে সিঁথি কণ্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে,—এই পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, বয়স না হয় কিছু বেশিই হ'লো।

নিজের হাত থেকে মস্ত বড়ো কমলহীরের একটা আঙটি খুলে নিয়ে মধুসূদন হেসে ব'ল্‌লে, "ভয় নেই এর বদলে আর-একটা আঙটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্চি।"

কুমু আর থাক্‌তে পার্‌লে না,—একটু চেষ্টা ক'রেই হাত ছাড়িয়ে নিলে। এইবার মধুসূদনের মনটা ঝেঁকে উঠ্‌লো। কর্ত্তৃত্বের খর্ব্বতা তাকে সইবে না। শুষ্ক গলায় জোর ক'রেই ব'ল্‌লে, "দেখো, এ আঙটি তোমাকে খুল্‌তেই হবে।"

কুমুদিনী মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইলো, তা'র মুখ লাল হ'য়ে উঠেচে।

মধুসূদন আবার ব'ল্‌লে, "শুন্‌চো? আমি ব'ল্‌চি ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।" ব'লে হাতটা টেনে নিতে উদ্যত হ'লো।

কুমু হাত সরিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লে, "আমি খুল্‌চি।"

খুলে ফেল্‌লে।

"দাও ওটা আমাকে।"

কুমুদিনী ব'ল্‌লে, "ওটা আমিই রেখে দেবো।"

মধুসূদন বিরক্ত হ'য়ে হেঁকে উঠ্‌লো, "রেখে লাভ কী? মনে ভাব্‌চো, এটা ভারি একটা দামী জিনিষ! এ কিছুতেই তোমার পরা চ'ল্‌বে না, ব'লে দিচ্চি।"

কুমুদিনী ব'ল্‌লে, "আমি প'র্‌বো না", ব'লে সেই পুঁতির কাজ-করা থলেটির মধ্যে আঙটি রেখে দিলে।

"কেন, এই সামান্য জিনিষটার উপরে এতো দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়।"

মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে; কানে বাজে, যেন বেলে কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী ক'রে উঠ্‌লো।

"এ আঙটি তোমাকে দিলে কে?"

কুমুদিনী চুপ ক'রে রইলো।

"তোমার মা নাকি?"

নিতান্ত জবাব দিতেই হবে ব'লেই অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ব'ল্‌লে "দাদা"।

দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্চে। দাদার দশা-যে কী, মধুসূদন তা ভালোই জানে। সেই দাদার আঙটি শনির সিঁধকাঠি,—এ ঘরে আনা চ'ল্‌বে না। কিন্তু তা'র চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্চে-যে, এখনো কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সব চেয়ে বেশি। সেটা স্বাভাবিক ব'লেই-যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরোনো জমিদারের জমিদারী নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ে জালা ধ'রে, এও তেম্‌নি। আজ থেকে আমিই-যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যতো শীঘ্র হোক্ ওকে জানান্ দেওয়া চাই। তাছাড়া গায়ে-হলুদের খাওয়ানো নিয়ে বরের যা অপমান হ'য়েচে তাতে বিপ্রদাস নেই এ কথা মধুসূদন বিশ্বাস ক'র্‌তেই পারে না। যদিও নবগোপাল বিবাহের পরদিনে ওকে ব'লেছিলো, "ভায়া, বিয়ে বাড়িতে তোমাদের হাটখোলার আড়ৎ থেকে যে-চালচলন আমদানি ক'রেছিলে, সে-কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো

না ; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।”

আঙটির কথাটা আপাতত স্থগিত রাখ্‌লে, কিন্তু মনে রইলো।

এ দিকে রূপ ছাড়া আরো একটা কারণে হঠাৎ কুমুদিনীর দর বেড়ে গিয়েচে। নুরনগরে থাকতেই ঠিক বিবাহের দিনে মধুসূদন টেলিগ্রাফ পেয়েচে-যে এবার তিসি চালানের কাজে লাভ হ’য়েচে প্রায় বিশ লাখ টাকা। সন্দেহ রইলো না, এটা নতুন বধূর পয়ে। স্ত্রী ভাগ্যে ধন, তা’র প্রমাণ হাতে হাতে। তাই কুমুকে পাশে নিয়ে গাড়িতে ব’সে ভিতরে ভিতরে এই পরম পরিতৃপ্তি তা’র ছিলো যে, ভাবী মুনফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল নিয়ে বাড়ি চ’লেচে। এ নইলে আজ-কের এই ক্রুহাম রথযাত্রার পালাটায় অপঘাত ঘ’টতে পার্‌তো।

২১

রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে ক’ল্‌কাতায় ঘোষাল-বাড়ির দ্বারে নাম খোদা হ’য়েচে, “মধু প্রাসাদ”। সেই প্রাসাদের লোহার গেটের এক পাশে আজ নহবৎ ব’সেচে, আর বাগানে একটা তাঁবুতে বাজ্‌চে ব্যাণ্ড।

গেটের মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গ্যাসের টাইপে লেখা, "প্রজাপতয়ে নমঃ"। সন্ধ্যাবেলায় আলোকশিখায় এই লিখনটি সমুজ্জ্বল হবে। গেট থেকে কাঁকর-দেওয়া যে-পথ বাড়ি পর্য্যন্ত গেচে, তা'র দুইধারে দেবদারু পাতা ও গাঁদার মালায় শোভা-সজ্জা; বাড়ির প্রথম তলার উঁচু মেঝেতে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে লাল সালু পাতা। আত্মীয় বন্ধুর জনতার ভিতর দিয়ে বরক'নের গাড়ি গাড়ি-বারান্দায় এসে থাম্‌লো। শাঁখ, উলুধ্বনি, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, নহবৎ, ব্যাণ্ড সব এক সঙ্গে উঠ্‌লো বেজে—যেন দশ পনেরোটা আওয়াজের মালগাড়ির এক জায়গাতে পূরো বেগে ঠোকাঠুকি ঘট্‌লো। মধু-সূদনের কোন্ এক সম্পর্কের দিদিমা, পরিপক্ক বুড়ি, সিঁথিতে যতো মোটা ফাঁক ততো মোটা সিঁদূর, চওড়া লাল পেড়ে সাড়ি, মোটা হাতে মোটা মোটা সোনার বালা এবং শাঁখার চুড়ি—একটা রূপোর ঘটিতে জল নিয়ে বউ-এর পায়ে ছিটিয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে নিলেন, হাতে নোয়া পরিয়ে দিলেন, বউ-এর মুখে একটু মধু দিয়ে ব'ল্‌লেন, "আহা, এতোদিন পরে আমাদের নীল গগনে উঠ্‌লো পূর্ণ চাঁদ, নীল সরোবরে ফুট্‌লো সোনার পদ্ম।" বর ক'নে গাড়ি থেকে নাবলো। যুবক অভ্যাগত-

দের দৃষ্টি ঈর্ষ্যান্বিত। একজন ব'ল্‌লে, "দৈত্য স্বর্গ লুঠ ক'রে এনেচে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা।" আর-একজন ব'ল্‌লে, "সাবেককালে এমন মেয়ের জন্যে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেতো, আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি। কলিযুগে দেবতাগুলো বেরসিক। ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।"

তারপরে বরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পালা শেষ হ'তে হ'তে যখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসে তখন কাল-রাত্রির মুখে ক্রিয়াকর্ম্ম সাঙ্গ হ'লো।

একটিমাত্র বড়ো বোনের বিবাহ কুমুর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নিজেদের বাড়িতে কোনো নতুন বৌ আস্‌তে সে দেখেনি। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে থেকেই সে আছে ক'ল্‌কাতায়, দাদার নির্ম্মল স্নেহের আবেষ্টনে। বালিকার মনের কল্পজগৎ সাধারণ সংসারের মোটা ছাঁচে গড়া হ'তে পায়নি। বাল্যকালে পতি-কামনায় যখন সে শিবের পূজা ক'রেচে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেচে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জান্‌তো। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কতো ধৈর্য্য, কতো দুঃখ, কতো দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা। অপর পক্ষে তাঁর

স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি, চরিত্রের স্খলন ছিলো ; তৎসত্ত্বেও সে-চরিত্র ঔদার্য্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তা'র মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিলো না, যে-একটা মর্য্যাদাবোধ ছিলো সে যেন দূর কালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হ'য়েচে-যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য্য। তিনি ও তাঁর সমপর্য্যায়ের লোকেরা বড়ো বহরের মানুষ। তাঁদের ছিলো নিজেদের ক্ষতি ক'রেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহঙ্কার প্রচার নয়।

কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচ্‌লো সেদিন সে তাঁর সব ভক্তি নিয়ে, আত্মোৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। কোথাও কোনো বাধা বা খর্ব্বতা ঘট্‌তে পারে এ কথা তা'র কল্পনাতেই আসেনি। দময়ন্তী কী ক'রে আগে থাক্‌তে জেনেছিলেন-যে, বিদর্ভরাজ নলকেই বরণ ক'রে নিতে হবে! তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চিত বার্ত্তা এসে পৌঁচেছিলো—তেমনি নিশ্চিত বার্ত্তা কি কুমু পায়নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিলো. রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিলো, বাইরে তা'কে দেখ্‌লে কই? রূপেতেও

বাধ্‌তো না, বয়সেও বাধ্‌তো না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যকার রাজা কোথায়?

তারপরে আজ, যে-অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়ে কুমুকে তা'র নতুন সংসারে আহ্বান ক'র্‌লে, তাতে এমন কোনো বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজ্‌লো না কেন যার ভিতর দিয়ে এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্ব্বাদ মন্ত্র শুন্‌তে পেতো!—সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ ক'রে এমন বন্দনা-গান উদাত্ত স্বরে কেন জাগ্‌লো না—

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ"

সেই "জগতঃ পিতরৌ" যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র মিলিত হ'য়ে আছে?

২২

মধুসূদন যখন ক'ল্‌কাতায় বাস ক'র্‌তে এলো, তখন প্রথমে সে একটি পুরোনো বাড়ি কিনেছিলো, সেই চক্‌-মেলানো বাড়িটাই আজ তা'র অন্তঃপুর মহল। তারপরে তা'রই সাম্‌নে এখনকার ফ্যাশানে একটা মস্ত নতুন মহল এরি সঙ্গে জুড়ে দিয়েচে, সেইটে ওর বৈঠকখানা

বাড়ি। এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত। বাইরের মহলে সর্ব্বত্রই মার্ব্বলের মেজে, তা'র উপরে বিলিতী কারপেট, দেয়ালে চিত্রিত কাগজ-মারা এবং তাতে ঝুল্‌চে নানা রকমের ছবি, কোনোটা এন্‌গ্রেভিং, কোনোটা ওলিয়োগ্রাফ, কোনোটা অয়েল্‌পেন্টিঙ—তা'র বিষয় হ'চ্চে, হরিণকে তাড়া ক'রেচে শিকারী কুকুর, কিম্বা ডার্বির ঘোড়দৌড় জিতেচে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, বিদেশী ল্যাণ্ডস্কেপ্, কিম্বা স্নানরত নগ্নদেহ নারী। তাছাড়া দেয়ালে কোথাও বা চীনে বাসন, মোরাদিবাদী পিতলের থালা, জাপানী পাখা, তিব্বতী চামর, ইত্যাদি যতো প্রকার অসঙ্গত পদার্থের অস্থানে অযথা সমাবেশ। এই সমস্ত গৃহসজ্জা পছন্দ করা, কেনা, এবং সাজানোর ভার মধুসূদনের ইংরেজ এসিষ্টেণ্টের উপর। এ ছাড়া মক্‌মলে, বা রেশমে মোড়া চৌকি সোফার অরণ্য। কাঁচের আল-মারিতে জম্‌কালো বাঁধানো ইংরেজি বই, ঝাড়ন-হস্ত বেহারা ছাড়া কোনো মানুষ তা'র উপর হস্তক্ষেপ করে না—টিপাইয়ে আছে এল্‌বাম্, তা'র কোনোটাতে ঘরের লোকের ছবি, কোনোটাতে বিদেশিনী এক্ট্রেস্‌দের।

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে,

ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জ্জনা,—সেখানে জলের কল, বাসন মাজা, কাপড় কাচা চ'ল্‌চেই, যখন ব্যবহার নেই তখনো কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরের বারাণ্ডা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুল্‌চে, আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে প'ড়্‌চে উঠোনে। বারান্দার দেয়ালের যেখানে-সেখানে পানের পিকের দাগ ও নানা প্রকার মলিনতার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন। উঠোনের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্ব্বত্রই প্রসার লাভ করে। রান্না ঘরের বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে তা'রই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙা গাম্‌লা, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশিকৃত ; অপর প্রান্তে গুটি দুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জ'ম্‌চে, এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। এক ধারে একটি মাত্র নিম গাছ, তা'র গুঁড়িতে গোরু বেঁধে বেঁধে বাকল গেচে উঠে, আর ক্রমাগত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তা'র পাতা কেড়ে নিয়ে গাছটাকে জেরবার ক'রে দিয়েচে। অন্তঃপুরে এই একটুমাত্র জমি, বাকি সমস্ত জমিই বাইরের দিকে। সেটা লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা

ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুরকি-দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্ত্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

অন্দর-মহলে তেতলায় কুমুদিনীর শোবার ঘর। মস্ত বড়ো খাট মেহগনি কাঠের ; ফ্রেমে নেটের মশারি, তাতে সিল্কের ঝালর। বিছানার পায়ের দিকে পূরো বহরের একটা নিরাবরণ মেয়ের ছবি, বুকের উপর দুই হাত চেপে লজ্জার ভাণ ক'র্‌চে। শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েলপেন্টিঙ্‌, তাতে তা'র কাশ্মীরি শালের কারুকার্য্যটাই সব চেয়ে প্রকাশমান। একদিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখ্‌বার দেরাজ, তা'র উপরে আয়না ; আয়নার দুদিকে দুটো চীনে মাটির শামাদান, সাম্‌নে চীনে মাটির থালির উপর পাউডারের কৌটো, রূপো-বাঁধানো চিরুণী, তিন চার রকমের এসেন্স, এসেন্স ছিটোবার পিচ্‌কারী এবং আরো নানা রকমের প্রসাধনের সামগ্রী, বিলিতি এসিষ্টেণ্টের কেনা। নানাশাখাযুক্ত গোলাপী কাঁচের ফুলদানীতে ফুলের তোড়া। আর-একদিকে লেখ্‌বার টেবিল, তাতে দামী পাথরের দোয়াতদান, কলম ও কাগজকাটা। ইতস্তত মোটা গদিওয়ালা সোফা ও কেদারা—কোথাও-বা টিপাই, তাতে চা খাওয়া যায়, তাস খেলা যেতেও

পারে। নতুন মহারাণীর উপযুক্ত শয়নঘর কী রকম হওয়া বিধিসঙ্গত এ-কথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা ক'র্‌তে হ'য়েচে। এমন হ'য়ে উঠ্‌লো, যেন অন্দর মহলের সর্ব্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা-গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরি-জহরাৎ-দেওয়া পাগ্‌ড়ি।

অবশেষে একসময়ে গোলমাল ধুমধামের বান-ডাকা দিন পার হ'য়ে রাত্রিবেলা কুমু এই ঘরে এসে পৌঁছ'লো। তাকে নিয়ে এলো সেই মোতির মা। সে ওর সঙ্গে আজ রাত্রে শোবে ঠিক হ'য়েচে। আরো একদল মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছিলো। তাদের কৌতূহল ও আমোদের নেশা মিট্‌তে চায় না—মোতির মা তাদের বিদায় ক'রে দিয়েচে। ঘরের মধ্যে এসেই এক হাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্‌লে, "আমি কিছুখনের জন্যে যাই ঐ পাশের ঘরে ;—তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই,—চোখের জল-যে বুক ভ'রে জ'মে উঠেচে।" ব'লে সে চ'লে গেলো।

কুমু চৌকির উপর ব'সে প'ড়্‌লো। কান্না পরে হবে, এখন ওর বড়ো দরকার হ'য়েচে নিজেকে ঠিক করা। ভিতরে ভিতরে সকলের চেয়ে যে-ব্যথাটা ওকে বাজ্‌ছিলো সে হ'চ্চে নিজের কাছে নিজের অপমান।

এতকাল ধ'রে ও যা-কিছু সঙ্কল্প ক'রে এসেচে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তা'র উল্টো দিকে চ'লে গেচে। সেই মনটাকে শাসন করবার একটুও সময় পাচ্ছিলো না। ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি ক'রে দিয়োনা। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারি!

পরিণত বয়সী আঁট-সাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই ব'ল্‌লে, "মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েচে সেই ফাঁকে এসেচি; কাউকে তো কাছে ঘেঁস্‌তে দেবে না, বেড়ে রাখ্‌বে তোমাকে—যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্চি, ও বেড়া কেটে তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবো। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্য্যন্ত জমা-খরচের খাতাই হবে ওর বৌ। তা ঐ খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এতো বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুট্‌লো। এখন হজম ক'র্‌তে পার্‌লে হয়। ঐ খানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি ক'রে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হ'য়েচে তো?"

কুমু অবাক্ হ'য়ে রইলো, কী জবাব দেবে ভেবেই পেলে না। শ্যামা ব'লে উঠ্‌লো, "বুঝেচি, তা পছন্দ না হ'লেই বা কি, সাতপাক যখন ঘুরেচো তখন একুশ পাক উল্টো ঘু'র্‌লেও ফাঁস খুল্‌বে না।"

কুমু ব'ল্‌লে, "এ কী কথা ব'ল্‌চো দিদি!"

শ্যামা জবাব দিলে, "খোলসা ক'রে কথা ব'ল্‌লেই কি দোষ হয় বোন? মুখ দেখে কি বুঝ্‌তে পারিনে? তা, দোষ দেবোনা তোমাকে। ও আমাদের আপন ব'লেই কি চোখের মাথা খেয়ে ব'সেচি? বড়ো শক্ত হাতে প'ড়েচো বউ, বুঝে স্থুঝে চ'লো।"

এমন সময় মোতির মাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই ব'লে উঠ্‌লো, "ভয় নেই, ভয় নেই, বকুল ফুল, যাচ্চি আমি। ভাব্‌লুম তুমি নেই এই ফাঁকে আমাদের নতুন বৌকে একবার দেখে আসিগে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখ্‌তে হবে। সইকে ব'ল্‌ছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন হ'লো আধ-কপালে মাথা-ধরা; বউকে ধ'রেচে ও বাঁ-দিকের পাওয়ার-কপালে, এখন ডানদিকের রাখার-কপালে যদি ধ'র্‌তে পারে তবেই পূরোপূরি হবে।"

এই ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত্ত পরে

ঘরে ঢুকে কুমুর সাম্‌নে পানের ডিবে খুলে ধ'রে ব'ল্‌লে, "একটা পান নেও। দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে ?

কুমু ব'ল্‌লে, "না।" তখন এক টিপ্ দোক্তা নিয়ে নিজের মুখে পূরে দিয়ে শ্যামা মন্দ-গমনে বিদায় নিলে।

"এখনি বদ্দিমাসীকে খাইয়ে বিদায় ক'রে আস্‌চি, দেরি হবে না" ব'লে মোতির মা চ'লে গেলো।

শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সব চেয়ে দর্‌কার ছিলো মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গ'ড়্‌তে ব'সেছিলো, আর যে-সৃষ্টিকর্ত্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রঙ নিয়ে রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছিলো, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন-বোনা জালে ঘা মা'র্‌লে। কুমু চোখ বুজে খুব জোর ক'রে নিজেকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "স্বামীর বয়স বেশি ব'লে তাঁকে ভালোবাসিনে এ-কথা কখনই সত্য নয়—লজ্জা, লজ্জা! এ-যে ইতর মেয়েদের মতো কথা!" শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই ? শিব-নিন্দুকরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিলো, কিন্তু সে কথা সতী কানে নেননি।

স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে এ পর্য্যন্ত কুমু কোনো চিন্তাই করেনি। সাধারণত যে-ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তা'র-যে প্রয়োজন আছে একথা কুমু ভাবেওনি। পছন্দ ক'রে নেওয়ার কথাটাকেই রং মাখিয়ে চাপা দিতে চায়।

এমন সময় ফুল-কাটা জামা ও জরির পাড়ওয়ালা ধুতি-পরা ছেলে, বয়স হবে বছর সাতেক, ঘরে ঢুকেই গা ঘেঁসে কুমুর কাছে এসে দাঁড়ালো। বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ ওর মুখের দিকে তুলে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি সুরে ব'ল্‌লে, "জ্যাঠাইমা।" কুমু তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে ব'ল্‌লে, "কী বাবা, তোমার নাম?" ছেলেটি খুব ঘটা ক'রে ব'ল্‌লে, শ্রীটুকুও বাদ দিলে না, "শ্রীমোতিলাল ঘোষাল"। সকলের কাছে পরিচয় ওর, হাব্‌লু ব'লে। সেইজন্যেই উপযুক্ত দেশ-কালপাত্রে নিজের সম্মান রাখ্‌বার জন্যে পিতৃদত্ত নামটাকে এত সুসম্পূর্ণ ক'রে ব'ল্‌তে হয়। তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টনটন্‌ ক'র্‌ছিলো—এই ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে যেন বাঁচ্‌লো! হঠাৎ কেমন মনে হ'লো কতোদিন ঠাকুরঘরে যে-গোপালকে ফুল দিয়ে এসেচে,

এই ছেলেটির মধ্যে সে-ই ওর কোলে এসে ব'স্‌লো। ঠিক যে-সময়ে ডাক্‌ছিলো সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে ব'ল্‌লে, "এই-যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।" মোতির গোল গোল গাল টিপে ধ'রে কুমু ব'ল্‌লে, "গোপাল, ফুল নেবে ?"

কুমুর মুখ দিয়ে গোপাল ছাড়া আর কোনো নাম বের'লো না। হঠাৎ নিজের নামান্তরে হাব্‌লুর কিছু বিস্ময় বোধ হ'লো—কিন্তু এমন সুর ওর কানে পৌঁচেছে-যে, কিছু আপত্তি ওর মনে আস্‌তে পারে না।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে মোতির মা ছেলের গলা শুন্‌তে পেয়ে ছুটে এসে ব'ল্‌লে, "ঐরে, বাঁদর ছেলেটা এসেচে বুঝি!" "শ্রীমোতিলাল ঘোষালের" সম্মান আর থাকে না! নালিশে-ভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইলো, ডান হাতে জ্যাঠাইমার আঁচল চেপে। কুমু হাব্‌লুকে তা'র বাঁ হাত দিয়ে বেড়ে নিয়ে ব'ল্‌লে, "আহা, থাক্‌ না।"

"না ভাই, অনেক রাত হ'য়ে গেচে। এখন শুতে যাক্‌—এ-বাড়িতে ওকে খুব সহজেই মিল্‌বে, ওর মতো শস্তা ছেলে আর কেউ নেই।"—ব'লে মোতির মা

অনিচ্ছুক ছেলেকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে গেলো। এই এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেলো হাল্‌কা হ'য়ে। ওর মনে হ'লো প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হ'য়ে দেখা দেবে, এই ছোটো ছেলেটির মতোই।

১৩

অনেক রাত্তিরে মোতির মা এক সময়ে জেগে উঠে দেখ্‌লে কুমু বিছানায় উঠে ব'সে আছে, তা'র কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানাবিষ্ট চোখ দুটি যেন সাম্‌নে কাকে দেখ্‌তে পাচ্চে। মধুসূদনকে যতোই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ ক'র্‌তে বাধা পায়, ততোই তা'র দেবতাকে দিয়ে সে তা'র স্বামীকে আবৃত ক'র্‌তে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ্য ক'রে আপনাকে সে দান ক'র্‌চে তা'র দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন ক'রেচেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্চে না সেইখানেই দেখ্‌বো এই হোক্ আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর

লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান ক'র্‌বো, তিনি আমাকে এড়াতে পার্‌বেন না।

"মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি"—

দাদার কাছে শেখা মীরা বাইএর এই গানটা বারবার মনে-মনে আওড়াতে লাগ্‌লো।

মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে-পরিচয় সে পেয়েচে—তাকে কিছুই নয় ব'লে, জলের উপরকার বুদ্‌বুদ্ ব'লে, উড়িয়ে দিতে চায়—চিরকালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত ক'রে তিনিই আছেন, "ঔর নাহি কোহি, ঔর নাহি কোহি।" এ ছাড়া আর-একটা পীড়ন আছে তা'কেও মায়া ব'ল্‌তে চায়—সে হ'চ্চে জীবনের শূন্যতা। আজ পর্য্যন্ত যাদের নিয়ে ওর সমস্ত কিছু গ'ড়ে উঠেচে, যাদের বাদ দিতে গেলে জীবনের অর্থ থাকে না, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ,—সে নিজেকে ব'ল্‌চে এই শূন্যও পূর্ণ,—

"বাপে ছাড়ে, মায়ে ছাড়ে, ছাড়ে সগা সহী,
মীরা প্রভু লগন লগী যো ন হোয়ে হোয়ী।"

ছেড়েচেন তো বাপ, ছেড়েচেন তো মা, কিন্তু তাঁদের ভিতরেই যিনি চিরকালকার তিনি তো ছাড়েন নি। ঠাকুর আরো যা-কিছু ছাড়ান না কেন, শূন্য ভরাবেন ব'লেই ছাড়িয়েচেন। আমি লেগে রইলুম, যা হয় তা

হোক্! মনের গান কখন্ তা'র গলায় ফুটে উঠ্‌লো তা টেরই পেলে না—ছুই চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো।

মোতির মা কথাটি ব'ল্‌লে না, চুপ ক'রে দেখ্‌লে, আর শুন্‌লে। তা'র পরে কুমু যখন অনেকক্ষণ ধ'রে প্রণাম ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়ে প'ড়্‌লো তখন মোতির মার মনে একটা চিন্তা দেখা দিলো যা পূর্ব্বে আর কখনো ভাবেনি।

ও ভাব্‌তে লাগ্‌লো আমাদের যখন বিয়ে হ'য়েছিলো তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন ব'লে একটা বালাই ছিলো না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ্ ক'রে বিনা আয়োজনে মুখে পূরে দেয়, স্বামীর সংসার তেম্‌নি ক'রেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেচে, কোথাও কিছু বাধেনি। সাধন ক'রে আমাদের নিতে হয়নি, আমাদের জন্যে দিন-গোনা ছিলো অনাবশ্যক। যেদিন ব'ল্‌লে ফুলশয্যে সেইদিনই হ'লো ফুলশয্যে, কেননা ফুলশয্যের কোনো মানে ছিলো না, সে ছিলো একটা খেলা। এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতো বড়ো বিড়ম্বনা! বড়োঠাকুর এখনো পর; আপন হ'তে অনেক সময় লাগে। একে

ছোঁবে কী ক'রে ? এ-মেয়ের সেই অপমান সইবে কেন ? ধন পেতে বড়োঠাকুরের কতো কাল লাগ্‌লো আর মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না ? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি ক'রে ম'র্‌তে হ'য়েচে, এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাত্‌তে হবে না ?

এতো কথা মোতির মার মনে আস্‌তো না। এসেচে তা'র কারণ, কুমুকে দেখ্‌বামাত্রই ও তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেচে। এই ভালোবাসার পূর্ব্বভূমিকা হ'য়েছিলো ষ্টেশনে যখন সে দেখেছিলো বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্ত্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তা'র সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মার মনে হ'য়েছিলো কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজো সে ভুল্‌তে পারেনি। তা'র পরে যখন কুমুকে দেখলে, মনে-মনে ব'ল্‌লে, দাদারই বোন বটে।

এক রকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের,—সে-জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই-যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্ম্মান্তিক ক'রে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে

বিয়ে হ'য়েছিলো ব'লে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায়নি,—কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত ক'রে অনুভব ক'র্‌লে। তা'র গা-কেমন ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখ্‌তে পেলে,—যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাক্‌চে। মোতির মা রেগে উঠে মনে-মনে ব'ল্‌লে, "দেবতার মুখে ছাই! যে-দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েচে সেই নাকি ওকে উদ্ধার ক'র্‌বে! হায় রে!"

২৪

পরের দিন সকালেই কুমু দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েচে, "ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" সেই টেলিগ্রামের কাগজখানি জামার মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে। এই টেলিগ্রামে যেন দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ। কিন্তু দাদা নিজের শরীরের কথা কেন কিছুই লিখ্‌লে না? তবে কি অসুখ বেড়েচে? দাদার সব খবরই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যার প্রত্যক্ষগোচর ছিলো, আজ তা'র কাছে সবই অবরুদ্ধ।

আজ ফুলশয্যে, বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয় মেয়েরা সমস্তদিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্‌চে। কিছুতে তাকে এক্‌লা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিলো।

শোবার ঘরের পাশেই ওর নাবার ঘর; সেখানে জলের কল পাতা, এবং ধারা-স্নানের ঝাঁঝ্‌রি বসানো। কোনো অবকাশে বাক্সো থেকে যুগল রূপের ফ্রেমে-বাঁধানো পটখানি বের ক'রে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'র্‌লো। শাদা পাথরের জলচৌকির উপর পট রেখে সাম্‌নে মাটিতে ব'সে নিজের মনে বারবার ক'রে ব'ল্‌লে, "আমি তোমারি, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারি যুগল রূপ প্রকাশ হোক্ আমার জীবনে।"

ডাক্তাররা ব'ল্‌চে বিপ্রদাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ন্যুমোনিয়ায় এসে দাঁড়িয়েচে। নবগোপাল এক্‌লা ক'ল্‌কাতায় এলো ফুলশয্যার সওগাদ পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে। খুব ঘটা ক'রেই সওগাদ পাঠানো হ'লো। বিপ্রদাস নিজে থাক্‌লে এতো আড়ম্বর ক'র্‌তো না।

কুমুর বিবাহ উপলক্ষ্যে ওর বড়ো বোন চারজনকেই আন্‌তে পাঠানো হ'য়েছিলো। কিন্তু খবর র'টে গেচে—

ঘোষালরা সদ্‌ব্রাহ্মণ নয়। বাড়ির লোক এ-বিয়েতে কিছুতে তাদের পাঠাতে রাজি হ'লো না। কুমুর তৃতীয় বোন যদি-বা স্বামীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ঝাঁটি ক'রে বিয়ের পরদিন ক'ল্‌কাতায় এসে পৌছ'লো, নবগোপাল ব'ল্‌লে, "ওবাড়িতে তুমি গেলে আমাদের মান থাক্‌বে না।" বিবাহ রাত্রির কথা আজো সে ভুল্‌তে পারেনি। তাই প্রায় অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে এক বুড়ি দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে। কুমু বুঝ্‌লে, সন্ধি এখনো হ'লো না, হয়তো কোনো কালে হবে না।

কুমুর সাজসজ্জা হ'লো। ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের ঠাট্টার পালা শেষ হ'য়েচে—নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো সুরু হবে। মধুসূদন আগে থাক্‌তেই ব'লে রেখেছিলো, বেশি রাত ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না, কাল ওর কাজ আছে। নটা বাজবামাত্রই হুকুম-মতো নীচের উঠোন থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আর এক মুহূর্ত্ত না। সময় অতিক্রম কর্‌বার সাধ্য কারো নেই। সভা ভঙ্গ হ'লো। আকাশ থেকে বাজপাখীর ছায়া দেখ্‌তে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেম্‌নি কাঁপতে লাগ্‌লো। তা'র ঠাণ্ডা হাত ঘাম্‌চে, তা'র মুখ বিবর্ণ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মোতির মার হাত ধ'রে ব'ল্‌লে, "আমাকে একটুখানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে এক্‌লা থাক্‌তে দাও।" মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ব'ল্‌লে, "এমন কপালও ক'রেছিলি।"

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এলো,—বর শোবার-ঘরে গেচে, বউ কোথায়? মোতির মা ব'ল্‌লে, "অতো ব্যস্ত হ'লে চ'ল্‌বে কেন? বউ গায়ের জামা গয়নাগুলো খুল্‌বে না?" মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝ্‌লে আর চ'ল্‌বে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্চ্ছিত হ'য়ে মেজের উপর প'ড়ে আছে।

গোলমাল প'ড়ে গেলো। ধরাধরি ক'রে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হ'লো কুমু বুঝ্‌তে পার্‌লে না কোথায় সে আছে—ডেকে উঠ্‌লো, "দাদা।" মোতির মা তাড়াতাড়ি তা'র মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ব'ল্‌লে, "ভয় নেই দিদি, এই-যে আমি আছি।"—ব'লে ওর মুখটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে

ধ'র্‌লো। সবাইকে ব'ল্‌লে, "তোমরা ভিড় ক'রো না আমি এখনি ওঁকে নিয়ে যাচ্চি।" কানে-কানে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "ভয় করিস্‌নে ভাই, ভয় করিস্‌নে!"—কুমু ধীরে ধীরে উঠ্‌লো। মনে-মনে ঠাকুরের নাম ক'রে প্রণাম ক'র্‌লে। ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তাপোষের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন—তা'র পাশে গিয়ে তা'র কপালে চুমো খেলে। মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এখনো ভয় ক'র্‌চে দিদি?"

কুমু হাতের মুঠো শক্ত ক'রে একটু হেসে ব'ল্‌লে, "না, আমার কিচ্ছু ভয় ক'র্‌চে না।" মনে-মনে ব'ল্‌চে, "এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।"

"মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহি।"

২৫

ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, "বউ মূর্চ্ছো গেচে।" মধুসূদনের মনটা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো; ব'ল্‌লে, "কেন, তাঁর হ'য়েচে কী?"

"তা তো ব'ল্‌তে পারিনে, দাদা দাদা ক'রেই বউ হেদিয়ে গেলো। তা একবার কি দেখ্‌তে যাবে?"

"কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।"

"মিছে রাগ ক'র্‌চো ঠাকুর-পো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মান্‌তে সময় লাগ্‌বে।"

"রোজ রোজ উনি মূর্চ্ছো যাবেন আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজী তেল মালিস ক'র্‌বো এই জন্যেই কি ওঁকে বিয়ে ক'রেছিলুম?"

"ঠাকুর-পো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হ'য়েচে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হ'তো, এখন না হয় মূর্চ্ছো ভাঙাতে হবে।"

মধুসূদন গোঁ হ'য়ে ব'সে রইলো। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধ'রে ব'ল্‌লে "ঠাকুর-পো অমন মন খারাপ ক'রো না, দেখে সইতে পারিনে।"

মধুসূদনের এতো কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্ব্বে এমন সাহস শ্যামার ছিলো না। প্রগল্‌ভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ ক'রে থাক্‌তো; জান্‌তো মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ

বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেচে মধুসূদন আজ সে-মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্ব্বল, নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝ্‌লো এটা ওর খারাপ লাগেনি। নববধূ ওর অভিমানে-যে ঘা দিয়েচে, কোনো একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হ'য়েচে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না এটা তো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না হয় ওর রং একটু কালো,—কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট!

শ্যামা ব'লে উঠ্‌লো, "ঐ আস্‌চে বউ, আমি যাই ভাই। কিন্তু দেখো, ওর সঙ্গে রাগারাগি ক'রো না, আহা—ও ছেলেমানুষ!"

কুমু ঘরে ঢুক্‌তেই মধুসূদন আর থাক্‌তে পার্‌লে না, ব'লে উঠ্‌লো, "বাপের বাড়ি থেকে মূর্চ্ছো অভ্যেস ক'রে এসেচো বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চ'ল্‌তি নেই। তোমাদের ঐ নুরনগরী চাল ছাড়্‌তে হবে।"

কুমু নির্ণিমেষ চোখ মেলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, একটি কথাও ব'ল্‌লে না।

মধুসূদন ওর মৌন দেখে আরো রেগে গেলো।

মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির মন পাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেচে ব'লেই ওর এই তীব্র নিষ্ফল রাগ। ব'লে উঠ্‌লো, "আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্‌টীরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদ্‌গারী কর্‌বার ফুরসৎ আমার নেই, এই স্পষ্ট ব'লে দিচ্চি।"

কুমু ধীরে ধীরে ব'ল্‌লে, "তুমি আমাকে অপমান ক'র্‌তে চাও? হার মান্‌তে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেবো না।"

কুমু কাকে এ-সব কথা ব'ল্‌চে? ওর বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে কে দাঁড়িয়ে আছে? মধুসূদন অবাক হ'য়ে গেলো, ভাব্‌লে এ-মেয়ে ঝগ্‌ড়া করে না কেন? এর ভাবখানা কী?

মধুসূদন বক্রোক্তি ক'রে ব'ল্‌লে, "তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচ্‌তে পারি।"

ও-যে কুমুর দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ-কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্যে মূঢ় আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না।

কুমু ব'ল্‌লে, "দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হ'য়ো, কিন্তু

ছোটো হ'য়ো না।” ব'লে সোফার উপর ব'সে প'ড়্‌লো।

কর্কশস্বরে মধুসূদন ব'লে উঠ্‌লো, “কী! আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?”

কুমু ব'ল্‌লে, “তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেচি।”

মধুসূদন ব্যঙ্গ ক'রে ব'ল্‌লে, “বড়ো জেনেই এসেচো, না, টাকার লোভে?”

তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেজের উপর গিয়ে ব'স্‌লো।

ক'ল্‌কাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হ'য়ে গেচে।

কুমু-যে এমন ক'রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাবে মধুসূদন এ একেবারে ভাব্‌তেই পারেনি। নিজের এই পরাভবের জন্যে সকলের চেয়ে রাগ হ'চ্চে কুমুর দাদার উপর। শোবার ঘরে চৌকির উপরে ব'সে প'ড়ে শূন্য আকাশের দিকে সে একটা ঘুষি নিক্ষেপ

ক'র্লে। খানিকক্ষণ ব'সে থেকে ধৈর্য্য আর রাখ্তে পার্লে না। ধড়ফড় ক'রে উঠে ছাদে বেরিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ডাক্লে, "বড়ো বৌ।"

কুমু চম্‌কে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ালে।

"ঠাণ্ডায় হিমে বাইরে এখানে দাঁড়িয়ে কী ক'র্চো ? চলো ঘরে।"

কুমু অসঙ্কোচে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মধুসূদনের মধ্যে যেটুকু প্রভুত্বের জোর ছিলো তা গেলো উড়ে। কুমুর বাঁ হাত ধ'রে আস্তে আস্তে বল্লে, "এসো ঘরে।"

কুমুর ডান হাতে তা'র দাদার আশীর্ব্বাদের সেই টেলিগ্রাম ছিলো সেটা সে বুকে চেপে ধ'র্লো। স্বামীর হাত থেকে হাত টেনে নিলে না, নীরবে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ফিরে গেলো।

২৬

পরদিন ভোরে যখন কুমু বিছানায় উঠে ব'সেচে তখন ওর স্বামী ঘুম'চ্চে। কুমু তা'র মুখের দিকে চাইলে না, পাছে মন বিগ্‌ড়ে যায়। অতি সাবধানে উঠে পায়ের কাছে প্রণাম ক'র্লে, তা'র পরে স্নান

কর্‌বার ঘরে গেলো। স্নান সারা হ'লে পর পিছন দিকের দরজা খুলে গিয়ে ব'সলো ছাদে, তখন কুয়াশার ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব আকাশে একটা মলিন সোনার রেখা দেখা দিয়েচে।

বেলা হ'লো, রোদ্দুর উঠ্‌লো যখন, কুমু আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখ্‌লে তা'র স্বামী তখন চ'লে গেচে। আয়নার দেরাজের উপর তা'র পুঁতির কাজ-করা থলিটি ছিলো। তা'র মধ্যে দাদার টেলিগ্রামের কাগজটি রাখবার জন্যে সেটা খুলেই দেখ্‌তে পেলে সেই নীলার আংটি নেই।

সকাল বেলাকার মানসপূজার পর তা'র মুখে যে-একটি শান্তির ভাব এসেছিলো সেটা মিলিয়ে গিয়ে চোখে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো। কিছু মিষ্টি ও দুধ খাওয়াবে ব'লে ডাক্‌তে এলো মোতির মা। কুমুর মুখে জবাব নেই, যেন কঠিন পাথরের মূর্ত্তি।

মোতির মা ভয় পেয়ে পাশে এসে ব'স্‌লো—জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কী হ'য়েচে, ভাই ?" কুমুর মুখে কথা বের'লো না, ঠোঁট কাঁপতে লাগ্‌লো।

"বলো, দিদি, আমাকে বলো, কোথায় তোমার বেজেচে ?"

কুমু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "নিয়ে গেচে চুরি ক'রে!"

"কী নিয়ে গেচে দিদি ?"

"আমার আঙটি, আমার দাদার আশীর্ব্বাদী আঙটি।"

"কে নিয়ে গেচে ?"

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে কারো নাম না ক'রে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত ক'র্‌লে।

"শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা ক'রেচে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।"

"নেবোনা ফিরিয়ে—দেখ্‌বো কতো অত্যাচার ক'র্‌তে পারে ও!"

"আচ্ছা, সে হবে পরে, এখন মুখে কিছু দেবে এসো।"

"না, পা'রবো না ; এখানকার খাবার গলা দিয়ে নাব্‌বে না!"

"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের ব'লে কিছুই রইলো না ?"

"না, রইলো না। যা-কিছু রইলো তা স্বামীর

মর্জ্জির উপরে। জানোনা, চিঠিতে দাসী ব'লে দস্তখৎ ক'র্‌তে হবে।"

দাসী! মনে প'ড়লো, রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ

প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দ্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিম্বা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু ব'ল্‌লে, "স্ত্রী যাদের দাসী তা'রা কোন্ জাতের লোক?"

"ও-মানুষকে এখনো চেনোনি। ও-যে কেবল অন্যকে গোলামী করায় তা নয়, নিজের গোলামী নিজে করে। যেদিন আফিসে যেতে পারেনা, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হ'য়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিলো, তা'র পরের দুই তিন মাস খাইখরচ পর্য্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েচে। এতোদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আস্‌চি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় ব'লে ও কাউকে মানে না। এ-বাড়িতে কর্ত্তা থেকে চাকর চাক্‌রাণী পর্য্যন্ত সবাই গোলাম।"

কুমু একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌লে, "আমি সেই গোলামীই ক'র্‌বো। আমার রোজকার খোরপোষ হিসেব মতো রোজ রোজ শোধ ক'র্‌বো। আমি এ-বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী বাঁদী হ'য়ে থাকবো না। চলো, আমাকে কাজে ভর্ত্তি ক'রে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো,—আমাকে তুমি তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রাণী ব'লে কেউ যেন ঠাট্টা না করে।"

মোতির মা হেসে কুমুর চিবুক ধ'রে ব'ল্‌লে, "তাহ'লে তো আমার কথা মান্‌তে হবে। আমি হুকুম ক'র্‌চি, চলো এখন খেতে।"

ঘর থেকে বের'তে বের'তে কুমু ব'ল্‌লে, "দেখো ভাই, নিজেকে দেবো ব'লেই তৈরি হ'য়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "কাঠুরে গাছকে কাট্‌তেই জানে, সে গাছ পায় না কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখ্‌তে জানে, সে পায় ফুল, পায় ফল। তুমি প'ড়েচো কাঠুরের হাতে, ও-যে ব্যবসাদার। ওর মনে দরদ নেই কোথাও।"

এক সময়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে কুমু দেখ্‌লে, তা'র টিপাইয়ের উপর এক শিশি লজেঞ্জস্‌। হাব্‌লু তা'র ত্যাগের অর্ঘ্য গোপনে নিবেদন ক'রে নিজে কোথায় লুকিয়েচে। এখানে পাষাণের ফাঁক দিয়েও ফুল ফোটে। বালকের এই লজেঞ্জসের ভাষায় এক-সঙ্গে ওকে কাঁদালে হাসালে। তাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে দেখে বাইরে সে দরজার আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মা তাকে এ-ঘরে যাতায়াত ক'র্‌তে বারণ ক'রেছিলো। তা'র ভয় ছিলো পাছে কোনো কিছু উপলক্ষ্যে কর্ত্তার বিরক্তি ঘটে। মোটের উপরে, মধুসূদনের নিজের কাজ ছাড়া অন্য বাবদে তা'র কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই নিরাপদ, এ-কথা এ-বাড়ির সবাই জানে।

কুমু হাব্‌লুকে ধ'রে ঘরে নিয়ে এসে কোলে বসালে। ওর গৃহসজ্জার মধ্যে পুতুল জাতীয় যা-কিছু জিনিষ ছিলো সেইগুলো দুজনে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লো। কুমু বুঝ্‌তে পার্‌লে একটা কাগজ-চাপা হাব্‌লুর ভারি পছন্দ—কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙীন ফুল-যে কী ক'রে দেখা যাচ্চে সেইটে বুঝতে না পেরে ওর ভারি তাক লেগেচে।

কুমু ব'ল্‌লে, "এটা নেবে গোপাল ?"

এত বড়ো অভাবনীয় প্রস্তাব ওর বয়সে কখনো শোনেনি। এমন জিনিষও কি ও কখনো আশা ক'র্‌তে পারে ? বিস্ময়ে সঙ্কোচে কুমুর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইলো।

কুমু ব'ল্‌লে, "এটা তুমি নিয়ে যাও।"

হাব্‌লু আহ্লাদ রাখ্‌তে পার্‌লে না—সেটা হাতে নিয়েই লাফাতে লাফাতে ছুটে চ'লে গেলো।

সেই দিন বিকেলে হাব্‌লুর মা এসে ব'ল্‌লে, "তুমি ক'রেচো কী ভাই ? হাব্‌লুর হাতে কাঁচের কাগজ-চাপা দেখে বড়োঠাকুর হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েচে। কেড়ে তো নিয়েইচে—তা'র পর তাকে চোর ব'লে মার। ছেলেটাও এমনি, তোমার নামও করেনি। হাব্‌লুকে আমিই-যে জিনিষপত্র চুরি ক'র্‌তে শেখাচ্চি এ-কথাও ক্রমে উঠ্‌বে।"

কুমু কাঠের মূর্ত্তির মতো শক্ত হ'য়ে ব'সে রইলো।

এমন সময়ে বাইরে মচ্‌মচ্‌ শব্দে মধুসূদন আস্‌চে। মোতির মা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলো। মধুসূদন কাঁচের কাগজচাপা হাতে ক'রে যথাস্থানে ধীরে ধীরে সেটা গুছিয়ে রাখ্‌লে। তা'র পরে নিশ্চিত-প্রত্যয়ের

কণ্ঠে শান্ত গম্ভীর স্বরে ব'ল্‌লে, "হাব্‌লু তোমার ঘর থেকে এটা চুরি ক'রে নিয়েছিলো। জিনিষপত্র সাবধান ক'রে রাখ্‌তে শিখো।"

কুমু তীক্ষ্ণ স্বরে ব'ল্‌লে, "ও চুরি করেনি।"

"আচ্ছা, বেশ, তাহ'লে সরিয়ে নিয়েচে।"

"না, আমিই ওকে দিয়েচি।"

"এমনি ক'রে ওর মাথা খেতে ব'সেচো বুঝি? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিষপত্র কাউকে দেওয়া চ'ল্‌বে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালোবাসিনে।"

কুমু দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্‌লে, "তুমি নাওনি আমার নীলার আঙটি?"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "হাঁ নিয়েচি।"

"তাতেও তোমার ঐ কাঁচের ঢেলাটার দাম শোধ হ'লো না?"

"আমি তো ব'লেছিলুম, ওটা তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"তোমার জিনিষ তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে, আর আমার জিনিষ আমি রাখ্‌তে পার্‌বো না?"

"এ-বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিষ ব'লে কিছু নেই।"

"কিছু নেই? তবে রইলো তোমার এই ঘর প'ড়ে।"

কুমু যেই গেচে, ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে শ্যামা ঘরে প্রবেশ ক'রে ব'ল্‌লে, "বউ কোথায় গেলো?

"কেন?"

"সকাল থেকে ওর খাবার নিয়ে ব'সে আছি, এ-বাড়িতে এসে বউ কি খাওয়াও বন্ধ ক'র্‌বে?"

"তা হ'য়েচে কী? নুরনগরের রাজকন্যা না হয় নাই খেলেন? তোমরা কি ওঁর বাঁদী নাকি।"

"ছি ঠাকুরপো, ছেলে মানুষের উপর অমন রাগ ক'র্‌তে নেই। ও-যে এমন না খেয়ে খেয়ে কাটাবে এ আমরা সহ্য ক'র্‌তে পারিনে। সাধে সেদিন মূর্চ্ছো গিয়েছিলো?"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো—"কিছু ক'র্‌তে হবে না, যাও চ'লে! ক্ষিধে পেলে আপনিই খাবে।"

শ্যামা যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে চ'লে গেলো।

মধুসূদনের মাথায় রক্ত চ'ড়্‌তে লাগ্‌লো। দ্রুত বেগে নাবার ঘরে জলের ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে তা'র নীচে মাথা পেতে দিলে।

২৭

সন্ধে হ'য়ে এলো, সেদিন কুমুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষকালে দেখা গেলো, ভাঁড়ার ঘরের পাশে একটা ছোটো কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ পিলসুজ, তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয় সেই-খানে মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে ব'সে আছে।

মোতির মা এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এ কী কাণ্ড দিদি?"

কুমু ব'ল্‌লে, "এ-বাড়িতে আমি সেজ বাতি সাফ ক'র্‌বো, আর এইখানে আমার স্থান।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "ভালো কাজ নিয়েচো ভাই, এ-বাড়ি তুমি আলো ক'র্‌তেই তো এসেচো, কিন্তু সে-জন্যে তোমাকে সেজ বাতির তদারক ক'র্‌তে হবে না। এখন চলো।"

কুমু কিছুতে ন'ড়লো না।

মোতির মা ব'ল্‌লে, "তবে আমি তোমার কাছে শুই।"

কুমু দৃঢ়স্বরে ব'ল্‌লে, "না।" মোতির মা দেখ্‌লে

এই ভালোমানুষ মেয়ের মধ্যে হুকুম কর্‌বার জোর আছে। তাকে চ'লে যেতে হ'লো।

মধুসূদন রাত্রে শুতে এসে কুমুর খবর নিলে। যখন খবর শুন্‌লে, প্রথমটা ভাব্‌লে, 'বেশ তো ঐ ঘরেই থাক্‌ না, দেখি কতোদিন থাক্‌তে পারে'। সাধ্যসাধনা ক'র্‌তে গেলেই জেদ্‌ বেড়ে যাবে।"

এই ব'লে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গেলো। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রত্যেক শব্দেই মনে হ'চ্চে ঐ বুঝি আস্‌চে। একবার মনে হ'লো, যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। যতোই রাত হয় মনের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে থাকে। কুমুকে-যে অবজ্ঞা ক'র্‌বে কিছুতেই সে-শক্তি পাচ্চে না। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে তা'র কাছে হার মান্‌বে এটা ওর পলিসি-বিরুদ্ধ। ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শুলো, কিন্তু ঘুম আসে না। ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে উঠে প'ড়্‌লো, কোনো মতেই কৌতূহল সাম্‌লাতে পার্‌লে না। একটা লণ্ঠন হাতে ক'রে নিদ্রিত কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হ'য়ে অন্তঃপুরের সেই ফরাসখানার সাম্‌নে এসে একটুক্ষণ কান পেতে রইলো, ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সাবধানে দরজা খুলে দেখে কুমু মেজের উপর একটা মাহুর পেতে শুয়ে, সেই মাহুরের এক প্রান্ত গুটিয়ে সেইটেকে বালিস ক'রেচে। মধুসূদনের যেমন ঘুম নেই, কুমুরও তেম্‌নি ঘুম না থাকাই উচিত ছিলো, কিন্তু দেখ্‌লে সে অকাতরে ঘুমচ্চে; এমন কি তা'র মুখের উপর যখন লণ্ঠনের আলো ফেল্‌লে তাতেও ঘুম ভাঙ্‌লো না। এমন সময় কুমু একটুখানি উস্‌খুস্‌ ক'রে পাশ ফির্‌লে। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন ক'রে পালায় মধুসূদন তেম্‌নি তাড়াতাড়ি পালালো। ভয় হ'লো পাছে কুমু ওর পরাভব দেখ্‌তে পায়, পাছে মনে-মনে হাসে।

বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সাম্‌নে দেখে শ্যামা। তা'র হাতে একটি প্রদীপ।

"একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে?"

মধুসূদন তা'র কোনো উত্তর না ক'রে ব'ল্‌লে, "তুমি কোথায় যাচ্চো বউ?"

"কাল-যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে তারি যোগাড়ে চ'লেচি—তোমারো নেমন্তন্ন রইলো। কিন্তু তোমাকে দক্ষিণে দেবার মতো শক্তি নেই ভাই।"

মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আস্‌ছিলো, সেটা চেপে গেলো।

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিলো। শ্যামা একটু হেসে ব'ল্‌লে, "আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখ্‌লুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।"

ভাগ্যবান শব্দটার উপর একটু জোর দিলে—মধু-সূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনালো। কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে শ্যামার সাহস হ'লো না। "কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো, মাথা খাও," ব'লে সে চ'লে গেলো।

ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে প'ড়্‌লো। বাইরে লণ্ঠনটা রাখ্‌লে, যদি কুমু আসে। কুমুদিনীর সেই সুপ্ত মুখ কিছুতে মন থেকে ন'ড়্‌তে চায় না; আর কেবলি মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি শালের বাইরে এলিয়ে। বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিলো তখন একে সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পায়নি—আজ দেখে-দেখে চোখের আর আশ মিট্‌তে চায় না। এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে? বিছানায়

আর টিঁকৃতে পারে না; উঠে প'ড়্‌লো। আলো জ্বালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুল্‌লে। দেখ্‌লে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বের'লো বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি—'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন'—তা'র পরে একখানি ফটোগ্রাফ, ওর তুই দাদার ছবি—আর একখানি কাগজের টুক্‌রো, বিপ্রদাসের হাতে-লেখা গীতার এই শ্লোক :—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হ'তে লাগ্‌লো। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে-মনে লোপ ক'রে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আস্‌বে ও নিশ্চয় জানে—অল্প অল্প ক'রে স্ক্রু আঁট্‌তে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর ঊনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্ত্তেই ছিনিয়ে নিতে পার্‌লে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর-কোনো রাস্তা জানেনা জবরদস্তি ছাড়া। পুঁতির থলিটি আজ সাহস ক'রে ফেলে দিতে পার্‌লে না—যেদিন আংটি হরণ ক'রে নিয়েছিলো সেদিন ওর সাহস আরো বেশি ছিলো। তখনো জান্‌তো কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই

মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন কি, শাসনই পছন্দ করে। আজ বুঝেচে কুমুদিনী-যে কী ক'র্‌তে পারে এবং পারে না কিচ্ছু বল্‌বার জো নেই।

কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।

এমনি ক'রে ঘড়িতে পাঁচটা বাজ্‌লো। কিন্তু শীত-রাত্রির অন্ধকার তখনো যায় নি। আর কিছুক্ষণ পরেই আলো উঠ্‌বে, আজকের রাত হবে ব্যর্থ। মধুসূদন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চ'ল্‌লো—ফরাসখানার সাম্‌নে পায়ের শব্দটা বেশ একটু স্পষ্টই ধ্বনিত ক'র্‌লে—দরজাটা শব্দ ক'রেই খুল্‌লে—দেখ্‌লে ভিতরে কুমু নেই। কোথায় সে?

উঠোনের কলে জল-পড়ার শব্দ কানে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, যতো রাজ্যের পুরানো অব্যবহার্য্য ম'রচে-পড়া পিল্‌সুজগুলো নিয়ে কুমু তেঁতুল দিয়ে মাজ্‌চে। এ কেবল ইচ্ছা ক'রে কাজের ভার বাড়াবার চেষ্টা, শীতের ভোর বেলার নিদ্রাহীন দুঃখকে বিস্তারিত ক'রে তোলা।

মধুসূদন উপরের বারান্দা থেকে অবাক হ'য়ে

দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। অবলার বলকে কী ক'রে পরাস্ত ক'র্‌তে হয় এই তা'র ভাবনা। সকালে উঠে বাড়ির লোকে যখন দেখ্‌বে কুমু পিলসুজ মাজচে কী ভাব্‌বে। যে-চাকরের উপরে মাজাঘসার ভার, সেই বা কী মনে ক'রবে? বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে তাকে হাস্যাস্পদ কর্‌বার এমন তো উপায় আর নেই।

একবার মধুসূদনের মনে হ'লো কলতলায় গিয়ে কুমুর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নেয়। কিন্তু সকাল বেলায় সেই উঠানের মাঝখানে দুজনে বচসা ক'র্‌বে আর বাড়িশুদ্ধ লোকে তামাসা দেখ্‌তে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌বে এই প্রহসনটা কল্পনা ক'রে পিছিয়ে গেলো। মেজো ভাই নবীনকে ডাকিয়ে ব'ল্‌লে, "বাড়িতে কী সব ব্যাপার হ'চ্চে চোখ রাখো কি?"

নবীন ছিলো বাড়ির ম্যানেজার। সে ভয় পেয়ে ব'ল্‌লে "কেন দাদা, কী হ'য়েচে?"

নবীন জানে, দাদার যখন রাগ কর্‌বার একটা কারণ ঘটে তখন শাসন কর্‌বার একটা মানুষ চাই। দোষী যদি ফ'স্কে যায় তো নির্দ্দোষী হ'লেও চলে,—নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না, নইলে সংসারে ওর রাষ্ট্র-তন্ত্রের প্রেস্‌টীজ্‌ চ'লে যায়।

মধুসূদন ব'ল্লে, "বড়ো বৌ-যে পাগলের মতো কাণ্ডটা ক'র্তে ব'সেচে, তা'র কারণটা কী সে কি আমি জানিনে মনে করো ?"

বড়ো বৌ কী পাগ্লামি ক'র্চেন সে-প্রশ্ন ক'র্তে নবীন সাহস ক'র্লে না পাছে খবর না-জানাটাই একটা অপরাধ ব'লে গণ্য হয়।

মধুসূদন ব'ল্লে, "মেজোবৌ ওর মাথা বিগ্ড়োতে ব'সেচেন সন্দেহ নেই।"

বহু সঙ্কোচে নবীন ব'ল্তে চেষ্টা ক'র্লে, "না, মেজোবৌ তো—"

মধুসূদন ব'ল্লে, "আমি স্বচক্ষে দেখেচি।"

এর উপরে আর কথা খাটে না। স্বচক্ষে দেখার মধ্যে সেই কাগজ-চাপার ইতিহাসটা নিহিত ছিলো।

২৮

মোতির মা যখনি কুমুকে অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে আদর যত্ন ক'র্তে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলো তখনি নবীন বুঝেছিলো এটা সইবে না ; বাড়ির মেয়েরা এই নিয়ে লাগালাগি ক'রবে। নবীন ভাবলে সেই রকমের

একটা কিছু ঘ'টেচে। কিন্তু মধুসূদনের আন্দাজী অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ক'রে কোনো লাভ নেই; তাতে জেদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা কী হ'য়েচে মধুসূদন তা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লে না—বোধ করি ব'ল্‌তে লজ্জা ক'রছিলো; কী ক'র্‌তে হবে তাও রইলো অস্পষ্ট, কেবল ওর মধ্যে যেটুকু স্পষ্ট সে-হ'চ্চে এই-যে, সমস্ত দায়িত্বটা মেজো-বৌয়েরই, সুতরাং দাম্পত্যের আপেক্ষিক মর্য্যাদা অনুসারে জবাবদিহীর ল্যাজামুড়োর মধ্যে মুড়োর দিকটাই নবীনের ভাগ্যে।

নবীন গিয়ে মোতির মাকে ব'ল্‌লে, "একটা ফ্যাসাদ বেধেচে।"

"কেন, কী হ'য়েচে?"

"সে জানেন অন্তর্য্যামী, আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি; কিন্তু তাড়া আরম্ভ হ'য়েচে আমার উপরেই।"

"কেন বলো দেখি?"

"যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানীর।"

"তা আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা

সুরু করো—দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কী না।”

নবীন কাতর হ’য়ে ব’ল্‌লে, “দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামী ডিনার-সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিলো, তা’র জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হ’য়েচে, জানো তো,—কেন না জিনিষগুলো আমারি জিম্মে। কিন্তু এবারে যে-জিনিষটা ঘরে এলো সেও কি আমারি জিম্মে? তবু জরিমানাটা তোমাতে আমাতেই বাঁটোয়ারা ক’রে দিতে হবে। অতএব যা ক’র্‌তে হয় করো, আমাকে আর দুঃখ দিওনা মেজোবৌ।”

“জরিমানা ব’ল্‌তে কী বোঝায় শুনি।”

“রজবপুরে চালান ক’রে দেবেন। মাঝে মাঝে তো সেই রকম ভয় দেখান।”

“ভয় পাও ব’লেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয়নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত ক’র্‌লে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে-ঠকা ওঁর সইবে না।”

"বুঝলুম, এখন কী ক'র্‌তে হবে বলোনা।"

"তোমার দাদাকে ব'লো, যতো বড়ো রাজাই হ'ন্‌না, মাইনে ক'রে লোক রেখে রাণীর মান ভাঙাতে পারবেন না—মানের বোঝা নিজেকেই মাথায় ক'রে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাক্‌তে বারণ ক'রো।"

"মেজো বৌ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমার দরকার হবে না, তুদিন বাদে নিজেরই হুঁস্ হবে। ইতিমধ্যে দূতীগিরির কাজটা করো, ফল হোক্ বা না হোক্। দেখাতে পারবো নিমক খেয়ে সেটা চুপচাপ হজম ক'র্‌চিনে।"

মোতির মা কুমুকে গেলো খুঁজ্‌তে। জান্‌তো সকাল বেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে। উঁচু প্রাচীর-দেওয়া ছাদ, তা'র মাঝে মাঝে ঘুল্‌ঘুলি। এলোমেলো গোটাকতক টব, তাতে গাছ নেই। এক কোণে লোহার জাল-দেওয়া একটা বড়ো ভাঙা চৌকো খাঁচা; তা'র কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ। কোনো এক সময় খরগোষ কিম্বা পায়রা এতে রাখা হ'তো,—এখন আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্য্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দ্‌রে দেবার কাজে লাগে।

এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম আকাশে একটা লোহার কারখানার চিম্‌নি। যে-ছুদিন কুমু এই ছাদে ব'সেচে ঐ চিম্‌নি থেকে উৎসারিত ধূম-কুণ্ডলটাই তা'র একমাত্র দেখবার জিনিষ ছিলো— সমস্ত আকাশের মধ্যে ঐ কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠ্‌চে।

পিল্‌সুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাক্‌তেই স্নান ক'রে পূব দিকে মুখ ক'রে কুমু ছাদে এসে ব'সেচে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া,— সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সূতোর সাদা সাড়ি, সরু কালো পাড়, আর শীত নিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি রেশমের ওড়না।

কিছু দিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে ব'সেছিলো। তা'র যতো পূজা যতো ব্রত যতো পুরাণকাহিনী সমস্তই এই কল্পমূর্ত্তিকে সজীব ক'রে রেখেছিলো। সে ছিলো অভিসারিণী

তা'র মানস-বৃন্দাবনে,—ভোরে উঠে সে গান গেয়েচে রামকেলী রাগিণীতে,—

"হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
শুন মনমোহন প্যারে—"

যে-অনাগত মানুষটির উদ্দেশে উঠ্চে তা'র আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্য, সমুখে এসে পৌঁছবার আগেই সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তা'র পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েচে। বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল ক'রেচে তখন কানাড়ার সুরে মনে প'ড়েচে, তা'র ঐ গান ঃ—

"বাজে ঝনন মেরে পায়েরিয়া
কৈসে করো যাউঁ ঘরোয়ারে।"

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজ্চে ঝননন—উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে প'ড়েচে, কোনো-কালে ফিরবে কেমন ক'রে ঘরে। যাকে রূপে দেখবে এমনি ক'রে কতোদিন থেকে তাকে সুরে দেখ্তে পাচ্ছিলো। নিগূঢ় আনন্দ বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেতো তাহ'লে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনি প্রাণ

পেতো রূপে।' কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়ালো না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিলো একলা। এমন কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিলো না। তাই এতোদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেচে! সেই জন্যেই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলো কুমু তখন তা'র ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে,—জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এইবার তোমাকেই তো পাবো?" অপরাজিতার ফুল ব'ললে, "এই তো পেয়েইচো।"

অন্তরের এতোদিনের এতো আয়োজন ব্যর্থ হ'লো—একেবারে ঠন্ ক'রে উঠ্লো পাথরটা, ভরা ডুবি হ'লো এক মুহূর্ত্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েচে, কোথায় দেবে তা'র ফুল! থালিতে যা ছিলো তা'র অর্ঘ্য, সে-যে আজ বিষম বোঝা হ'য়ে উঠ্লো! তাই আজ এমন ক'রে প্রাণপণে গাইচে, "মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহী।"

কিন্তু আজ এ-গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্চে, পৌঁছ'লো না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভ'রে উঠ্লো। আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনের

গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌চে?

মোতির মা দূরে পিছনে ব'সে রইলো। সকালের নির্ম্মল আলোয় নির্জ্জন ছাদে এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত ক'রে দিয়েচে। ভাব্‌চে, এ-বাড়িতে ওকে কেমন ক'রে মানাবে? এখানে যে-সব মেয়ে আছে এর তুলনায় তা'রা কোন্ জাতের? তা'রা আপনি ওর থেকে পৃথক হ'য়ে প'ড়েচে, ওর উপরে রাগ ক'র্‌চে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌চে না।

ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে মোতির মা হঠাৎ দেখ্‌লে কুমু দুই হাতে তা'র ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধ'রে কেঁদে উঠেচে। ও আর থাক্‌তে পার্‌লে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠ্‌লো, "দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হ'য়েচে বলো আমাকে।"

কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পার্‌লে না। একটু সাম্‌লে নিয়ে ব'ল্‌লে, "আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কী হ'য়েচে তাঁর বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।"

"চিঠি পাবার কি সময় হ'য়েচে ভাই?"

"নিশ্চয় হ'য়েচে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেচি।

তিনি জানেন, খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কী-রকম ক'র্‌চে।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "তুমি ভেবোনা, খবর নেবার আমি একটা-কিছু উপায় ক'র্‌বো।"

কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেচে, কিন্তু কা'কে দিয়ে ক'র্‌বে। যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন ব'লে বড়াই ক'রেছিলো সেইদিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখ মাত্র ক'র্‌তে ওর মুখে বেধে যায়। আজ মোতির মাকে ব'ল্‌লে, "তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ ক'র্‌তে পারো তো আমি বাঁচি।"

মোতির মা ব'ল্‌লে "তাই ক'র্‌বো, ভয় কী ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "তুমি জানো, আমার কাছে একটিও টাকা নেই।"

"কী বলো, দিদি, তা'র ঠিক নেই। সংসার-খরচের যে-টাকা আমার কাছে থাকে, সে তো তোমারি টাকা। আজ থেকে আমি-যে তোমারি নিমক খাচ্চি।"

কুমু জোর ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—"না, না, না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, শিকি পয়সাও না।"

"আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে না হয় আমার নিজের

টাকা থেকে কিছু খরচ ক'র্‌বো। চুপ ক'রে রইলে কেন? তাতে দোষ কী? টাকাটা আমি যদি অহঙ্কার ক'রে দিতুম, তুমি অহঙ্কার ক'রে না নিতে পার্‌তে। ভালোবেসে যদি দিই, তাহ'লে ভালোবেসেই নেবে না কেন?"

কুমু ব'ল্‌লে, "নেবো।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজো শূন্য থাক্‌বে?"

কুমু ব'ল্‌লে, "ওখানে আমার জায়গা নেই।"

মোতির মা পীড়াপীড়ি ক'র্‌লে না। তা'র মনের ভাবখানা এই-যে, পীড়াপীড়ি কর্‌বার ভার আমার নয়; যার কাজ সে করুক। কেবল আস্তে আস্তে সে ব'ল্‌লে, "একটু দুধ এনে দেবো তোমার জন্যে?"

কুমু ব'ল্‌লে, "এখন না, আর একটু পরে।"—তা'র ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'র্‌তে এখনো বাকি আছে। এখনো মনের মধ্যে কোনো জবাব পাচ্চে না।

মোতির মা আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে ব'ল্‌লে, "শোনো একটি কথা। বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ ক'রে এসোগে, দিদির কোনো চিঠি এসেচে কী না—দেরাজ খুলেও দেখো।"

নবীন ব'ল্‌লে, "সর্ব্বনাশ !"

"তুমি যদি না যাও তো আমি যাবো।"

"এ-যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধ'র্‌তে পাঠানো।"

"কর্ত্তা গেচেন আপিসে, তাঁর কাজ সেরে আস্‌তে বেলা একটা হবে—এর মধ্যে"—

"দেখো মেজো বৌ, দিনের বেলায় এ-কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না, এখন চারিদিকে লোকজন। আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পার্‌বো।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু নূর-নগরে এখনি তার ক'রে জান্‌তে হবে বিপ্রদাস বাবু কেমন আছেন।"

"বেশ কথা, তা দাদাকে জানিয়ে ক'র্‌তে হবে তো ?"

"না।"

"মেজো বৌ, তুমি-যে দেখি মরীয়া হ'য়ে উঠেচো ? এ-বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধ'র্‌তে পারে না কর্ত্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—"

"দিদির নামে তার যাবে তোমার তাতে কী ?"

"আমার হাত দিয়ে তো যাবে।"

"বড়ো ঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো রোজ

দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তা'র সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা, দিদি দিয়েচেন।"

কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত হ'য়ে না থাক্‌তো তাহ'লে এতো বড়ো দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পার্‌তো না।

২৯

যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এলো। যথাসময়ে আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে ব'সে কেউবা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্চে, কেউবা পরিবেষণ ক'র্‌চে। পূর্ব্বেই ব'লেচি, মধুসূদনের অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিলো না; তা'র আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাস মতোই। মোটা চালের ভাত না হ'লে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামী। রূপোর থালা, রূপোর বাটি, রূপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হ'চ্চে খাদ্যসামগ্রী; তা'রপরে সব শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত সমাধা ক'রে পানের

বোঁটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও তুটো পান ডিবেয় ভ'রে পনেরো মিনিট কাল তামাক টান্‌তে টান্‌তে বিশ্রাম ক'রে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান। অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর আর ব্যতিক্রম হয় নি। আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নেই।

শ্যামাসুন্দরী তুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিলো। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা ব'ল্‌লে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা ক'র্‌চে। একখানি শাদা সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেচে, কিন্তু যেন জৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তা'র টস্‌টসে ঠোঁট তুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেচে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তা'র মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগ্‌লো না ব'লে নিজের

আশপাশের উপর তা'র একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা। মধুসূদনের ঐশ্বর্য্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ-সংসারে প্রবেশ ক'রেচে। যৌবনের যাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান ক'রে নেবে এমনো সঙ্কল্প ছিলো। মধু-সূদনের মন-যে কোনো দিন টলেনি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মান্‌লো না; তা'র কারণ, মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবলমাত্র-যে বুদ্ধি তা নয়, সে হ'চ্চে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি ক'রেচে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে গভীর ক'রে সে মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জান্‌তো ধনসৃষ্টির যে-তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েচেন—ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেচে, বার বারই সে সাম্‌লে নিয়েচে। সুবিধা ছিলো এই-যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তা'র অবকাশমাত্র ছিলো না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে-সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেতো তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর ক'র্‌তো। ক্রিয়াকর্ম্মের পার্ব্বণী উপলক্ষ্যে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তা'র পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি ক'রে ঝুঁকতো ব'লে বোঝা

যায়। কিন্তু কোনো দিন শ্যামাকে সে এতোটুকু প্রশ্রয় দেয়নি অন্তঃপুরে যাতে তা'র স্পর্দ্ধা বাড়ে। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁকটি ঠিক ধ'রেচে, তবুও ওর সম্বন্ধে তা'র ভয় ঘুচ্‌লো না।

মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে: আজও ছিলো। সদ্য স্নান ক'রে এসেচে—তা'র অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে-দেওয়া—তা'র উপর দিয়ে অমলশুভ্র সাড়িটি মাথার উপর টেনে-দেওয়া—ভিজে চুল থেকে মাথা-ঘসা মস্‌লার মৃদু গন্ধ আস্‌চে।

দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে ব'ল্‌লে, "ঠাকুরপো, বৌকে কি ডেকে দেবো?"

মধুসূদন কোনো কথা না ব'লে তা'র ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে। তা'র ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতোমতো খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা ক'রে ব'ল্‌লে—"তোমার খাবার সময় কাছে ব'স্‌লে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা ক'র্‌তে—"

মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী বাক্য শেষ না ক'রেই চুপ ক'রে

গেলো। মধুসূদন আবার মাথা হেঁট ক'রে আহারে লাগ্‌লো।

কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"বড়ো বৌ এখন কোথায় ?"

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আমি দেখে আস্‌চি।"

মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে আঙুল নেড়ে নিষেধ ক'র্‌লে। প্রশ্নের যে-উত্তর পাবার আশা আছে সেটা এর মুখে শুনলে সহ্য হবে না—অথচ মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল। আহার-শেষে তেতলায় যখন তা'র শোবার ঘরে গেলো, মনের কোণে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিলো। একবার ছাদ এলো ঘুরে। পাশের নাবার ঘরে ঢুকে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তা'র পরে বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগ্‌লো। নির্দ্দিষ্ট পনেরো মিনিট যায়—বিশ মিনিট পার হ'য়ে যখন আধঘণ্টা পূরো হ'তে চ'ললো তখন বুকের পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে একবার সময়টা দেখ্‌লে। বৎসরের পর বৎসর গেচে, আপিসে যাবার পূর্ব্বে কখনো পাঁচ মিনিট দেরি হয়নি। আপিসে একটা রেজিষ্টারি বই আছে, কে ঠিক কোন সময়ে

এলো এবং গেলো সেই বইয়ে তা'র হিসাব থাকে—সেই হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠা নামা করে। আপিসের সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে মধুসূদনের জরিমানার অঙ্ক সব চেয়ে সংখ্যায় কম। অথচ এ-সম্বন্ধে নিজের প্রতি তা'র পক্ষপাত নেই। বস্তুত নিজের কাছ থেকে কর্ম্মচারীদের চেয়ে ডবল হারে জরিমানা আদায় করে। মনে-মনে আজ সে পণ ক'রেচে-যে অপরাহ্নে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হ'লে অতিরিক্ত সময় কাজ ক'রে ক্ষতিপূরণ ক'রে নেবে। বেলা যতোই প'ড়ে আসচে, কাজে মন দিতে আর পারে না। এমন কি আজ আধঘণ্টা সময় থাকতেই কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এলো। কেবলি ইচ্ছে ক'রছিলো অসময়ে একবার শোবার ঘরে এসে ঢুকতে। হয়তো কাউকে দেখ্‌তে পেতেও পারে। দিন থাক্‌তে সে কখনই শোবার ঘরে আসে না। আজ আপিসের সাজ শুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌লে।

ঠিক সেই সময়ে মোতির মা ছাদের রোদ্দুরে-মেলা আম্‌সিগুলো ঝুড়িতে তুল্‌ছিলো। মধুসূদনকে অবেলায় শোবার ঘরে ঢুক্‌তে দেখে একহাত ঘোম্‌টা টেনে তা'র আড়ালে অনেকখানি হাস্‌লে। মেজো-

বৌএর কাছে তা'র এই অনিয়ম ধরা পড়াতে মধুসূদন লজ্জিত ও বিরক্ত হ'লো। মনে প্ল্যান ছিলো অত্যন্ত নিঃশব্দ-পদে ঘরে ঢুক্‌বে—পাছে ভীরু হরিণী চকিত হ'য়ে পালায়। সে আর হ'লো না। কৌতুক-দৃষ্টির আঘাত এড়াবার জন্যে সে নিজেই দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে। দেখ্‌লে আপিস পালানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়েচে। ঘরে কেউ তো নেই-ই, দিনের বেলা কোনো সময়ে কেউ-যে ক্ষণকালের জন্যেও ছিলো তা'র চিহ্নও পাওয়া যায় না। এক মুহূর্ত্তে তা'র অধৈর্য্য যেন অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। যদিও সে ভাসুর, এবং কোনোদিন মেজো বৌয়ের সঙ্গে একটা কথাও কয় নি—তবু তাকে ডেকে কুমু সম্বন্ধে যা-হয় কিছু একটা বলবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। একবার বের হ'য়েও এলো কিন্তু মোতির মা তখন নীচে চ'লে গিয়েচে।

নববধূ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে অসময়ে একলা যাপন কর্‌বার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাইরের দিকে বেগে গেলো হন্‌হন্‌ ক'রে। মস্ত একটা জরুরি কাজ করবার ভান ক'রে ডেস্কের উপর ঝুঁকে প'ড়্‌লো। সাম্‌নে ছিলো একখানা খাতা।

সাধারণত সেটা সে প্রায় দেখে না, দেখে তা'র আপিসের হেডবাবু। আজ লোক-চক্ষুকে প্রতারণা কর্‌বার উদ্দেশ্যে সেটা খুলে ব'স্‌লো। এই খাতায় তা'র বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম রওনা কর্‌বার দিন-খন টোকা থাকে। খাতা খুলে প্রথমেই দেখ্‌তে পেলে আজকের তারিখের টেলিগ্রামের ফর্দ্দর মধ্যে বিপ্রদাসের নাম ও ঠিকানা। প্রেরক হচ্চেন স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরাণী।

"ডাকো দারোয়ানকে।"

দারোয়ান এলো।

"এ টেলিগ্রাম কে দিয়েছিলো পাঠাতে?"

"মেজো বাবু।"

"ডাকো মেজোবাবুকে।"

মেজোবাবু পাংশুবর্ণ মুখে এসে হাজির।

"আমার হুকুম না নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে কে ব'ল্‌লে?" যে ব'লেছিলো শাসনকর্ত্তার সাম্‌নে তা'র নাম মুখে আনা তো সহজ ব্যাপার নয়; কী ব'ল্‌বে কিছুই ভেবে না পেয়ে নবীন ব্যাকুল হ'য়ে এই শীতের দিনে ঘেমে উঠ্‌লো।

নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনিই জিজ্ঞাসা ক'রলে, "মেজো বৌ বুঝি?" মুখ হেঁট ক'রে নিরুত্তর

থাকাতেই তা'র উত্তর স্পষ্ট হ'লো। ঝাঁ ক'রে মাথার রক্ত গেলো চ'ড়ে, মুখ হ'লো লাল টকটকে—এতো রাগ হ'লো-যে কণ্ঠ দিয়ে কথা বের'লো না। সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইসারা ক'রে ঘরের একধার থেকে আর-এক ধার পর্য্যন্ত পায়চারী ক'রতে লাগ্‌লো।

৩০

নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুক্‌নো ক'রে মোতির মাকে ব'ল্‌লে, "মেজো বৌ, আর কেন ?"

"হ'য়েচে কী ?"

"এবার জিনিষপত্রগুলো বাক্সোয় তোলো।"

"তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি, তাহ'লে আবার কালই বের ক'র্‌তে হবে। কেন ? তোমার দাদার মেজাজ ভালো নেই বুঝি ?"

"আমি তো চিনি ওঁকে। এবার বোধ হ'চ্চে এখান-কার বাসায় হাত প'ড়্‌বে।"

"তা চলোই না। অত ভাবচো কেন ? সেখানে তো জলে প'ড়বে না।"

“আমাকে চ’ল্‌তে ব’ল্‌চো কিসের জন্যে ? এবারে হুকুম হবে মেজ বৌকে দেশে পাঠিয়ে দাও।”

“সে হুকুম তুমি মান্‌তে পার্‌বে না জানি।”

“কেমন ক’রে জান্‌লে ?”

“আমি কেবল একাই জানি মনে করো, তা নয়—বাড়িশুদ্ধ সবাই তোমাকে স্ত্রৈণ ব’লে জানে। পুরুষ-মানুষ-যে কী ক’রে স্ত্রৈণ হ’তে পারে এতোদিন তোমার দাদা সে-কথা বুঝতেই পার্‌তো না। এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেচে।”

“বলো কী ?”

“আমি তো দেখ্‌চি তোমাদের বংশে ও-রোগটা আছে। এতোদিন বড়ো ভাইয়ের ধাতটা ধরা পড়েনি। অনেক কাল জমা হ’য়ে ছিলো ব’লে তা’র ঝাঁজটা খুব বেশি হবে, দেখে নিয়ো এই আমি ব’লে দিলাম। যে-জোরের সঙ্গে জগৎ-সংসার ভুলে টাকার থ’লে আঁকড়ে ব’সেছিলো, ঠিক সেই জোরটাই প’ড়্‌বে বৌয়ের উপর।”

“তাই পড়ুক। বড়ো স্ত্রৈণটি আসর জমান্ কিন্তু মেজো স্ত্রৈণটি বাঁচবে কাকে নিয়ে।”

“সে-ভাবনার ভার আমার উপরে। এখন আমি

তোমাকে যা বলি তাই করো। ওঁর দেরাজ তোমাকে সন্ধান ক'র্‌তে হবে।”

নবীন হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, “দোহাই তোমার মেজো বৌ,—সাপের গর্ত্তে হাত দিতে যদি ব'ল্‌তে আমি দিতুম, কিন্তু দেরাজে না।”

“সাপের গর্ত্তে যদি হাত দিতে হ'তো তবে নিজে দিতুম কিন্তু দেরাজটা সন্ধান তোমাকেই ক'র্‌তে হবে। তুমি তো জানো এ-বাড়ির সব চিঠিই প্রথমে ওঁকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই। আমার মন ব'ল্‌চে ওঁর হাতে চিঠি এসেচে।”

“আমারও মন তাই ব'ল্‌চে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও ব'ল্‌চে ও-চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তাহ'লে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না। বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে।”

“কিছু তোমাকে ক'র্‌তে হবে না, চিঠিতে হাত দিও না, কেবল একবার দেখে এসো দিদির নামে আছে কী না।”

মেজো বৌয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন কি, নিজেকে তা'র স্ত্রীর অযোগ্য ব'লেই মনে করে। সেই জন্যেই তা'র জন্যে কোনো একটা দুরূহ কাজ

কর্‌বার উপলক্ষ্য জুটলে যতোই ভয় করুক সেই সঙ্গে খুসিও হয়।

সেই রাত্রেই নবীনের কাছে মেজো বৌ খবর পেলো-যে কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরাজে আছে।

যে-উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমু তা'র শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলো, তা'র বেগ থেমেচে। অপমানের বিরক্তি ক'মে এসে বিষাদের ম্লানতায় এখন তা'র মন ছায়াচ্ছন্ন। বুঝ্‌তে পার্‌চে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয়। অথচ সে-রকম একটা ব্যবস্থা না হ'লে কুমু বাঁচবে কী ক'রে? সংসারে আমৃত্যুকাল দিনরাত্রি জোর ক'রে এ-রকম অসংলগ্নভাবে থাকা তো সম্ভবপর নয়।

এই কথাই সে ভাব্‌ছিলো তা'র ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে। ঘরটা বারান্দার এক কোণে, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠ্‌রি অবরুদ্ধ। দেয়ালের গায়ে উপর পর্য্যন্ত কাঠের থাক বসানো। সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম। তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন। দেয়ালের যে-অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা

ছবিগুলো এঁটে দিয়ে কোনো এক ভৃত্য সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তিসাধন ক'রেছিলো। এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়ো-করা খড়ি, তা'র পাশে ঝুড়িতে শুক্‌নো তেঁতুল, এবং কতকগুলো ময়লা ঝাড়ন ; আর সারি সারি কেরোসিনের টিন, অধিকাংশই খালি, গুটি দুই তিন ভরা।

অনিপুণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমু তা'র কাজে লেগেছিলো। ভাঁড়ারের কর্ত্তব্য শেষ ক'রে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমুর কর্ম্মতপস্যায় দুঃসাধ্য সঙ্কটটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে। বুঝ্‌তে পার্‌লে দুই একটা ক্ষণভঙ্গুর জিনিষের অপঘাত আসন্ন। এ-বাড়িতে জিনিষপত্রের সামান্য ক্ষুণ্ণতাও দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না।

মোতির মা আর থাক্‌তে পার্‌লে না ; ব'ল্‌লে, "কাজ নেই হাতে, তাই এলুম। ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই, পুণ্যি হবে।" এই ব'লেই কাঁচের গ্লোব ও চিম্‌নির ঝুড়ি নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা মোছায় লেগে গেলো।

আপত্তি ক'র্‌তে কুমুর আর তেজ নেই, কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম-আবিষ্কার প্রায়

সম্পূর্ণ হ'য়েচে। মোতির মার সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেলো। কিন্তু মোতির মারও অশিক্ষিত-পটুত্বের সীমা আছে। কেরোসিন ল্যাম্পে হিসাব ক'রে ফিতে-যোজনা তা'র পক্ষে অসাধ্য। কাজটা হয় তা'রই তত্ত্বাবধানে, বরাদ্দ অনুসারে তেলপ্রভৃতির মাপ তা'রই স্বহস্তে, কিন্তু হাতে-কলমে সল্‌তে কাটা আজ পর্য্যন্ত তা'র দ্বারা হয়নি। তাই অগত্যা বুড়ো বঙ্কু ফরাসকে সহযোগিতার জন্যে ডাকবার প্রস্তাব তুল্‌লে।

হার মান্‌তে হ'লো। বঙ্কু ফরাস এলো, এবং দ্রুত-হস্তে অল্পকালের মধ্যেই কাজ সমাধা ক'রে দিলে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দীপগুলো ঘরে ঘরে ভাগ ক'রে দিয়ে আস্‌তে হয়। সেই কাজের জন্যে পূর্ব্ব নিয়ম মতো তাকে যথাসময়ে আস্‌তে হবে কিনা বঙ্কু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। লোকটা সরল প্রকৃতির বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিলো-বা। কুমুর কানের ডগা লাল হ'য়ে উঠলো।

সে কোনো জবাব করবার আগেই মোতির মা ব'ল্‌লে, "আস্‌বি না তো কি?" কুমুর বুঝতে একটুও বাকি রইলো না-যে, কাজ ক'র্‌তে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্চে।

৩১

দুপুর বেলা আহারের পর দরজা বন্ধ ক'রে কুমু ব'সে ব'সে পণ ক'র্‌তে লাগলো মনের মধ্যে কিছুতে সে আর ক্রোধের আগুন জ্ব'লে উঠ্‌তে দেবে না। কুমু ব'ল্‌লে, আজকের দিনটা লাগবে মনকে স্থির ক'রে নিতে; ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসার-ধর্ম্মের সত্য পথে প্রবৃত্ত হবো। মধ্যাহ্নে আহারের পর তা'র কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'ল্‌লো নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই কাজে সব-চেয়ে সহায় ছিলো তা'র দাদার স্মৃতি। সে-যে দেখেচে তা'র দাদার ধৈর্য্যের আশ্চর্য্য গভীরতা; তাঁর মুখে সেই বিষাদ, যেটি তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া,—তা'র সেই দাদা, তখনকার কালের শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম্ যাঁর ধর্ম্ম ছিলো, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যাঁর অভ্যাস ছিলো না, অথচ দেবতা আপনিই যাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত।

অপরাহ্নে বঙ্কু ফরাস যখন দরজায় আঘাত ক'র্‌লে, ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেলো। মোতির মাকে

ব'ল্‌লে আজ রাত্রে সে খাবে না। মনকে বিশুদ্ধ ক'রে নেবার জন্যেই তা'র এই উপবাস। মোতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিলো না। ললাটে চক্ষুতে ছিলো প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখনি যেন সে পূজা সেরে তীর্থস্নান ক'রে এলো। অন্তর্য্যামী দেবতা যেন তা'র সব অভিমান হরণ ক'রে নিলেন; হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেচে নির্ম্মাল্যের ফুল বহন ক'রে, তারি সুগন্ধ র'য়েচে তাকে ঘিরে। তাই কুমু যখন উপবাসী থাক্‌তে চাইলে তখন মোতির মা বুঝলে, এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয়। তাই সে আপত্তি মাত্র ক'র্‌লে না।

কুমু তা'র ঠাকুরের মূর্ত্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিলো। আজ সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেচে দুঃখ যদি তা'কে এমন ক'রে ধাক্কা না দিতো তাহ'লে সে আপন দেবতার এতো কাছে কখনোই আস্‌তে পার্‌তো না। অস্তসূর্য্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, ঠাকুর, আর কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন ক'রে রাখো।

শীতের দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম্লান হ'য়ে এলো। ধূলি

কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন। ঐ আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে প'ড়েচে, তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তায় দুঃসহভার কুমুর মনটাকে যেন নীচের দিকে নামিয়ে ধ'রে রেখে দিলে।

এমনি ক'রে এক দিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিস্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ আর একদিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার—দুইই এক সঙ্গে নিয়ে আবার তা'র সেই কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ ক'র্‌লো। বড়ো ইচ্ছা, এই নিরুপায় ভাবনার বোঝা-টাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে দেয়। কিন্তু নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভর পায় না। টেলিগ্রাফ তো করা হ'য়েচে, তা'র উত্তর আসে না কেন, এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইলো।

নারীহৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পার্‌চে না। যে-বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর তা'র সম্পূর্ণ দাবী সেও তা'র পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে

সে কোন্ দিক থেকে কেমন ক'রে আক্রমণ ক'র্‌বে ভেবে পায় না। কখনো কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয়নি, এখন সেই ভুলক্ষণও দেখা দিলো। নিজের মার পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্ম্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি একথা সকলেই জানে। তখন তা'র অবিচলিত দৃঢ়-চিত্ততায় অনেকে তা'কে ভক্তি ক'রেচে। মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হ'য়ে গেচে. বাঁধা-পথের বাইরে যে-শক্তি তা'কে এমন ক'রে টান্‌চে সে-যে তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্চে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এলো। যদিও বিশ্বাস করেনি, তবু আশা ক'রেছিলো আজ হয়-তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখ্‌তে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম ক'রেই মধুসূদন এলো। সুস্থ শরীরের চিরাভ্যাস মতো একেবারে ঘড়ি-ধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত্ত দেরি হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু ঘরে আসে তা'র পরে চ'লে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেলো না। সোফায় খানিকটা ব'সে রইলো, ছাদে খানিকটা

পায়চারি ক'র্‌তে লাগ্‌লো। মধুসূদনের ঘুমোবার সময় নটা—আজ এক সময়ে চম্‌কে উঠে শুন্‌লে তা'র দেউ-ড়ির ঘণ্টায় এগারোটা বাজচে। লজ্জা বোধ হ'লো। কিন্তু বিছানার সাম্‌নে দু'তিনবার এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতে শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির ক'র্‌লে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া ক'রে নেবে।

বাইরের ঘরের সাম্‌নের বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনো আলো জ্ব'ল্‌চে। সেও ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্চে এমন সময়ে দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌চে। দিনের বেলা হ'লে দেখ্‌তে পেতো এক মুহূর্ত্তে নবীনের মুখ কী রকম ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এতো রাত্রে তুমি-যে এখানে ?"

নবীনের মাথায় বুদ্ধি জোগালো, সে ব'ল্‌লে, "শুতে যাবার আগেই তো আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই, আর তারিখের কার্ড ঠিক ক'রে দিই।"

"আচ্ছা, ঘরে এসে শোনো।"

নবীন ত্রস্ত হ'য়ে কাটগড়ার আসামীর মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বড়োবৌয়ের কানে মন্ত্র ফোস্‌লাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করিনে। আমার ঘরের বৌ আমার ইচ্ছেমতো চ'ল্‌বে, আর-কারো পরামর্শ মতো চ'ল্‌বে না,—এইটে হ'লো নিয়ম।"

নবীন গম্ভীরভাবে ব'ল্‌লে, "সে তো ঠিক কথা।"

"তাই আমি ব'ল্‌চি, মেজো বউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নবীন খুব যেন নিশ্চিন্ত হ'লো এমনিভাবে ব'ল্‌লে, "ভালো হ'লো দাদা, আমি আরো ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।"

মধুসূদন বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তা'র মানে ?"

নবীন ব'ল্‌লে, "কদিন ধ'রে দেশে যাবার জন্যে মেজো বৌ অস্থির ক'রে তুলেচে, জিনিষপত্র সব গোছানোই আছে, একটা ভালো দিন দেখ্‌লেই বেরিয়ে প'ড়্‌বে।"

বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তা'র বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছে বিদায় ক'রে দেবে, তাই ব'লে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হ'তে চাইবে এটা

সম্পূর্ণ বেদস্তুর। বিরক্তি-স্বরে ব'ল্‌লে, "কেন, যাবার জন্যে তাঁর এতো তাড়া কিসের ?"

নবীন ব'ল্‌লে, "বাড়ির গিন্নি এ-বাড়িতে এসেচেন, এখন এ-বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। মেজো বৌ ব'ল্‌লে, আমি মাঝে থাক্‌লে কী জানি কখন কী কথা ওঠে।"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "এসব কথার বিচারভার কি তা'রই উপরে ?"

নবীন ভালোমানুষের মতো ব'ল্‌লে, "কী ক'র্‌বো বলো, মেয়েমানুষের জেদ। কী জানি, তা'র মনে হ'য়েচে, কোন্‌ কথা নিয়ে তুমিই হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে, সে অপমান তা'র সইবে না—তাই সে একেবারে পণ ক'রে ব'সেচে সে যাবেই। আস্‌চে ত্রয়োদশী তিথিতে দিন প'ড়েচে—এর মধ্যে কাজকর্ম্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে সে চ'লে যেতে চায়।"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "দেখো নবীন, মেজবৌকে আদর দিয়ে তুমিই বিগ্‌ড়ে দিয়েচো। তাকে একটু কড়া ক'রেই ব'লো সে কিছুতেই যেতে পার্‌বে না। তুমি পুরুষ মানুষ, ঘরে তোমার নিজের শাসন চ'ল্‌বে না, এ আমি দেখ্‌তে পারিনে।"

নবীন মাথা চুল্‌কিয়ে ব'ল্‌লে, "চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো দাদা, কিন্তু—"

"আচ্ছা, আমার নাম ক'রে ব'লো, এখন তা'র যাওয়া চ'ল্‌বে না। যখন সময় বুঝবো তখন যাবার দিন আমিই ঠিক ক'রে দেবো।"

নবীন ব'ল্‌লে, "তুমি ব'ল্‌লে কিনা মেজোবৌকে দেশে পাঠাতে হবে, তাই ভাব্‌চি—"

মধুসূদন উত্তেজিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "আমি কি ব'লেচি, এই মুহূর্ত্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে ?"

নবীন ধীরে ধীরে চ'লে গেলো। মধুসূদন একটা গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে ব'সে রইলো। বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক-একবার বাড়ির ঘরগুলোর সাম্‌নে দিয়ে টহলিয়ে আসে। মধুসূদনের অল্প একটু তন্দ্রার মতো এসেছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়ে উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লণ্ঠন তুলে ধ'রে তা'র মুখের দিকে চেয়ে আছে। হয়তো সে ভাব্‌ছিলো, মহারাজ মূর্চ্ছাই গেচে, না মারাই গেচে। মধুসূদন লজ্জিত হ'য়ে ধড়ফড় ক'রে চৌকি থেকে উঠে প'ড়্‌লো। বাইরের আপিস ঘরে ব'সে সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের

শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের কাছে যে অসম্মানকর এ কথাটা মুহূর্ত্তেই তাকে যেন মার্‌লে। উঠেই কিছু রাগের স্বরে চৌকিদারকে ব'ল্‌লে, "ঘর বন্ধ্‌ করো।" যেন ঘর বন্ধ না থাকাটাতে তা'রই অপরাধ ছিলো। দেউড়ির ঘণ্টাতে বাজলো দুটো।

মধুস্‌দন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তা'র দেরাজ খুল্‌লে। ইতস্তত ক'র্‌তে-ক'র্‌তে কুমুর নামের টেলিগ্রামটা পকেটে পূরে অন্তঃপুরের দিকে চ'লে গেলো। তেতালায় ওঠ্‌বার সিঁড়ির সাম্‌নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না। তাই তা'র দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি দুটোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি ব'লে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্বসংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারো কাছেই দায়ী নয়—তখন কুমুর কাছে মনে-মনে হার-মানা তা'র পক্ষে অসম্ভব হ'লো না।

৩২

সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরলো, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় ক'র্‌তে লাগলো। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সাম্‌নে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্ব'লছিলো। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখ্‌লে দরজা ভেজানো; দরজা খুলে গেলো। সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন—বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ ক'রে বাঁ-পাশে এসে ব'স্‌লো। এই মুখটি-যে মনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তা'র কারণ মুখের মধ্যে তা'র একটি অনির্ব্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনো দিন বিরোধ ঘটেনি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হ'য়েচে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তা'র প্রকৃতিকে আঘাত করেনি। যে-সংসারে সে ছিলো সে-সংসার তা'র স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এই জন্যেই তা'র মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তা'র

চলাফেরায় তা'র ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা। যে-মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই ক'র্‌তে হ'য়েচে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাক্‌তে হয়, তা'র কাছে কুমুর এই সর্ব্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তা'র সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টান্‌চে। বিয়ের পরে বধূ শ্বশুর-বাড়িতে প্রথম আসবামাত্রই যে-কাণ্ডটি ঘ'টলো তা'র সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায় তা'র নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের ক্রুদ্ধ অক্ষমতা, অন্যদিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্য্যাদার সহজ প্রকাশ। সাধারণ মেয়েদেয় মতো তা'র ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রগল্‌ভতা দেখা গেলো না। এ যদি না হ'তো তাহ'লে তাকে অপমান কর্‌বার যে-স্বামিত্ব তা'র আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশমাত্র দ্বিধা ক'র্‌তো না। কিন্তু কী-যে হ'লো তা সে নিজে বুঝতেই পারে না; কী একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে না।

মধুসূদন মনে স্থির ক'র্‌লে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি ক'রে জেগে ব'সে থাক্‌বে। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে থেকে আর কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌লে না,—আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তা'র হাতটি নিজের হাতের উপর তুলে নিলে। কুমু ঘুমের ঘোরে উস্‌খুস্ ক'রে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের উল্‌টো দিকে পাশ ফিরে শুলো।

মধুসূদন আর থাক্‌তে পার্‌লে না, কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ব'ল্‌লে, "বড়ো বউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেচে।"

অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে ব'স্‌লো, বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক হ'য়ে রইলো চেয়ে। মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধ'রে ব'ল্‌লে, "তোমার দাদার কাছ থেকে এসেচে।" ব'লে ঘরের কোণে থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এলো।

কুমু টেলিগ্রামটা প'ড়ে দেখলে, তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, "আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হ'য়োনা; ক্রমশঃই সেরে উঠ্‌চি; তোমাকে আমার আশীর্ব্বাদ।" কঠিন উদ্বেগের নিরতিশয় পীড়নের মধ্যে এই সান্ত্বনার কথা প'ড়ে এক মুহূর্ত্তে কুমুর চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো।

চোখ মুছে টেলিগ্রামখানি যত্ন ক'রে আঁচলের প্রান্তে বাঁধলে। সেইটেতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগালো। তা'র পরে কী-যে ব'লবে কিছুই ভেবে পায় না। কুমুই ব'লে উঠ্‌লো, "দাদার কি চিঠি আসেনি ?"

এর পরে কিছুতেই মধুসূদন ব'ল্‌তে পার্‌লে না-যে চিঠি এসেচে। ধাঁ ক'রে ব'লে ফেল্‌লে, "না, চিঠি তো নেই।"

এই ঘরটার মধ্যে রাত্রে দুজনে এমন ক'রে ব'সে থাক্‌তে কুমুর সঙ্কোচ বোধ হ'লো। সে যখন উঠ্‌বো-উঠ্‌বো ক'র্‌চে, মধুসূদন হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, "বড়ো বৌ, আমার উপর রাগ ক'রোনা।"

এ তো প্রভুর উপরোধ নয়, এ-যে প্রণয়ীর মিনতি, আর তা'র মধ্যে যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানি। কুমু বিস্মিত হ'য়ে গেলো, তা'র মনে হ'লো এ দৈবেরি লীলা। কেন না, সে যে দিনের বেলা বারবার নিজেকে ব'লেচে, "তুই রাগ ক'রিসনে।" সেই কথাটাই আজ অর্দ্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।

মধুসূদন আবার তাকে ব'ল্‌লে, "তুমি কি এখনো আমার উপরে রাগ ক'রে আছ ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "না, আমার রাগ নেই, একটুও না।"

মধুসূদন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। ও যেন মনে-মনে কথা কইচে; অনুদ্দিষ্ট কারো সঙ্গে যেন ওর কথা।

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "তা হ'লে এ-ঘর থেকে এসো তোমার আপন ঘরে।"

কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিলো না। ঘুমের থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন। কাল সকালে স্নান ক'রে দেবতার কাছে তা'র প্রতিদিনের প্রার্থনা-মন্ত্র প'ড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তা'র সাধনা আরম্ভ হবে এই সঙ্কল্প সে ক'রেছিলো। তখন ওর মনে হ'লো, ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না, আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন! তাঁকে কেমন ক'রে ব'ল্‌বো যে, "না।" মনের ভিতরে যে-একটা প্রকাণ্ড অনিচ্ছা হ'চ্ছিলো তাকে অপরাধ ব'লে কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে, ব'ল্‌লে, "চলো।"

উপরে উঠে তা'র শোবার ঘরের সামনে একটু থ'ম্‌কে দাঁড়িয়ে সে ব'ল্‌লে, "আমি এখনি আস্‌চি, দেরি ক'রবো না।"

ব'লে ছাদের কোণে গিয়ে ব'সে প'ড়্‌লো। কৃষ্ণ-পক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে।

নিজের মনে-মনে কুমু বার বার ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "প্রভু তুমি ডেকেচো আমাকে, তুমি ডেকেচো। আমাকে ভোলোনি ব'লেই ডেকেচো। আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে,—সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।"

আর-সমস্তকেই কুমু লুপ্ত ক'রে দিতে চায়! আর সমস্তই মায়া, আর-সমস্তই যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরি কাঁটা, আর সে তাঁরই পথের কাঁটা। সঙ্গে পাথেয় আছে, তা'র দাদার আশীর্ব্বাদ। সেই আশীর্ব্বাদ সে-যে আঁচলে বেঁধে নিয়েচে। সেই আঁচলে-বাঁধা আশীর্ব্বাদ বার বার মাথায় ঠেকালে। তা'র পরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে প্রণাম ক'র্‌লে। এমন সময় হঠাৎ চ'ম্‌কে উঠ্‌লো, পিছন থেকে মধুসূদন ব'লে উঠ্‌লো,—"বড়ো বৌ, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, ঘরে এসো।" অন্তরের মধ্যে কুমু যে-বাণী শুন্‌তে চায় তা'র সঙ্গে এ-কণ্ঠের সুর তো মেলে না। এই তো তা'র পরীক্ষা, ঠাকুর আজ তাকে বাঁশী দিয়েও ডাক্‌বেন না। তিনি রইবেন আজ ছদ্মবেশে।

৩৩

যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতোই তা'র মন ধিক্কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠ্‌চে, যতোই তা'র সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত ক'র্‌চে ততোই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি ক'র্‌চে। এমন একটা আবরণ যাতে ক'রে নিজের কাছে তা'র ভালোলাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হ'চ্চে ক্লোরো-ফরমের বিধান। কিন্তু এ তো দু'তিন ঘণ্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিন-রাত্তির বেদনা-বোধকে বিতৃষ্ণা-বোধকে তাড়িয়ে রাখ্‌তে হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তা'র আত্ম-বিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে-তো সম্ভব হ'লো না। তাই মনে-মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লে। তা'র এই দিন-রাত্রির মন্ত্রটি ছিলো :—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত ক'রে এই প্রসাদটি চাই-যে, পিতা যেমন ক'রে পুত্রকে, সখা যেমন ক'রে সখাকে, প্রিয় যেমন ক'রে প্রিয়াকে সহ্য ক'র্তে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি ক'রে সইতে পারো। তুমি-যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য ক'র্তে পারো তা'র প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয়-যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা ক'র্তে পারি। কুমু চোখ বুজে মনে-মনে তাঁকে ডেকে বলে, "তুমি তো ব'লেচো, যে-মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করিনে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।"

আজ সকালে স্নান ক'রে চন্দন-গোলা জল দিয়ে তা'র শরীরকে অনেকক্ষণ ধ'রে অভিষিক্ত ক'রে নিলে। দেহকে নির্ম্মল ক'রে সুগন্ধি ক'রে সে তাঁকে উৎসর্গ ক'রে দিলে—মনে-মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান ক'র্তে লাগ্‌লো-যে, নিমেষে নিমেষে তা'র হাতে তাঁর হাত

আছে, তা'র সমস্ত শরীরে তাঁর সর্ব্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। এ-দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েচেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে যে-শরীরটা সে তো মিথ্যা, সে তো মায়া, সে তো মাটি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। যতোক্ষণ তাঁর স্পর্শকে অনুভব করি ততোক্ষণ এ-দেহ কিছুতেই অপবিত্র হ'তে পারে না। এই কথা মনে ক'র্‌তে ক'র্‌তে আনন্দে তা'র চোখের পাতা ভিজে এলো—তা'র দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে। পুণ্যসম্মিলনের নিত্য-ক্ষেত্র ব'লে আপন দেহের উপর তা'র যেন ভক্তি এলো। যদি কুন্দফুলের মালা হাতের কাছে পেতো তাহ'লে এখনি আজ সে প'র্‌তো গলায়, বাঁধ্‌তো কবরীতে। স্নান ক'রে প'র্‌লো সে একটি শুভ্র সাড়ি, খুব মোটা লাল পাড়-দেওয়া। ছাদে যখন ব'স্‌লো তখন মনে হ'লো সূর্য্যের আলো হ'য়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তা'র দেহকে অভিনন্দিত ক'র্‌লে।

মোতির মার কাছে এসে কুমু ব'ল্‌লে, "আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।"

মোতির মা হেসে ব'ল্‌লে, "এসো তবে তরকারী কুট্‌বে।"

মস্ত মস্ত বারকোষ, বড়ো বড়ো পিতলের খোরা, ঝুড়ি ঝুড়ি শাক্ সব্‌জি, দশ পনেরোটা বঁটি পাতা,— আত্মীয়া আশ্রিতারা গল্প ক'র্‌তে ক'র্‌তে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্চে, ক্ষত বিক্ষত খণ্ড বিখণ্ডিত তরকারীগুলো স্তূপাকার হ'য়ে উঠ্‌চে। তারি মধ্যে কুমু এক জায়গায় ব'সে গেলো। সাম্‌নে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের ব'স্‌তির একটা বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তা'র চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্য্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ ক'রে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্চে।

মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ও কি কাজ ক'র্‌চে, না, ওর আঙুলের গতি আশ্রয় ক'রে ওর মন চ'লে যাচ্চে কোন্ এক তীর্থের পথে? ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো, আকাশে-তোলা পাল্‌টাতে হাওয়া এসে লাগ্‌চে, নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তা'র খোলের দু'ধারে-যে জল কেটে কেটে প'ড়্‌চে, সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই। ঘরে অন্য যারা কাজ ক'র্‌চে তা'রা-যে কুমুর সঙ্গে গল্প গুজব ক'র্‌বে এমন যেন একটা সহজ রাস্তা পাচ্চে না। শ্যামাসুন্দরী একবার ব'ল্‌লে "বৌ, সকালেই যদি স্নান করো,

গরম জল ব'লে দাও না কেন। ঠাণ্ডা লাগ্‌বে না তো ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "আমার অভ্যেস আছে ।"

আলাপ আর এগ'লো না। কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চ'ল্‌চে ঃ—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্‌।

তরকারী-কোটা ভাঁড়ার-দেওয়ার কাজ শেষ হ'য়ে গেলো, মেয়েরা স্নানের জন্যে অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুল্‌লে ।

মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু ব'ল্‌লে, "দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাফের জবাব পেয়েচি ।"

মোতির মা কিছু আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লে "কখন পেলে ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "কাল রাত্তিরে ।"

"রাত্তিরে !"

"হাঁ, অনেক রাত। তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন ।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "তা হ'লে চিঠিখানাও নিশ্চয় পেয়েচো ।"

"কোন্ চিঠি ?"

"তোমার দাদার চিঠি।"

ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "না, আমি তো পাইনি! দাদার চিঠি এসেচে নাকি ?"

মোতির মা চুপ ক'রে রইলো।

কুমু তা'র হাত চেপে ধ'রে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কোথায় দাদার চিঠি, আমাকে এনে দাও না।"

মোতির মা চুপি চুপি ব'ল্‌লে "সে-চিঠি আন্‌তে পা'র্‌বো না, সে বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরের দেরাজে আছে।"

"আমার চিঠি আমাকে কেন এনে দিতে পার্‌বে না ?"

"তাঁর দেরাজ খুলেচি জান্‌তে পার্‌লে প্রলয় কাণ্ড হবে।"

কুমু অস্থির হ'য়ে ব'ল্‌লে, "দাদার চিঠি তা'হলে আমি প'ড়্‌তে পাবো না ?"

"বড়োঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে-চিঠি প'ড়ে আবার দেরাজে রেখে দিয়ো।"

রাগ তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনটা গরম

হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "নিজের চিঠিও কি চুরি ক'রে প'ড়্‌তে হবে?"

"কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয়, সে-বিচার এ-বাড়ির কর্ত্তা ক'রে দেন।"

কুমু তা'র পণ ভুল্‌তে যাচ্ছিলো, এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জ্জনী তুলে ব'লে উঠ্‌লো, রাগ ক'রো না।" ক্ষণকালের জন্যে কুমু চোখ বুজ্‌লে। নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠ্‌লো, "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।"

কুমু ব'ল্‌লে "আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই ব'লে চুরি ক'রে চুরির শোধ দিতে চাইনে।"

ব'লেই কুমুর তখনি মনে হ'লো কথাটা কঠিন হ'য়েচে বুঝ্‌তে পার্‌লে, ভিতরে যে-রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে। তাকে উন্মূলিত ক'র্‌তে হবে। তা'র সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে চাইলে সব সময় তো তা'র নাগাল পাওয়া যায় না। গুহার মধ্যে সে দুর্গ তৈরি ক'রে থাকে, বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই? তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে-আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত

ক'রে বন্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিলো, সে হ'চ্চে সঙ্গীত। কিন্তু এ-বাড়িতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে। সঙ্গে এসরাজ আনেও নি। কুমু গান গাইতে পারে, কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই। গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা ক'র্‌লো, অভিমানের গান। যে-গানে ও ব'ল্‌তে পারে, "আমি তো তোমারি ডাকে এসেচি, তবে তুমি কেন লুকোলে? আমি তো নিমেষের জন্যে দ্বিধা করিনি। তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেল্‌লে?" এই সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওর ব'ল্‌তে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তা'হলেই যেন সুরে এর উত্তর পাবে।

৩৫

কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে, এ-বাড়ির ছাদ। সেইখানে চ'লে গেলো। বেলা হ'য়েচে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভ'রে গেচে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক-জায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে ব'স্‌লো। একটি গান মনে পড়্‌লো, ত'ার সুরটি আসাবরী। সে গানের আরম্ভটি হ'চ্চে "বাঁশরী হমারি রে"—কিন্তু

বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী—তা'র মানে বুঝ্‌তে পারা যায় না। কুমু ঐ অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামতো নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পাল্‌টে পাল্‌টে গাইতে লাগ্‌লো। ঐ একটুখানি কথা অর্থে ভ'রে উঠ্‌লো। ঐ বাক্যটি যেন ব'ল্‌চে, "ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভ'রে উঠ্‌চে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁছ'চ্চে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙ্‌লো না?" "বাঁশরী হমারি রে, বাঁশরী হমারি রে!"

মোতির মা যখন এসে ব'ল্‌লে, "চলো ভাই খেতে যাবে" তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া গেচে লুপ্ত হ'য়ে, কিন্তু তখন ওর মন সুরে ভরপূর, সংসারে কে ওর 'পরে কী অন্যায় ক'রেচে সে-সমস্ত তুচ্ছ হ'য়ে গেচে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে-ক্ষুদ্রতা, যে-ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হ'য়ে উঠেছিলো সে যেন এই রোদ-ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হ'য়ে গেলো, তা'র ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেলো অসীম আকাশে। কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে-স্নেহ-বাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তা'র মনের আগ্রহ তো যায় না।

ঐ ব্যগ্রতাটা তা'র মনে লেগে রইলো। খাওয়া হ'য়ে গেলে আর সে থাক্‌তে পার্‌লে না। মোতির মাকে ব'ল্‌লে, "আমি যাই বাইরের ঘরে, চিঠি প'ড়ে আসি।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "আর একটু দেরি হোক্, চাকররা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে, তখন যেয়ো।"

কুমু ব'ল্‌লে, "না, না, সে বড়ো চুরি ক'রে যাওয়ার মতো হবে। আমি সকলের সাম্‌নে দিয়ে যেতে চাই, তাতে যে যা মনে করে করুক্।"

মোতির মা বল্‌লে, "তাহ'লে চলো আমিও সঙ্গে যাই।"

কুমু ব'লে উঠ্‌লো, "না সে কিছুতেই হবে না। তুমি কেবল ব'লে দাও কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে।"

মোতির মা অন্তঃপুরের ঝরকা-দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে। কুমু বেরিয়ে এলো। ভৃত্যেরা সচকিত হ'য়ে উঠে তাকে প্রণাম ক'র্‌লে। কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখ্‌লে তা'র চিঠি। তুলে নিয়ে দেখ্‌লে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। যে-

বাড়িতে কুমু মানুষ হ'য়েচে সেখানে এরকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্য্যন্ত করা যেতো না। নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন ক'রে তুল্‌লো। সে ব'লে উঠ্‌লো—"প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম"—তবু তুফান থামে না—তাই বারবার ব'ল্‌লে। বাইরে যে-আরদালি ছিলো, আপিস ঘরে তাদের বৌ-রাণীর এই আপন মনে মন্ত্র-আবৃত্তি শুনে সে অবাক হ'য়ে গেলো। অনেকক্ষণ ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কুমুর মন শান্ত হ'য়ে এলো। তখন চিঠিখানি সাম্‌নে রেখে চৌকিতে ব'সে হাত জোড় ক'রে স্থির হ'য়ে রইলো। চিঠি সে চুরি ক'রে প'ড়্‌বে না এই তা'র পণ।

এমন সময়ে মধুসূদন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে দাঁড়ালো—কুমু তা'র দিকে চাইলেও না। কাছে এসে দেখ্‌লে, ডেস্কের উপর সেই চিঠি। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তুমি এখানে-যে!"

কুমু নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে। তা'র মধ্যে নালিশ ছিলো না। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এ-ঘরে তুমি কেন?"

এই বাহুল্য প্রশ্নে কুমু অধৈর্য্যের স্বরেই ব'ল্‌লে,

"আমার নামে দাদার চিঠি এসেচে কিনা তাই দেখ্‌তে এসেছিলেম।"

সে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না কেন, এমনতর প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্তিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ ক'রে দিয়েচে। তাই ব'ল্‌লে, "এ-চিঠি আমিই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সে-জন্যে তোমার এখানে আস্‌বার তো দরকার ছিলো না।"

কুমু একটুখানি চুপ ক'রে রইলো, মনকে শান্ত ক'রে তারপরে ব'ল্‌লে, "এ-চিঠি তুমি আমাকে প'ড়্‌তে দিতে ইচ্ছে করোনি, সেই জন্যে এ-চিঠি আমি প'ড়্‌বো না। এই আমি ছিঁড়ে ফেল্‌লুম। কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিয়ো না। এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছু হ'তে পারে না।"

এই ব'লে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

ইতিপূর্ব্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। আন্দোলন কিছুতে থামাতে পার্‌ছিলো না। কুমুর খাওয়া হ'লেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেচে। আজ সে মাথার চুল আঁচড়ানো সম্বন্ধে একটু বিশেষ

যত্ন নিলে। আজ সকালেই একটি ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধি কেশতৈল ও দামী এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিলো। জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার ক'রেচে। সুগন্ধি ও সুসজ্জিত হ'য়ে সে প্রস্তুত ছিলো। আপিসের সময় আজ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেলো।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে ব'স্‌লো। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমনভাবে সেটাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো যেন তা'র আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমন কি পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের ক'রে দুটো একটা দাগও টেনে দিলে।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লে শ্যামাসুন্দরী। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মধুসূদন তা'র মুখের দিকে চাইলে। শ্যামাসুন্দরী ব'ল্‌লে, "তুমি এখানে ব'সে আছো; বৌ-যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চে।"

"খুঁজে বেড়াচ্চে! কোথায়?"

"এই-যে দেখ্‌লুম, বাইরে তোমার আপিস ঘরে

গিয়ে ঢুক্‌লো। তা এতে অতো আশ্চর্য্য হ'চ্চো কেন ঠাকুরপো—সে ভেবেচে তুমি বুঝি”—

তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চ'লে গেলো। তা'র পরেই সেই চিঠির ব্যাপার।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তা'র যে-দশা মধুসূদনের তাই হ'লো। তখন আর দেরি কর্‌বার লেশমাত্র অবকাশ ছিলো না। আপিসে চ'লে গেলো। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তা'র অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলি যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠ্‌চে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তা'র পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধ'রেচে, কার্য্য শেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এলো।

৩৫

এদিকে নবীন ও মোতির মা বুঝেচে এবারে ভিৎ গেলো ভেঙে, পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইলো না। মোতির মা ব'ল্‌লে, “এখানে যে-রকম খেটে খাচ্চি সে রকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে

আমার মিল্‌বে। আমার দুঃখ এই-যে, আমি গেলে এ বাড়িতে দিদিকে দেখ্‌বার লোক আর কেউ থাক্‌বে না।”

নবীন ব'ল্‌লে, “দেখো মেজবৌ, এ-সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েচি, এ-বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হ'য়েচে। কিন্তু এইবার অসহ্য হ'চ্চে-যে, এমন বৌ ঘরে পেয়েও কী ক'রে তাকে নিতে হয়, রাখ্‌তে হয় তা দাদা বুঝ্‌লে না—সমস্ত নষ্ট ক'রে দিলে। ভালো জিনিষের ভাঙা টুক্‌রো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।”

মোতির মা ব'ল্‌লে, “সে-কথা তোমার দাদার বুঝ্‌তে দেরি হবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগ্‌বে না।”

নবীন ব'ল্‌লে, “লক্ষ্মণ দেওর হবার ভাগ্য আমার ঘট্‌লো না, এইটেই আমার মনে বাজ্‌চে। যা হোক্, তুমি জিনিষ পত্তর এখনি গুছিয়ে ফেলো, এ-বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না।”

মোতির মা চ'লে গেলো। নবীন আর থাক্‌তে পার্‌লে না, আস্তে আস্তে তা'র বৌদিদির ঘরের বাইরে এসে দেখ্‌লে কুমু তা'র শোবার ঘরের মেঝের বিছানায়

উপর প'ড়ে আছে। যে-চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেচে তা'র বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্চে না।

নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে ব'স্‌লো। নবীন ব'ল্‌লে, "বৌদিদি, প্রণাম ক'র্‌তে এসেচি, একটু পায়ের ধূলো দাও।"

বৌদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্ত্তা।

কুমু ব'ল্‌লে, "এসো, ব'সো।"

নবীন মাটিতে ব'সে ব'ল্‌লে, "তোমাকে সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌বো এই খুসিতে বুক ভ'রে উঠেছিলো। কিন্তু নবীনের কপালে এতোটা সৌভাগ্য সইবে কেন? ক'টা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েচি, কিছুই ক'র্‌তে পারিনি এই আপশোষ মনে র'য়ে গেলো।"

কুমু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কোথায় যাচ্চো তোমরা?"

নবীন ব'ল্‌লে, "দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এর পরে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবার সুবিধা হবে না, তাই প্রণাম ক'রে বিদায় নিতে এসেচি।" ব'লে যেই সে প্রণাম ক'র্‌লে মোতির মা ছুটে এসে ব'ল্‌লে, "শীঘ্র চ'লে এসো। কর্ত্তা তোমার খোঁজ ক'রচেন।"

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেলো। মোতির মাও গেলো তা'র সঙ্গে।

সেই বাইরের ঘরে দাদা তা'র ডেস্কের কাছে ব'সে; নবীন এসে দাঁড়ালো। অন্যদিনে এমন অবস্থায় তা'র মুখে যে-রকম আশঙ্কার ভাব থাক্‌তো আজ তা কিছুই নেই।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ডেস্কের চিঠির কথা বড়ো বৌকে কে ব'ল্‌লে?"

নবীন ব'ল্‌লে, "আমিই ব'লেচি।"

"হঠাৎ তোমার এতো সাহস বেড়ে উঠ্‌লো কোথা থেকে?"

"বড়োবৌরাণী আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন তাঁর দাদার চিঠি এসেচে কি না। এ-বাড়ির চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ঐ ডেস্কেই জমা হয়, তাই আমি দেখ্‌তে এসেছিলুম।"

"আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সবুর সয়নি?"

"তিনি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন তাই—"

"তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?"

"তিনি তো এ-বাড়ির কর্ত্রী, কেমন ক'রে জান্‌বো তাঁর হুকুম এখানে চ'ল্‌বে না? তিনি যা ব'ল্‌বেন

আমি তা মান্‌বো না এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে ব'ল্‌চি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন্ তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে-যে মান্‌বো সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।"

"নবীন, তোমাকে তো এতোটুকু বেলা থেকে দেখ্‌চি, এ-সব বুদ্ধি তোমার নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক্, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেণে তোমাদের দেশে যেতে হবে।"

"যে-আজ্ঞে" ব'লেই নবীন দ্বিরুক্তি না ক'রেই দ্রুত চ'লে গেলো।

এতো সংক্ষেপে "যে-আজ্ঞে" মধুসূদনের একটুও ভালো লাগ্‌লো না। নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিলো ; যদিও তাতে মধুসূদনের সঙ্কল্পের ব্যত্যয় হ'তো না। নবীনকে আবার ফিরে ডেকে ব'ল্‌লে, "মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচ-পত্র জোগাতে পার্‌বো না।"

নবীন ব'ল্‌লে, "তা জানি, দেশে আমার অংশে যে-জমি আছে তাই আমি চাষ ক'রে খাবো।"

ব'লেই অন্য কোনো কথার অপেক্ষা না ক'রেই সে চ'লে গেলো।

মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশোল ক'রে তৈরি, তা'র একটা প্রমাণ এই-যে মধুসূদন নবীনকে গভীরভাবে স্নেহ করে। তা'র অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয় সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে আছে, মধুসূদন তাদের বড়ো একটা খোঁজ রাখে না। পিতার মৃত্যুর পরে নবীনকে মধুসূদন ক'ল্‌কাতায় আনিয়ে পড়াশুনো ক'রিয়েচে এবং তাকে বরাবর রেখেচে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা। তা'র কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হ'চ্চে তা'র কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ-বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাস্‌তে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারি 'পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত।

নবীনকে মধুসূদন-যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তা'র একটা প্রমাণ, মোতির মাকে মধুসূদন দেখ্‌তে পারে না। যার প্রতি ওর মমতা তা'র প্রতি ওর একাধিপত্য চাই। সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা

করে মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার, বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলি বাধা ঘটায়। নবীনকে মধুসূদন যদি বিশেষ ভালো না বাস্‌তো তাহ'লে অনেক দিন আগেই মোতির মার নির্ব্বাসন দণ্ড পাকা হ'তো।

মধুসূদন ভেবেছিলো এইটুকু কাজ সেরেই আবার একবার আপিসে চ'লে যাবে। কিন্তু কোনো মতেই মনের মধ্যে জোর পেলে না। কুমু সেই-যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চ'লে গেলো সেই ছবিটি তা'র মনে গভীর ক'রে আঁকা হ'য়ে গেচে। সে এক আশ্চর্য্য ছবি, এমনতরো কিছু সে কখনো মনে ক'র্‌তে পার্‌তো না। একবার তা'র চিরকালের সন্দেহ-করা স্বভাববশত মধু-সূদন ভেবেছিলো নিশ্চয়ই কুমু চিঠিখানা আগেই প'ড়ে নিয়েচে, কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্ম্মল সত্যের দীপ্তি আছে-যে, বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধু-সূদনের পক্ষেও অসম্ভব।

কুমুকে কঠিনভাবে শাসন কর্‌বার শক্তি মধুসূদন দেখ্‌তে-দেখ্‌তে হারিয়ে ফেলেচে, এখন তা'র নিজের তরফে যে-সব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ

ক'রেচে। তা'র বয়স বেশি, এ-কথা আজ সে ভুল্‌তে পার্‌চে না। এমন কি তা'র-যে চুলে পাক ধ'রেচে সেটা সে কোনো মতে গোপন ক'র্‌তে পার্‌লে বাঁচে। তা'র রংটা কালো বিধাতার সেই অবিচার এতোকাল পরে তাকে তীব্র ক'রে বাজ্‌চে। কুমুর মনটা কেবলি তা'র মুষ্টি থেকে ফ'স্‌কে যাচ্চে, তা'র কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব, এতে তা'র সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র, সে তুর্ব্বল। চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে চেয়েছিলো কিন্তু সে-যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাক্‌তেই যার কাছে তা'র হার মানিয়ে রেখে দিয়েচেন, এ সে মনেও করেনি। অথচ এ-কথা বল্‌বারও জোর মনে নেই-যে, তা'র ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হ'লেই ভালো হ'তো যার উপরে তা'র শাসন খাট্‌তো।

মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে। সে তা'র ধনে। তাই আজ সকালেই ঘরে জহরী এসেছিলো। তা'র কাছ থেকে তিনটে আঙটি নিয়ে রেখেচে, দেখ্‌তে চায় কোনটাতে কুমুর পছন্দ। সেই আঙটির কৌটা তিনটি পকেটে নিয়ে সে তা'র শোবার ঘরে গেলো। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের

আংটি। মধুসূদন মনে-মনে একটি দৃশ্য কল্পনাযোগে দেখ্‌তে পাচ্চে। প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটা অতি ধীরে ধীরে খুল্‌লে, কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। তা'র পরে বের'লো পান্না, তাতে চক্ষু আরো প্রসারিত। তা'র পর হীরে, তা'র বহুমূল্য উজ্জ্বলতায় রমণীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ব'ল্‌লে, তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ ক'রে নাও। হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ ক'র্‌লে তখন তা'র লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈষৎ হাস্য ক'রে মধুসূদন তিনটে আংটিই কুমুর তিন আঙুলে পরিয়ে দিলে। তারপরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠ্‌লো।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিলো এই-ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পর হবে। কিন্তু দুপুরবেলাকার দুর্য্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর ক'র্‌তে পার্‌লে না। রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্ণে সেরে নেবার জন্যে অন্তঃপুরে গেলো।

গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেঝেতে ব'সে গোছাচ্চে। পাশে জিনিস পত্র কাপড় চোপড় ছড়ানো।

"একি কাণ্ড? কোথাও যাচ্চ না কি?"

"হাঁ।"

"কোথায় ?"

"রজবপুরে।"

"তা'র মানে কী হ'লো ?"

"তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েচো। সে-শাস্তি আমারই পাওনা।"

যেয়ো না ব'লে অনুরোধ ক'র্‌তে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাববিরুদ্ধ। তা'র মনটা প্রথমেই ব'লে উঠ্‌লো—যাক্‌না দেখি কতোদিন থাক্‌তে পারে। এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে হন্ হন্ ক'রে ফিরে চ'লে গেলো।

৩৬

মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে ব'ললে, "বড়োবৌকে তোরা ক্ষেপিয়েচিস্।"

"দাদা কালই তো আমরা যাচ্চি, তোমার কাছে ভয়ে-ভয়ে আর ঢোঁক গিলে কথা কবো না। আমি আজ এই স্পষ্ট ব'লে যাচ্চি, বড়োবৌরাণীকে ক্ষেপাবার জন্যে সংসারে আর কারো দরকার হবে না,—তুমি একাই পারবে। আমরা থাকলে তবু যদিবা কিছু ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারতুম, কিন্তু সে তোমার সইলো না।"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে উঠে ব'ল্‌লে, "জ্যাঠামি ক'রিস্ নে! রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েচিস্।"

"এ-কথা ভাব্‌তেই পারিনে তো শেখাবো কী!"

"দেখ্, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস্ তোদের ভালো হবে না স্পষ্টই ব'লে দিচ্চি।"

"দাদা, এ-সব কথা ব'ল্‌চো কাকে? যেখানে ব'ল্‌লে কাজে লাগে বলো গে।"

"তোরা কিছু বলিস্‌নি?"

"এই তোমার গা ছুঁয়ে ব'ল্‌চি কল্পনাও করিনি।"

"বড়োবৌ যদি জেদ ধ'রে বসে তাহ'লে কী ক'রবি তোরা?"

"তোমাকে ডেকে আনবো। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পারো! তা'রপরে তোমার শত্রুপক্ষেরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তাহ'লে মেজোবৌকে সন্দেহ ক'রে ব'সো না।"

মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে ব'ল্‌লে, "চুপ কর্। বড়োবৌ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক্, আমি ঠেকাবো না।"

"আমরা তাঁকে খাওয়াবো কী ক'রে ?"

"তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি ক'রে। যা, যা ব'ল্‌চি ! বেরো ব'ল্‌চি ঘর থেকে !"

নবীন বেরিয়ে গেলো। মধুসূদন ও-ডি-কলোন্‌ ভিজ'নো পটি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সঙ্কল্প মনে দৃঢ় ক'র্‌তে লাগলো !

নবীনের কাছে মোতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেলো কুমুর শোবার ঘরে। দেখলে তখনও সে কাপড়-চোপড় পাট ক'র্‌চে তোলবার জন্যে। ব'ল্‌লে, "এ কী ক'র্‌চো, বৌরাণী ?"

"তোমাদের সঙ্গে যাবো।"

"তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কী আমার !"

"কেন ?"

"বড়োঠাকুর তাহ'লে আমাদের মুখ দেখবেন না।"

"তাহ'লে আমারো দেখবেন না।"

"তা সে যেন হ'লো, আমরা-যে বড়ো গরীব।"

"আমিও কম গরীব না, আমারো চ'লে যাবে।"

"লোকে-যে বড়োঠাকুরকে নিয়ে হাসবে।"

"তা ব'লে আমার জন্যে তোমরা শাস্তি পাবে এ আমি সইবো না।"

"কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে তো শাস্তি নয়, এ আমাদের নিজের পাপের জন্যেই।"

"কিসের পাপ তোমাদের ?"

"আমরাই তো খবর দিয়েচি তোমাকে।"

"আমি যদি খবর জানতে চাই তাহ'লে খবর দেওয়াটা অপরাধ ?"

"কর্ত্তাকে না-জানিয়ে দেওযাটা অপরাধ।"

"তাই ভালো, অপরাধ তোমরাও ক'রেচো আমিও ক'রেচি। এক সঙ্গেই ফল ভোগ ক'র্‌বো।"

"আচ্ছা বেশ, তাহ'লে ব'লে দেবো তোমার জন্যে পালকী। বড়োঠাকুরের হুকুম হ'য়েচে তোমাকে বাধা দেওয়া হবে না। এখন তবে তোমার জিনিষগুলি গুছিয়ে দিই। ওগুলো নিয়ে-যে ঘেমে উঠ্‌লে।"

দুজনে গোছাতে লেগে গেলো।

এমন সময় কানে এলো বাইরে জুতোর মচ্ মচ্ ধ্বনি। মোতির মা দিলো দৌড়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই ব'ল্‌লে, "বড়োবৌ, তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন যেতে পা'রবো না ?"

"আমি হুকুম ক'র্‌চি ব'লে।"

"আচ্ছা, তাহ'লে যাবো না। তা'র পরে আর কী হুকুম বলো।"

"বন্ধ করো তোমার জিনিষ প্যাক করা।"

"এই বন্ধ ক'র্‌লুম।" ব'লে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মধুসূদন ব'ল্‌লে, শোনো, শোনো।"

তখনি কুমু ফিরে এসে ব'ল্‌লে, "কী বলো।"

বিশেষ কিছুই বলবার ছিলো না। তবু একটু ভেবে ব'ল্‌লে, "তোমার জন্যে আঙটি এনেচি।"

"আমার যে-আঙটির দরকার ছিলো সে তুমি প'র্‌তে বারণ ক'রেচো, আর আমার আঙটির দরকার নেই।"

"একবার দেখোই না চেয়ে।"

মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে। কুমু একটি কথাও ব'ল্‌লে না।

"এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই তুমি প'র্‌তে পারো।"

"তুমি যেটা হুকুম ক'র্‌বে সেইটেই প'রবো।"

"আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।"

"হুকুম করো তিনটেই প'রবো।"

"আমি পরিয়ে দিই।"

"দাও পরিয়ে।"

মধুসূদন পরিয়ে দিলে। কুমু ব'ল্‌লে, "আর কিছু হুকুম আছে?"

"বড়ো বৌ, রাগ ক'রচো কেন?"

"আমি একটুও রাগ ক'রচিনে।" ব'লে কুমু আবার ঘর থেকে চ'লে গেলো।

মধুসূদন অস্থির হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আহা, যাও কোথায়? শোনো, শোনো।"

কুমু তখনি ফিরে এসে ব'ল্‌লে, "কী বলো।"

ভেবে পেলো না কী ব'ল্‌বে। মধুসূদনের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ধিক্কার দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আচ্ছা যাও।" রেগে ব'ল্‌লে, "দাও আঙ্‌টিগুলো ফিরিয়ে দাও।"

তখনি কুমু তিনটে আঙটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।

মধুসূদন ধমক্ দিয়ে ব'ল্‌লে, "যাও চ'লে।"

কুমু তখনি চ'লে গেলো।

এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে-যে, সে আপিসে যাবেই। তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ।

ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সকলেই চ'লে গেচে টেনিস খেলায়। উচ্চতন বড়োবাবুদের দল উঠি-উঠি ক'র্‌চে। এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হ'য়ে একেবারে খুব ক'ষে কাজে লেগে গেলো। ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো, আটটা বাজে, তখন খাতাপত্র বন্ধ ক'রে উঠে প'ড়লো।

৩৭

এতোদিন মধুসূদনের জীবন-যাত্রায় কখনো কোনো খেই ছিঁড়ে যেতো না। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তই নিশ্চিত নিয়মে বাঁধা ছিলো। আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েচে। এই-যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চ'লেচে, রাত্তিরটা-যে ঠিক কী ভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধুসূদন ভয়ে-ভয়ে বাড়িতে এলো, আস্তে আস্তে আহার ক'রে তখনি সাহস হ'লো না শোবার ঘরে যেতে। প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি ক'র্‌লে। আহার ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। শোবার সময় নটা যখন বাজ্‌লো তখন গেলো অন্তঃপুরে। আজ ছিলো দৃঢ় পণ—যথা-সময়ে বিছানায় শোবে, কিছুতেই অন্যথা

হবে না। শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলেই একেবারে ঝপ ক'রে বিছানার উপরে প'ড়্‌লো। ঘুম আস্‌তে চায় না। রাত্রি যতোই নিবিড় হয় ততোই ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন তাকে তাড়া কর্‌বার কেউ নেই, পাহারাওয়ালারা সকলেই ক্লান্ত।

ঘড়িতে একটা বাজ্‌লো, চোখে একটুও ঘুম নেই। আর থাক্‌তে পার্‌লো না, বিছানা থেকে উঠে ভাব্‌তে লাগ্‌লো কুমু কোথায়? বঙ্কু ফরাসের উপর কড়া হুকুম ফরাসখানা তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ। ছাদ ঘুরে এলো, কেউ নেই। পায়ের জুতো খুলে ফেলে নীচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। মোতির মার ঘরের সাম্‌নে এসে মনে হ'লো যেন কথাবার্ত্তার শব্দ। হ'তে পারে কাল চ'লে যাবে আজ স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ চ'ল্‌চে। বাইরে চুপ ক'রে দরজায় কান পেতে রইলো। দুজনে গুন্ গুন্ ক'রে আলাপ চ'ল্‌চে। কথা শোনা যায় না কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেলো দুইটিই মেয়ের গলা। তবে তো বিচ্ছেদের পূর্ব্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরই মনের কথা হ'চ্চে। রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে ক'রতে লাগলো লাথি

মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে। কিন্তু নবীনটা তাহ'লে কোথায় ? নিশ্চয় বাইরে।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিম্‌টিমে আলো জ্ব'ল্‌চে, সেই-খানে এসেই মধুসূদন দেখ্‌লে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যাম দাঁড়িয়ে। তা'র কাছে লজ্জিত হ'য়ে মধুসূদন রেগে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "কী ক'র্‌চো এতো রাত্রে এখানে ?"

শ্যামা উত্তর ক'র্‌লে, "শুয়েছিলুম। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হ'লো, ভাব্‌লুম বুঝি—"

মধুসূদন তর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—"আস্পর্দ্ধা বাড়্‌চে দেখ্‌চি ! আমার সঙ্গে চালাকী ক'র্‌তে চেয়ো না, সাবধান ক'রে দিচ্চি। যাও শুতে।"

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু ক'রে তা'র সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চ'ল্‌ছিলো। আজ বুঝ্‌লে, অসময়ে অজায়গায় পা প'ড়েচে। অত্যন্ত করুণ মুখ ক'রে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে—তারপরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছ্‌লে। চ'লে যাবার উপক্রম ক'রে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "চালাকি ক'র্‌বো না ঠাকুরপো !

যা দেখ্‌তে পাচ্চি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসিনি, কতোকালের সম্বন্ধ, আমরা সইবো কী ক'রে?" ব'লে শ্যামা দ্রুতপদে চ'লে গেলো।

মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরে চ'ল্‌লো বাইরের ঘরে। ঠিক একেবারে প'ড়্‌লো চৌকিদারের সাম্‌নে, সে তখন টহল দিতে বেরিয়েচে। এমনি নিয়মের কঠিন জাল-যে, নিজের বাড়িতে-যে চুপি চুপি সঞ্চরণ ক'র্‌বে তা'র জো নেই। চারিদিকেই সতর্ক দৃষ্টির ব্যূহ। রাজাবাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি-পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েচে এ-যে একেবারে অভূতপূর্ব্ব। প্রথমে দূর থেকে যখন চিন্‌তে পারেনি, চৌকিদার ব'লে উঠেছিলো, "কোন হ্যায়?" কাছে এসে জিভ কেটে মস্ত প্রণাম ক'র্‌লে; ব'ল্‌লে, রাজা-বাহাদুর, কিছু হুকুম আছে?"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "দেখ্‌তে এলুম ঠিক মতো চ'ল্‌চে কিনা"। কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসঙ্গত নয়।

তারপরে মধুসূদন বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিলো তাই, নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়া আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্চে। মধুসূদন ঘরে একটা

গ্যাসের আলো জ্বেলে দিলে, তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙলো না। তাকে ঠেলা দিতেই ধড়্‌ফড় ক'রে জেগে সে উঠে ব'স্‌লো। মধুসূদন তা'র কোনো রকম কৈফিয়ৎ তলব না ক'রেই ব'ল্‌লে, "এখনি যা, বড়ো বৌকে বল্‌-গে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েচি।" ব'লে তখনি সে অন্তঃপুরে চ'লে গেলো।

কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ ক'র্‌লে। মধুসূদন তা'র মুখের দিকে চাইলে। সাদা-সিধে একখানি লালপেড়ে সাড়ি পরা। সাড়ির প্রান্তটি মাথার উপরে টানা। এই নির্জ্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কী অপরূপ আবির্ভাব! কুমু ঘরের প্রান্তের সোফা-টির উপরে ব'স্‌লো।

মধুসূদন তখনি এসে ব'সলো মেজের উপরে তা'র পায়ের কাছে। কুমু সঙ্কুচিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করবামাত্র মধুসূদন হাতে ধ'রে তাকে টেনে বসালে; ব'ল্‌লে "উঠোনা, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ ক'রেচি।"

মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক্ হ'য়ে রইলো। মধুসূদন আবার ব'ল্‌লে,

"নবীনকে মেজোবৌকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ ক'রে দেবো। তা'রা তোমার সেবাতেই থাক্‌বে।"

কুমু কী-যে ব'ল্‌বে কিছুই ভেবে পেলে না। মধুসূদন ভাবলে, নিজের মান খর্ব্ব ক'রে আমি বড়ো বৌয়ের মান ভাঙবো। হাত ধ'রে মিনতি ক'রে ব'ল্‌লে, "আমি এখনি আসচি, বলো তুমি চ'লে যাবে না।"

কুমু ব'ল্‌লে, "না, যাবো না।"

মধুসূদন নীচে চ'লে গেলো। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তা'র এই নম্রতা, এই তা'র নিজেকে খর্ব্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর-যে কী উত্তর তা' সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে-দান নিয়ে সে এসেছিলো সে তো সব স্খলিত হ'য়ে প'ড়ে গেচে, আর তো তা ধূলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চ'ল্‌বে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগ্‌লো, "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম।"

খানিক বাদে মধুসূদন নবীন ও মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুর সামনে উপস্থিত ক'র্‌লে। তাদের সম্বোধন ক'রে ব'ল্‌লে, "কাল তোমাদের রজবপুরে

যেতে ব'লেছিলাম, কিন্তু তা'র দরকার নেই। কাল থেকে বড়ো বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত ক'রে দিচ্চি।”

শুনে ওরা তুজনে অবাক হ'য়ে গেলো। একে তো এমন হুকুম প্রত্যাশা করে নি, তা'র পরে এতো রাত্তিরে ওদের ডেকে এনে এ-কথা ব'ল্‌বার জরুরী দরকার কী ছিলো।

মধুস্দনের ধৈর্য্য সবুর মানছিলো না। আজ রাত্তিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ ক'রতে কার্পণ্য বা সঙ্কোচ ক'র্‌তে পারলে না। এমন ক'রে নিজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনো করে নি। সে যা-চেয়েছিলো তা পাবার জন্যে তা'র পক্ষে সব চেয়ে তুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তা'র ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে হার মানচি।

এইবার কুমুর মনে বড়ো একটা সঙ্কোচ এলো, সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো এই জিনিষটাকে কেমন ক'রে সে গ্রহণ ক'র্‌বে? এর বদলে কী আছে তা'র দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন

সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হ'লে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হ'তে চায় না। তখন বেরিয়ে পড়ে নিজের ভিতরের প্রতিকূলতা। কুমু হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিলো তখন তা'র সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তা সহজ ছিলো ; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হ'য়েচে তখন তা'র সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। এখন তা'র ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না, তা'র সেই ফরাসখানার আশ্রয় চ'লে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত জোড় কর্‌বার কোনো মানে নেই।

মোতির মাকে কোনো ছুতোয় কুমু যদি রাখ্‌তে পারতো তা হ'লে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু নবীন গেলো চ'লে, হতবুদ্ধি মোতির মাও আস্তে আস্তে চ'ল্‌লো তা'র পিছনে ; দরজার কাছে এসে একবার মুখ আড় ক'রে উদ্বিগ্নভাবে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে গেলো। স্বামীর প্রসন্নতার হাত থেকে এই মেয়েটিকে এখন কে বাঁচাবে ?

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বড়ো বউ, কাপড় ছেড়ে শুতে আসবে না ?"

কুমু ধীরে ধীরে উঠে পাশের নাবার ঘরে গিয়ে

দরজা বন্ধ ক'র্‌লে—মুক্তির মেয়াদ যতোটুকু পারে বাড়িয়ে নিতে চায়। সে-ঘরে দেওয়ালের কাছে একটা চৌকি ছিলো সেইটেতে ব'সে রইলো। তা'র ব্যাকুল দেহটা যেন নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজ্‌চে। মধুসূদন মাঝে মাঝে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় আর হিসেব ক'র্‌তে থাকে কাপড় ছাড়বার জন্যে কতোটা সময় দরকার। ইতিমধ্যে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখ্‌লে, মাথার তেলোর যে-জায়গাটাতে কড়া চুলগুলো বেমানান রকম খাড়া হ'য়ে থাকে বৃথা তা'র উপরে কয়েকবার বুরুশের চাপ লাগালে আর গায়ের কাপড়ে অনেকখানি দিলে ল্যাভেণ্ডার ঢেলে।

পনেরো মিনিট গেলো; বেশ-বদলের পক্ষে সে সময়টা যথেষ্ট। মধুসূদন চুপি চুপি একবার নাবার ঘরের দরজার কাছে কান দিয়ে দাঁড়ালো, ভিতরে নড়াচড়ার কোনো শব্দ নেই,—মনে ভাব্‌লে কুমু হয়‑তো চুলটার বাহার ক'র্‌চে, খোঁপাটা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েরা সাজ ক'র্‌তে ভালোবাসে মধুসূদনেরও এ-আন্দাজটা ছিলো, অতএব সবুর ক'র্‌তেই হবে। আধ-ঘণ্টা হ'লো—মধুসূদন আর-একবার দরজার উপর কান

লাগালে, এখনো কোনো শব্দ নেই। ফিরে এসে কেদারায় ব'সে প'ড়ে খাটের সাম্‌নের দেয়ালে বিলিতী যে-ছবিটা ঝোলানো ছিলো তা'র দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ এক সময়ে ধড়ফড় ক'রে উঠে রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, "বড়ো বৌ, এখনো হয়নি ?"

একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেলো। কুমুদিনী বেরিয়ে এলো, যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া। যে-কাপড় পরা ছিলো তাই আছে ; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পূরো হাত-ওয়ালা ব্রাউন্ রঙের সার্জ্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে-দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো—একখানি অপরূপ ছবি। নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা—সেকেলে ছাঁদের—বোধ হয় এককালে তা'র মায়ের ছিলো। এই মোটা ভারী বালা তা'র সুকুমার হাতকে যে-ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা দিয়েচে সেটি ওর পক্ষে এতো সহজ-যে, ঐ অলঙ্কারটা ওর শরীরে একটুমাত্র আড়ম্বরের সুর দেয়নি। মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন ক'রে

দেখ্‌লে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হ'লো। মধুসূদনের চিরার্জ্জিত সমস্ত সম্পদ এতোদিন পরে শ্রীলাভ ক'রেচে এ-কথা না মনে ক'রে সে থাক্‌তে পারলে না। সংসারে যে-সব লোকের সঙ্গে মধুসূদনের সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধনগৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তা'র অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ঐ যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হ'লো, আমার যথেষ্ট ধন নেই—মনে হ'লো, যদি রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট হ'তুম তা হ'লেই ওকে এ-ঘরে মানাতো। যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেলে এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশ-মর্য্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার ক'রে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে-সে প্রবেশ ক'র্‌তেই পারে না—সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ ক'র্‌বে বিপ্রদাস,—তাকেও ঐ কুমুর মতোই একটি আত্ম-বিস্মৃত সহজ গৌরব সর্ব্বদা ঘিরে র'য়েচে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য ক'র্‌তে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে

একটা দূরত্ব। অতি বড়ো আত্মীয়ও-যে হঠাৎ এসে তা'র পিঠ চাপড়িয়ে ব'ল্‌তে পারে "কী হে, কেমন ?" এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কী-রকম খাটো হ'য়ে থাকে সেইটেতে তা'র রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর ক'র্‌তে পারচে না—আপন সংসারে যেখানে সবচেয়ে তা'র কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হ'টে গিয়েচে। কিন্তু এখানে তা'র রাগ হয় না—কুমুর প্রতি আকর্ষণ তুর্ণিবার বেগে প্রবল হ'য়ে ওঠে। আজ কুমুকে দেখে মধুসূদন স্পষ্টই বুঝলে কুমু তৈরি হ'য়ে আসেনি,—একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী সুন্দর! কী একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা! যেন নির্জ্জন তুষার-শিখরের উপরে নির্ম্মল উষা দেখা দিয়েচে।

মধুসূদন একটু কাছে এগিয়ে এসে ধীর স্বরে ব'ল্‌লে, "শুতে আস্‌বে না বড়ো বউ ?"

কুমু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। সে নিশ্চয় মনে ক'রেছিলো মধুসূদন রাগ ক'র্‌বে, তাকে অপমানের কথা ব'ল্‌বে। হঠাৎ একটা চির-পরিচিত সুর তা'র মনে প'ড়ে গেলো—তা'র বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন

ক'রে তা'র মাকে বড়ো বউ ব'লে ডাক্‌তেন। সেই সঙ্গেই মনে প'ড়্‌লো মা তা'র বাবাকে কাছে আস্‌তে বাধা দিয়ে কেমন ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্ত্তে তা'র চোখ ছলছলিয়ে এলো—মাটিতে মধু-সূদনের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আমাকে মাপ করো।"

মধুসূদন তাড়াতাড়ি তা'র হাত ধ'রে তুলে চৌকির উপরে বসিয়ে ব'ল্‌লে, "কী দোষ ক'রেচো-যে তোমাকে মাপ ক'র্‌বো ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "এখনো আমার মন তৈরি হয়নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।"

মধুসূদনের মনটা শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো ; ব'ল্‌লে, "কিসের জন্যে সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো।"

"ঠিক ব'ল্‌তে পারচিনে, কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত—"

মধুসূদনের কণ্ঠে আর রস রইলো না। সে ব'ল্‌লে, "কিছুই শক্ত না। তুমি ব'ল্‌তে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগ্‌চে না।"

কুমুর পক্ষে মুস্কিল হ'লো। কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়। হৃদয় ভ'রে নৈবেদ্য দেবার জন্যেই সে পণ

ক'রে আছে, কিন্তু সে নৈবেদ্য এখনো এসে পৌঁছ'লো না। মন ব'ল্‌চে—একটু সবুর ক'র্‌লেই, পথে বাধা না দিলে, এসে পৌঁছ'বে ; দেরি-যে আছে তাও না। তবুও এখনো ডালা-যে শূন্য সে-কথা মান্‌তেই হবে।

কুমু ব'ল্‌লে, "তোমাকে ফাঁকি দিতে চাইনে ব'লেই ব'ল্‌চি, একটু আমাকে সময় দাও।"

মধুসূদন ক্রমেই অসহিষ্ণু হ'তে লাগ্‌লো—কড়া ক'রেই ব'ল্‌লে, "সময় দিলে কী সুবিধে হবে! তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্বামীর ঘর ক'র্‌তে চাও!"

মধুসূদনের তাই বিশ্বাস। সে ভেবেচে বিপ্রদাসের অপেক্ষাতেই কুমুর সমস্ত ঠেকে আছে। দাদা যেমনটি চালাবে, ও তেমনি চ'ল্‌বে। বিদ্রূপের সুরে ব'ল্‌লে, "তোমার দাদা তোমার গুরু!"

কুমুদিনী তখনই মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।"

"তাঁর হুকুম না হ'লে আজ কাপড় ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আস্‌বে না! তাই নাকি?"

কুমুদিনী হাতের মুঠো শক্ত ক'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তা হ'লে টেলিগ্রাফ ক'রে হুকুম আনাই,—রাত অনেক হ'লো।"

কুমু কোনো জবাব না দিয়ে ছাতে যাবার দরজার দিকে চ'ল্‌লো।

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে ধমকে উঠে ব'ল্‌লে, "যেয়োনা ব'ল্‌চি।"

কুমু তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "কী চাও, বলো।"

"এখনি কাপড় ছেড়ে এসো।" ঘড়ি খুলে ব'ল্‌লে, "পাঁচ মিনিট সময় দিচ্চি।"

কুমু তখনি নাবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে সাড়ির উপর একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে চ'লে এলো। এখন দ্বিতীয় হুকুমের জন্যে তা'র অপেক্ষা। মধুসূদন দেখে বেশ বুঝলে এ-ও রণসাজ। রাগ বেড়ে উঠ্‌লো, কিন্তু কী ক'র্‌তে হবে ভেবে পায় না। প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে; তাই সে থম্‌কে গেলো। ব'ল্‌লে, "এখন কী ক'র্‌তে চাও আমাকে বলো।"

"তুমি যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো।"

মধুসূদন হতাশ হ'য়ে ব'সে প'ড়লো চৌকিতে।

ঐ চাদরে-জড়ানো মেয়েটিকে দেখে মনে হ'লো, এ যেন বিধবার মূর্ত্তি,—ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জ্জন ক'রে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগ্‌লে তরী ভাসবে? কোনো দিন কি ভাস্‌বে?

চুপ ক'রে ব'সে রইলো। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া ঘরে একটুও শব্দ নেই। কুমুদিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো না—আবার ফিরে বাইরে ছাতের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদগদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্চে, আর প্রতিবেশীর আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্ছাকে বেঁধে রেখেচে, রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠ্‌চে তা'রি অশ্রান্ত আর্ত্তনাদ।

সময় একটা অতলস্পর্শ গর্ত্তের মতো শূন্য হ'য়ে যেন হাঁ ক'রে আছে। মধুসূদনের সংসারের কলের সমস্ত চাকাই যেন বন্ধ। কাল তা'র আপিসের অনেক কাজ, ডাইরেকটারদের মীটিং,—কতকগুলো কঠিন প্রস্তাব অনেকের বাধা সত্ত্বেও কৌশলে পাশ করিয়ে নিতে হবে। সে-সমস্ত জরুরী ব্যাপার আজ তা'র

কাছে একেবারে ছায়ার মতো। আগে হ'লে কালকের দিনের কার্য্যপ্রণালী আজ রাত্রে নোট বইয়ে টুকে রাখ্‌তো। সব চিন্তা দূরে গেলো, জগতে যে-কঠিন সত্য সুনিশ্চিত সে-হ'চ্চে চাদর দিয়ে ঢাকা ঐ মেয়ে, ঘরের থেকে বেরিয়ে যাবার পথে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মধুসূদন একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে, ঘরটা যেন ধ্যান ভেঙে চ'ম্‌কে উঠ্‌লো। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে কুমুর কাছে গিয়ে ব'ল্‌লে, "বড়ো বৌ, তোমার মন কি পাথরে-গড়া ?"

ঐ বড়ো বউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তা'র মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। এই ডাকে তা'র মা কতো-দিন কতো সহজে সাড়া দিয়েছিলেন, তারি অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। মধুসূদন গভীর কাতরতার সঙ্গে ব'ল্‌লে, "আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া ক'র্‌বে না ?"

কুমুদিনী ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "ছি ছি অমন ক'রে ব'লো না।" মাটিতে প'ড়ে মধুসূদনের পায়ের

ধুলো নিয়ে ব'ল্‌লে, "আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।"

মধুসূদন তাকে হাত ধ'রে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধ'র্‌লে, ব'ল্‌লে, "না তোমাকে আদেশ ক'র্‌বো না, তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো।"

কুমুদিনী মধুসূদনের বাহু-বন্ধনে হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা ক'র্‌লে না। মধুসূদন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "না, তোমাকে আদেশ ক'র্‌বো না, তবু তুমি আমার কাছে এসো।" এই ব'লে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিলে।

কুমুদিনীর গৌরবর্ণ মুখ লাল হ'য়ে উঠেচে। সে চোখ নীচু ক'রে ব'ল্‌লে, "তুমি আদেশ ক'র্‌লে আমার কর্ত্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু ক'র্‌তে পারিনে।"

"আচ্ছা তুমি তোমার ঐ গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলো—ওটাকে আমি দেখ্‌তে পার্‌চিনে।"

সসঙ্কোচে কুমুদিনী চাদরখানা খুলে ফেল্‌লে। গায়ে ছিলো একখানি ডুরে সাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তা'রা রেখার ঝরনা—থেমে আছে মনে হয়

না, কেবলি যেন চ'ল্‌চে—যেন কোনো একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অঙ্গকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ ক'র্‌চে, কিছুতে শেষ ক'র্‌তে পার্‌চে না। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো মধুসূদন, অথচ সেই মুহূর্ত্তে একটু লক্ষ্য না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লে না-যে ঐ সাড়িটি এখানকার দেওয়া নয়। কুমুদিনীকে যতোই মানাক্ না কেন, এর দাম তুচ্ছ এবং এটা ওর বাপের বাড়ির। ঐ নাবার ঘরের সংলগ্ন কাপড় ছাড়্‌বার ঘরে আছে দেরাজওয়ালা মেহগিনি কাঠের মস্ত আল্‌মারি, তা'র আয়না-দেওয়া পাল্লা,—বিবাহের পূর্ব্ব হ'তেই নানা রকমের দামী কাপড়ে ঠাসা। সেগুলির উপরে লোভ নেই—মেয়ের এতো গর্ব্ব! মনে প'ড়ে গেলো সেই তিনটে আঙটির কথা, অসহ্য ঔদাসীন্যে তাকে কুমু গ্রহণ করেনি, অথচ একটা লক্ষ্মী-ছাড়া নীলার আঙটির জন্যে কতো আগ্রহ। বিপ্রদাস আর মধুসূদনের মধ্যে কুমুর মমতার কতো মূল্য-ভেদ। চাদর খোলবামাত্র এই সমস্ত কথা দম্‌কা ঝড়ের মতো মধুসূদনকে প্রকাণ্ড ধাক্কা দিলে। কিন্তু হায়রে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য্য সুন্দর! আর এই দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও যেন ওর অলঙ্কার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্য্যকে অবজ্ঞা ক'রতে।

সহজ সম্পদে মহীয়সী হ'য়ে জ'ন্মেচে—ওকে ধনের দাম ক'ষ্‌তে হয় না, হিসেব রাখ্‌তে হয় না—মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে !

মধুসূদন বল্‌লে, “যাও, তুমি শুতে যাও।”

কুমু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো—নীরব প্রশ্ন এই-যে, তুমি আগে বিছানায় যাবে না ?

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে পুনরায় বল্‌লে, “যাও, আর দেরি ক'রো না।” কুমু বিছানায় যখন প্রবেশ ক'র্‌লে মধুসূদন সোফার উপরে ব'সে ব'ল্‌লে, “এইখানেই ব'সে রইলুম, যদি আমাকে ডাকো তবেই যাবো। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা ক'র্‌তে রাজি আছি।”

কুমুর সমস্ত গা এলো ঝিম্ ঝিম্ ক'রে—এ কী পরীক্ষা তা'র ! কার দরজায় সে আজ মাথা কুট্‌বে ? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে-পথ দিয়ে সে এখানে এলো সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় ব'সে ব'সে মনে-মনে সে ব'ল্‌লে, “ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনো ভোলাতে পারোনা, এখনো তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌বো। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে ব'লে।”

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই ; রাস্তার মোড়ে

সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না ; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত, তবু মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌চে।

অল্প সময়কেও অনেক সময় ব'লে মনে হ'লো, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়্‌তে পার্‌চে না। এই কি তা'র দাম্পত্যের অনন্তকালের ছবি? ছুপারে ছুজনে নীরবে ব'সে—রাত্রির শেষ নেই—মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা। অবশেষে এক সময়ে কুমু তা'র সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে নিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে ব'ল্‌লে, "আমাকে অপরাধিনী ক'রোনা!"

মধুসূদন গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে, কী চাও বলো, কী ক'র্‌তে হবে? শেষ কথাটুকু পর্য্যন্ত একেবারে নিংড়ে বের ক'রে নিতে চায়।

কুমু ব'ল্‌লে, "শুতে এসো।"

কিন্তু একেই কি বলে জিৎ?

৩৮

পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি ছুধ নিয়ে এলো, দেখ্‌লে কুমুর ছুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রং হ'য়েচে পাঁশের মতো। সকালে

ছাদের যে-কোণে আসন পেতে পূব দিকে মুখ ক'রে সে মানসিক পূজায় বসে, ভেবেছিলো সেইখানে কুমুকে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু আজ সেখানে নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে-একটুখানি ঢাকা ছাদ, সেইখানেই দেয়ালের গায়ে অবসন্ন ভাবে ঠেসান দিয়ে সে মাটিতে ব'সে। আজ বুঝি ঠাকুরের উপরে রাগ ক'রেচে। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ যখন অকারণ মারে তখন সে যেমন কিছুই বুঝ্‌তে পারে না—অভিমান ক'রে আঘাত গায়ে পেতে নেয় প্রতিবাদ কর্‌বারও চেষ্টা ক'র্‌তে মুখে বাধে, ঠাকুরের 'পরে কুমুর আজ সেই রকম ভাব। যে-আহ্বানকে সে দৈব ব'লে মেনেছিলো, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান ব'লেই শিকার ভুলিয়ে এনেচেন নাকি,—যে-শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে ক'র্‌বেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগ্‌লো না। এতোদিন কুমু বারবার ক'রে ব'লেচে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিনীর মন ব'ল্‌চে, তোমাকে আমি সহ্য ক'র্‌বো কী ক'রে? কোন্ লজ্জায় আন্‌বো তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ ক'রে তাকে বিক্রি ক'রে দিলে কোন্ দাসীর হাটে,—যে-হাটে মাছ

মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্ম্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

মোতির মা যখন দুধ খাবার জন্যে অনুরোধ ক'র্‌লে, কুমু ব'ল্‌লে, "থাক্।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "কেন, থাক্‌বে কেন? আমার দুধের বাটির অপরাধ কী?"

কুমু ব'ল্‌লে, "এখনো স্নান করিনি, পূজা করিনি।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "যাও তুমি স্নান ক'র্‌তে, আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বো।"

কুমু স্নান সেরে এলো। মোতির মা ভাব্‌লে এইবার সে খোলা ছাদের কোণটাতে গিয়ে ব'স্‌বে। কুমু মুহূর্ত্তের জন্যে অভ্যাসের টানে ছাদের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিলো, গেলোনা, ফিরে আবার সেই মাটিতে এসে ব'স্‌লো। তা'র মন তৈরি ছিলো না।

মোতির মাকে কুমু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "দাদার চিঠি কি আসে নি?"

চিঠি খুব সম্ভব এসেচে মনে ক'রেই আজ খুব ভোরে মোতির মা নিজে লুকিয়ে আপিস ঘরে গিয়ে চিঠির

দেরাজটা টান্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি কর্‌বার রাস্তা আটক রইলো।

মোতির মা ব'ল্‌লে, "ঠিক বল্‌তে তো পারিনে, খবর নিয়ে দেখবো।"

এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত; ব'ল্‌লে, "বৌ, তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখি-যে, অসুখ করেনি তো!"

কুমু ব'ল্‌লে, "না।"

"বাড়ির জন্যে মনটা কেমন ক'র্‌চে। আহা, তাতো হ'তেই পারে। তা তোমার দাদা তো আস্‌চেন, দেখা হবে।"

কুমু চম্‌কে উঠে শ্যামার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

মোতির মা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এ-খবর তুমি কোথায় পেলে, বকুল ফুল?

"ঐ শোনো! এতো সবাই জানে। আমাদের রান্নাঘরের পার্ব্বতী-যে ব'ল্‌লে, ওঁর বাপের বাড়ির সরকার এসেছিলো রাজা বাহাদুরের কাছে, বৌয়ের খবর নিতে। তা'র কাছে শুনেচে, চিকিৎসার জন্যে

বৌয়ের দাদা আজকালের মধ্যেই ক'ল্‌কাতায় আস্‌চেন।"

কুমু উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তাঁর ব্যামো কি বেড়েচে?"

"তা ব'ল্‌তে পারিনে। তবে এমন কিছু ভাবনার কথা নেই, তাহ'লে শুন্‌তুম।"

শ্যামা বুঝেছিলো ওর দাদার খবর মধুসূদন কুমুকে দেয়নি, যে-বৌয়ের মন পায়নি, পাছে সে বাড়ি-মুখো হ'য়ে আরো অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। কুমুর মনটাকে উস্‌কিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুল ফুল, চলো, দেরি হ'য়ে যাচ্চে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরি হ'লে মুস্কিল বাধ্‌বে।"

মোতির মা দুধের বাটিটা আর একবার কুমুর কাছে এগিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লে, "দিদি, দুধ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্চে, খেয়ে ফেলো লক্ষ্মীটি।"

এবার কুমু দুধ খেতে আপত্তি ক'র্‌লে না।

মোতির মা কানে-কানে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ভাঁড়ার ঘরে যাবে আজ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "আজ থাক্‌,—গোপালকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস ক'রেচে রাহুর মতো। যে-পরিণত বয়স শান্ত, স্নিগ্ধ, শুভ্র সুগম্ভীর, এতো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয় তা'রই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এতো বিতৃষ্ণা। ওর স্বামীর বয়স বেশি ব'লে কুমুর কোনো আক্ষেপ ছিলো না, কিন্তু সেই বয়স নিজের মর্য্যাদা ভুলেচে ব'লে তা'র এতো পীড়া। সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন একটা ফলের মতো, আলো হাওয়ায় মুক্তির মধ্যে সে পাকে, কাঁচা ফলকে জাঁতায় পিষলেই তো পাকে না। সময় পেলো না ব'লেই আজ ওদের সম্বন্ধ কুমুকে এমন ক'রে মার্‌চে, এতো অপমান ক'র্‌চে। কোথায় পালাবে! মোতির মাকে ঐ-যে ব'ল্‌লে, গোপালকে ডেকে দাও, সে এই পালাবার পথ খোঁজা,—বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্ম্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাস-বাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়।

একটা পাৎলা তুলো-ভরা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে হাব্‌লু সিঁড়ির দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালো।

ওর মায়ের মতোই বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনিই জল-ভরা মেঘের মতো সরস শাম্‌লা রঙ, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া ক'রে চুল ছাঁটা।

কুমু উঠে গিয়ে সঙ্কুচিত হাব্‌লুকে টেনে এনে বুকে চেপে ধ'র্‌লে ; ব'ল্‌লে, "দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আসোনি কেন ?"

হাবলু কুমুর গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে-কানে ব'ল্‌লে, "জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেচি বলো দেখি ?"

কুমু তা'র গালে চুমো খেয়ে ব'ল্‌লে, "মাণিক এনেচো গোপাল।"

"আমার পকেটে আছে।"

"আচ্ছা তবে বের করো।"

"তুমি ব'ল্‌তে পার্‌লে না।"

"আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝ্‌তে পারিনে, যা না দেখি তা আরো ভুল বুঝি।"

তখন হাবলু খুব আস্তে আস্তে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা পুঁটুলি বের ক'রে কুমুর কোলের উপর রেখে দৌড়ে পালাবার উপক্রম ক'র্‌লে।

"না, তোমাকে পালাতে দেবো না।"

পুঁটুলিটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে হাবলু ব'ল্‌লে, "তাহ'লে এখন দেখো না।"

"না, ভয় নেই, তুমি চ'লে গেলে তখন খুল্‌বো।"

"আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেচো ?"

"কী জানি, হয়তো দেখে থাক্‌বো, কিন্তু চিন্‌তে সময় লাগে।"

"একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধ্যের সময় চামচিকের পিঠে চ'ড়ে সে আসে।"

"চামচিকের পিঠে চ'ড়ে সে আসে!"

"ইচ্ছে ক'র্‌লেই সে খুব ছোট্টো হ'তে পারে, চোখে প্রায় দেখাই যায় না।"

"সেই মন্তরটা তা'র কাছে শিখে নিতে হবে তো।"

"কেন, জ্যাঠাইমা ?"

"আমি যদি পালাবার জন্যে কয়লার ঘরে ঢুকি তবুও-যে আমাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

হাবলু এ-কথাটার কোনো মানে বুঝতে পার্‌লে না। ব'ল্‌লে, "কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেচে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেচে জানো ?"

"বোধ হয় জানি।"

"আচ্ছা, বলো দেখি।"

"ভোর বেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।"

হাবলু থম্‌কে গেলো। তাকে ভাবিয়ে দিলে। বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা ব'লেছিলো। কিন্তু জ্যাঠাইমার কথাটা মনে হ'লো বিশ্বাসযোগ্য, তাই কোনো বিরুদ্ধ তর্ক না তুলে ব'ল্‌লে—"যে-মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের ক'রে সিঁদুর টিপ কপালে প'র্‌বে সে হবে রাজরাণী।"

"সর্ব্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েচে না কি?"

"সেজো পিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছন্নু যখন সকালে কয়লা বের ক'র্‌তে যায় রোজ খুদি সেই সঙ্গে যায়—ও একটুও ভয় করে না।"

"ও-যে ছেলে-মানুষ তাই রাজরাণী হ'তেও ভয় নেই।"

বাইরে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছিলো তাই মোতিকে নিয়ে কুমু ঘরে গেলো; সেখানে সোফায় ব'সে ওকে কোলে তুলে নিলে। পাশের তেপাইয়ে ছোটো রূপোর থালিতে ছিলো শীতকালের ফুল,—গাঁদা, কুন্দ, দোপাটি, জবা! প্রতিদিনের জোগান-মতো এই ফুলই

মালির তোলা। কুমু ছাদের কোণে ব'সে সূর্য্যোদয়ের দিকে মুখ ক'রে দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে দেবে ব'লে এরা অপেক্ষা ক'রে আছে। আজ তা'র সেই অনিবেদিত ফুল থালাসুদ্ধ নিয়ে সে হাবলুর কাছে ধ'র্‌লো; ব'ল্‌লে, "নেবে ফুল ?"

"হাঁ নেবো।"

"কী ক'র্‌বে বলো তো ?"

"পূজো-পূজো খেল্‌বো।"

কুমুর কোমরে একটা সিল্কের রুমাল গোঁজা ছিলো, সেইটেতে ফুলগুলি বেঁধে দিয়ে ওকে চুমো খেয়ে ব'ল্‌লে, "এই নাও।" মনে-মনে ভাবলে, "আমারো পূজো-পূজো খেলা হ'লো।" ব'ল্‌লে, "গোপাল, এর মধ্যে কোন্ ফুল তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে—বলো তো ?"

হাব্‌লু ব'ল্‌লে, "জবা।"

"কেন জবা ভালো লাগে ব'ল্‌বো ?"

"বলো দেখি।"

"ও-যে ভোর না হ'তেই জটাইবুড়ির সিঁদুরের কৌটো থেকে রং চুরি ক'রেচে।"

হাবলু খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে ব'সে ভাব্‌লে।

হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, "জেঠাইমা, জবা ফুলের রং ঠিক তোমার সাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।" এইটুকুতে ওর মনের সব কথা বলা হ'য়ে গেলো।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে দেখে মধুসূদন। পায়ের শব্দ পাওয়া যায়নি। এখন অন্তঃপুরে আস্‌বার সময় নয়। এই সময়টাতে বাইরের আপিস-ঘরে ব্যবসা-ঘটিত কর্ম্মের যতো উচ্ছিষ্ট পরিশিষ্ট এসে জোটে; এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যতো রকম খুচ্‌রো খবর ও কাগজপত্র নিয়ে সেক্রেটারি আসে। আসল কাজের চেয়ে এই সব উপরি কাজের ভিড় কম নয়।

৩৯

যে-ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেচে চাল জোটেনি, তা'রই মতো মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে চ'লে গিয়েছিলো। কিন্তু অতৃপ্তির আকর্ষণ বড়ো প্রচণ্ড। বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

ওকে দেখেই হাবলুর মুখ শুকিয়ে গেলো, বুক উঠ্‌লো কেঁপে, পালাবার উপক্রম ক'র্‌লে। কুমু জোর ক'রে চেপে ধরলে, উঠ্‌তে দিলে না।

সেটা মধুসূদন বুঝ্‌তে পার্‌লে। হাবলুকে খুব একটা ধমকে দিয়ে ব'ল্‌লে, "এখানে কী ক'র্‌চিস্? প'ড়্‌তে যাবিনে ?"

গুরুমশায়ের আস্‌বার সময় হয়নি এ-কথা বল্‌বার সাহস হাবলুর ছিলো না—ধমকটাকে নিঃশব্দে স্বীকার ক'রে নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে উঠে চ'ল্‌লো।

তাকে বাধা দেবার জন্যে উদ্যত হ'য়েই কুমু থেমে গেলো। ব'ল্‌লে "তোমার ফুল ফেলে গেলে-যে, নেবে না ?" ব'লে সেই রুমালের পুঁটুলিটা ওর সামনে তুলে ধ'র্‌লে। হাবলু না নিয়ে ভয়ে ভয়ে তা'র জেঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

মধুসূদন ফস্ ক'রে পুঁটুলিটা কুমুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এ রুমালটা কার ?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে কুমুর মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো; ব'ল্‌লে, "আমার।"

এ রুমালটা-যে সম্পূর্ণই কুমুর, তাতে সন্দেহ নেই,—অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বের সম্পত্তি। এতে রেশমের কাজকরা যে-পাড়টা সেও কুমুর নিজের রচনা।

ফুলগুলো বের ক'রে মাটিতে ফেলে মধুসূদন রুমালটা পকেটে পূর্‌লে; ব'ল্‌লে, "এটা আমিই নিলুম—ছেলেমানুষ এ নিয়ে কী ক'র্‌বে? যা তুই?"

মধুসূদনের এই রূঢ়তায় কুমু একেবারে স্তম্ভিত। ব্যথিত মুখে হাবলু চ'লে গেলো, কুমু কিছুই ব'ল্‌লে না।

তা'র মুখের ভাব দেখে মধুসূদন ব'ল্‌লে, "তুমি তো দানসত্র খুলে ব'সেচো, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ-রুমাল রইলো আমারই; মনে থাক্‌বে কিছু পেয়েচি তোমার কাছ থেকে।"

মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু চোখ নীচু ক'রে সোফার প্রান্তে নীরবে ব'সে রইলো। সাড়ির লাল পাড় তা'র মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন ক'রে নেমে এসেচে, তারি সঙ্গে সঙ্গে নেমেচে তা'র ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন ক'রে আছে একগাছি সোনার হার। এই হারটি ওর মায়ের, তাই সর্ব্বদা প'রে থাকে। তখনো জামা পরেনি, ভিতরে কেবল একটি সেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে স্তব্ধ। অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ঐখানে যেন উদ্বেল। মধুসূদন

নতনেত্রে অভিমানিনীকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌লে আর চোখ ফেরাতে পার্‌লে না, মোটা সোনার কাঁকন-পরা ঐ দুখানি হাতের থেকে। সোফায় ওর পাশে ব'সে একখানি হাত টেনে নিতে চেষ্টা ক'র্‌লে—অনুভব ক'র্‌লে বিশেষ একটা বাধা। কুমু হাত সরাতে চায় না—ওর হাত দিয়ে চাপা আছে একটা কাগজের মোড়ক।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ঐ কাগজে কী মোড়া আছে ?"

"জানিনে।"

"জানোনা, তা'র মানে কী ?"

"তা'র মানে আমি জানিনে।"

মধুসূদন কথাটা বিশ্বাস ক'র্‌লে না; ব'ল্‌লে, "আমাকে দাও, আমি দেখি।"

কুমু ব'ল্‌লে, "ও আমার গোপন জিনিষ, দেখাতে পার্‌বো না।"

তীরের মতো তীক্ষ্ণ একটা রাগ এক মুহূর্ত্তে মধুসূদনের মাথায় চ'ড়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "কী! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়।" ব'লে জোর ক'রে সেই কাগজের মোড়ক কেড়ে নিয়ে খুলে ফেল্‌লে—দেখে-যে কিছুই নয়, কতকগুলি এলাচদানা। মাতার শস্তা ব্যবস্থায় হাবলুর

জন্যে যে-জলখাবার বরাদ্দ তা'র মধ্যে এইটেই বোধ করি সব চেয়ে হাবলুর পক্ষে লোভনীয়—তাই সে যত্ন ক'রে মুড়ে এনেছিলো।

মধুসূদন অবাক! ব্যাপারখানা কী! ভাব্‌লে, বাপের বাড়িতে এই রকম জলখাবারই কুমুর অভ্যস্ত—তাই লুকিয়ে আনিয়ে নিয়েচে, লজ্জায় প্রকাশ ক'র্‌তে চায় না। মনে-মনে হাস্‌লে; ভাব্‌লে, লক্ষ্মীর দান গ্রহণ ক'র্‌তে সময় লাগে। ধাঁ ক'রে একটা প্ল্যান মাথায় এলো। দ্রুত উঠে বাইরে গেলো চ'লে।

কুমু তখন দেরাজ খুলে বের ক'র্‌লে তা'র একটি ছোটো চৌকো চন্দন কাঠের বাক্স, তা'র মধ্যে এলাচ-দানাগুলি রেখে তা'র দাদাকে চিঠি লিখ্‌তে ব'স্‌লো। দু চার লাইন লেখা হ'তেই মধুসূদন ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়ে কুমু শক্ত হ'য়ে ব'স্‌লো। মধুসূদনের হাতে রূপোয় সোনায় মিনের কাজকরা হাতল-দেওয়া একটি ফলদানি, তা'র উপরে ফুলকাটা সুগন্ধি একটি রেশমের রুমাল। হাসিমুখে ডেস্কে সেটি কুমুর সাম্‌নে রাখ্‌লে। ব'ল্‌লে, "খুলে দেখোতো!"

কুমু রুমালটা তুলে নিয়ে দেখে সেই দামী ফল-

দানিতে কানায়-কানায় ভরা এলাচদানা। যদি একলা থাক্‌তো হেসে উঠ্‌তো। কোনো কথা না ব'লে কুমু গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো। এর চেয়ে হাসা ভালো ছিলো।

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এ'তে লজ্জা কী বলো! রোজ আনিয়ে দেবো—কতো চাও? আমাকে আগে ব'ল্‌লে না কেন?"

কুমু ব'ল্‌লে, "তুমি পার্‌বে না আনিয়ে দিতে।"

"পার্‌বো না! অবাক ক'র্‌লে তুমি!"

"না, পার্‌বে না!"

"অসম্ভব দাম না কি এর!"

"হাঁ, টাকায় মেলে না!"

শুনেই মধুর মাথায় চট্‌ ক'রে একটা সন্দেহ জাগ্‌লো—ব'ল্‌লে, "তোমার দাদা পার্শেল ক'রে পাঠিয়েচেন বুঝি!"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে কুমুর ইচ্ছে হ'লো না। ফল দানিটা ঠেলে দিয়ে চ'লে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। মধুসূদন হাত ধ'রে আবার জোর ক'রে তাকে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদনকে কোনো কথা ব'ল্‌তে না দিয়েই কুমু তাকে প্রশ্ন ক'র্‌লে "দাদার বাড়ি থেকে তোমার কাছে লোক এসেছিলো তাঁর খবর নিয়ে ?"

এ-কথাটা কুমু আগেই শুনে ফেলেচে জেনে মধু-র মন ভারি বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে "সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেচি।" বলা বাহুল্য এটা মিথ্যে কথা।

"দাদা কবে আস্‌বেন ?"

"হপ্তা খানেকের মধ্যে।"

মধু নিশ্চিত জান্‌তো কালই বিপ্রদাস আসবে, "হপ্তাখানেক" কথাটা ব্যবহার ক'রে খবরটাকে অনির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখে দিলে।

"দাদার শরীর কি আরো খারাপ হ'য়েচে ?"

"না, তেমন কিছু তো শুন্‌লুম না।"

এ-কথাটার মধ্যেও একটুখানি পাশ-কাটানো ছিলো। বিপ্রদাস চিকিৎসার জন্যই ক'ল্‌কাতায় আস্‌চে—তা'র অর্থ, শরীর অন্তত ভালো নেই।

"দাদার চিঠি কি এসেচে ?"

"চিঠির বাক্সো তো এখনো খুলিনি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।"

কুমু মধুসূদনের কথা অবিশ্বাস ক'র্‌তে আরম্ভ করেনি, সুতরাং এ-কথাটাও মেনে নিলে।

"দাদার চিঠি এসেচে কি না একবার খোঁজ ক'র্‌বে কি?"

"যদি এসে থাকে, খাওয়ার পরে দুপুর বেলা নিজেই নিয়ে আস্‌বো।"

কুমু অধৈর্য্য দমন ক'রে নীরবে সম্মত হ'লো। তখন আর-একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে নেবার উপক্রম ক'র্‌চে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই ব'লে উঠ্‌লো, "ওমা, ঠাকুরপো-যে!" ব'লেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত।

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "কেন, কী চাই তোমার?"

"বউকে ভাঁড়ারে ডাক্‌তে এসেচি। রাজরাণী হ'লেও ঘরের লক্ষ্মী তো বটে। তা আজ না-হয় থাক।" মধুসূদন সোফা থেকে উঠে কোনো কথা না ব'লে দ্রুত বাইরে চ'লে গেলো।

আহারের পর যথারীতি শোবার ঘরের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিব'তে চিব'তে মধুসূদন কুমুকে ডেকে পাঠালে। তাড়াতাড়ি কুমু চ'লে এলো।

সে জানে আজ দাদার চিঠি পাবে। শোবার ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

মধুসূদন গুড়গুড়ির নলটা রেখে পাশে দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "ব'সো।"

কুমু ব'স্‌লো। মধুসূদন তাকে যে-চিঠি দিলে তাতে কেবল এই কয়টি কথা আছে—

"প্রাণপ্রতিমাসু

শুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু

চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি। সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্ম্মের অবকাশ-মতো মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দিলে নিরুদ্বিগ্ন হই।"

এই ছোটো চিঠিটুকু মাত্র পেয়ে কুমুর মনে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগ্‌লো। মনে-মনে ব'ল্‌লে, "পর হ'য়ে গেচি।" অভিমানটা প্রবল হ'তে-না-হ'তেই মনে এলো "দাদার হয়তো শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোটো মন! নিজের কথাটাই সব আগে মনে পড়ে!"

মধুসূদন বুঝ্‌তে পার্‌লে কুমু উঠি-উঠি ক'র্‌চে; ব'ল্‌লে, "যাচ্চো কোথায়, একটু ব'সো।"

কুমুকে তো ব'স্‌তে ব'ল্‌লে, কিন্তু কী কথা ব'ল্‌বে মাথায় আসে না। অবিলম্বে কিছু ব'ল্‌তেই হবে, তাই

সকাল থেকে যে-কথাটা নিয়ে ওর মনে খট্‌কা 'র'য়েচে সেইটেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ব'ল্‌লে, "সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এতো হাঙ্গামা ক'র্‌লে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিলো!"

"ও আমার গোপন কথা।"

"গোপন কথা! আমার কাছেও বলা চলে না?"

"না।"

মধুসূদনের গলা কড়া হ'য়ে এলো, ব'ল্‌লে, "এ তোমাদের নুরনগরী চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা।"

কুমু কোনো জবাব ক'র্‌লে না। মধুসূদন তাকিয়া ছেড়ে উঠে ব'স্‌লো, "ঐ চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি তাহ'লে আমার নাম মধুসূদন না।"

"কী তোমার হুকুম, বলো।"

"সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিলো বলো।"

"হাবলু।"

"হাবলু! তা নিয়ে এতো ঢাকাঢাকি কেন!"

"ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে।"

"আর কেউ তা'র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েচে?"

"না।"

"তবে?"

"ঐ পর্য্যন্তই ; আর কোনো কথা নেই।"

"তবে এতো লুকোচুরি কেন ?"

"তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

কুমুর হাত চেপে ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে মধু ব'ল্‌লে, "অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি !"

কুমুর মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, শান্তস্বরে ব'ল্‌লে, "কী চাও তুমি, বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই সে-কথা মানি।"

মধুসূদনের কপালের শির ভুটো ফুলে উঠ্‌লো। কোনো জবাব ভেবে না পেয়ে ইচ্ছে হ'লো ওকে মারে। এমন সময় বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি শোনা গেলো, সেই সঙ্গে আওয়াজ এলো, "আপিসের সায়েব এসে ব'সে আছে।" মনে পড়্‌লো আজ ডাইরেক্টরদের মীটিং। লজ্জিত হ'লো-যে সে এ জন্যে প্রস্তুত হয় নি—সকালটা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেচে। এতো বড়ো শৈথিল্য এতোই ওর স্বভাব ও অভ্যাস-বিরুদ্ধ যে, এটা সম্ভব হ'লো দেখে ও স্তম্ভিত।

৪০

মধুসূদন চ'লে যেতেই কুমু খাট থেকে নেমে মেজের উপর ব'সে প'ড়লো। চিরজীবন ধ'রে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই? মধুসূদন ঠিকই ব'লেচে ওদের সঙ্গে তা'র চাল তফাৎ। আর সকল রকম তফাতের চেয়ে এইটেই দুঃসহ। কী উপায় আছে এর?

এক সময়ে হঠাৎ কী মনে প'ড়লো, কুমু চ'ল্‌লো নীচের তলায় মোতির মার ঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখে শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠে আস্‌চে।

"কী বউ, চ'লেচো কোথায়? আমি যাচ্ছিলুম তোমার ঘরেই।"

"কোনো কথা আছে?"

"এমন কিছু নয়। দেখ্‌লুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে জানি, নতুন প্রণয়ে খট্‌কা বাধ্‌লো কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কী রকম ক'রে বনিয়ে চ'ল্‌তে

হয় সে-পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুল ফুলের ঘরে চ'লেচো বুঝি ? তা যাও, মনটা খোলসা ক'রে এসো গে।"

আজ হঠাৎ কুমুর মনে হ'লো শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া এক কুমোরের চাকে। কেন এ কথা মাথায় এলো বলা শক্ত। চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে কিছু বুঝেচে তা' নয়, আকারে-প্রকারে বিশেষ-যে মিল তাও নয়, তবু দু'জনের ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে, যেন শ্যামাসুন্দরীর জগতে আর মধুসূদনের জগতে একই হাওয়া। শ্যামাসুন্দরী যখন বন্ধুত্ব ক'র্তে আসে তাও কুমুকে উল্টো দিকে ঠেলা দেয়, গা কেমন ক'রে ওঠে।

মোতির মার শোবার ঘরে ঢুকেই কুমু দেখ্লে নবীনে তাতে মিলে কী একটা নিয়ে হাত-কাড়াকাড়ি চ'ল্চে। ফিরে যাবে-যাবে মনে ক'র্চে, এমন সময় নবীন ব'লে উঠ্লো, "বৌদিদি, যেয়োনা যেয়োনা। তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম ; নালিশ আছে।"

"কিসের নালিশ ?"

"একটু ব'সো, দুঃখের কথা বলি।"

তক্তপোষের উপর কুমু ব'স্লো।

নবীন ব'ল্‌লে, "বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্র-মহিলা আমার বই রেখেচেন লুকিয়ে।"

"এমন শাসন কেন ?"

"ঈর্ষা,—যেহেতু নিজে ইংরেজি প'ড়্‌তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী-জাতির এডুকেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতোই উন্নতি হ'চ্চে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততোই গরমিল হওয়াতে ওঁর আক্রোশ। অনেক ক'রে বোঝালেম-যে, এতোবড়ো-যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে পিছনেই চ'লতেন ; বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি-যে তোমার চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে এগিয়ে চ'ল্‌চি এতে বাধা দিও না।"

"তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই ক'র্‌তে এসোনা ব'ল্‌চি।"

নবীনের মহা বিপদের ভাণ-করা মুখভঙ্গী দেখে কুমু খিল খিল ক'রে হেসে উঠ্‌লো। এ-বাড়িতে এসে অবধি এমন মন খুলে হাসি ওর প্রথম। এই হাসি নবীনের বড়ো মিষ্টি লাগ্‌লো। সে মনে-মনে ব'ল্‌লে, "এই আমার কাজ হ'লো, আমি বউরাণীকে হাসাবো।"

কুমু হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেচো ?"

"দেখো তো দিদি! শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালার গুরুমশায় ব'সে আছেন? খেটেখুটে রাত্তিরে ঘরে এসে দেখি একটা পিদ্দিম জ্ব'ল্‌চে, তা'র সঙ্গে আর-একটা বাতির সেজ, মহাপণ্ডিত প'ড়তে ব'সে গেচেন। খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁস নেই।"

"সত্যি ঠাকুরপো?"

"বৌরাণী, খাবার ভালোবাসিনে এতো বড়ো তপস্বী নই, কিন্তু তা'র চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেই জন্যেই ইচ্ছে ক'রে খেতে দেরি হ'য়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে।"

"ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।"

"আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।"

"তাও কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?"

"ছুটো একটা খুব তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হ'লে। অশ্রুজলের উজ্জ্বল অক্ষরে মনে লেখা র'য়েচে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেচেন।"

"ঘরের লোকের নামে তো পুলিশ কেস্ ক'র্তে পারিনে, তাই চোরকে চুরি দিয়ে শাসন ক'র্তে হয়। আগে দাও আমার বই।"

"তোমাকে দেবো না, দিদিকে দিচ্চি।" ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম পশম, টুকরা কাপড়, ছেঁড়া মোজা জ'মে ছিলো; তারি তলা থেকে এক-খানা ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্সাইক্লোপীডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বের ক'রে মোতির মা কুমুর কোলের উপর রেখে ব'ল্‌লে, "তোমার ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ওঁকে দিয়োনা; দেখি তোমার সঙ্গে কী রকম রাগারাগি করেন।"

নবীন মশারির চালের উপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে কুমুর হাতে দিয়ে ব'ল্‌লে, "আর কাউকে দিয়ো-না বউদিদি, দেখ্‌বো আর কেউ তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেন।"

কুমু বইয়ের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে ব'ল্‌লে, "এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর সখ?"

"ওঁর সখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে প'ড়তে ব'সে গেচেন।"

"নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়িনে, অতএব এতে লজ্জার কারণ কিছু নেই।"

"দিদি, তোমার কী একটা কথা বলবার আছে। চাও তো, এই বাচালটিকে এখনি বিদায় ক'রে দিই।"

"না, তা'র দরকার নেই। আমার দাদা দুই একদিনের মধ্যে আসবেন শুনেচি।"

নবীন ব'ললে, "হাঁ, তিনি কালই আসবেন।"

"কাল!" বিস্মিত হ'য়ে কুমু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। নিশ্বাস ফেলে ব'ল্লে "কী ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?"

মোতির মা জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "তুমি বড়োঠাকুরকে কিছু বলোনি?"

কুমু মাথা নেড়ে জানালে যে, না।

নবীন ব'ললে, "একবার ব'লে দেখ্‌বে না?"

কুমু চুপ ক'রে রইলো। মধুসূদনের কাছে দাদার কথা বলা বড়ো কঠিন। দাদার প্রতি অপমান ওর ঘরের মধ্যে উদ্যত; তাকে একটুও নাড়া দিতে ওর অসহ্য সঙ্কোচ।

কুমুর মুখের ভাব দেখে নবীনের মন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "ভাবনা ক'রো না বৌদিদি, আমরা

সব ঠিক ক'রে দেবো, তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে কইতে হবে না।"

দাদার কাছে নবীনের শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একটা ভীরুতা আছে। বৌদিদি এসে আজ সেই ভয়টা ওর মন থেকে ভাঙালে বুঝি!

কুমু চ'লে গেলে মোতির মা নবীনকে ব'ল্‌লে, "কী উপায় ক'র্‌বে বলো দেখি? সেদিন রাত্রে তোমার দাদা যখন আমাদের ডেকে নিয়ে এসে বৌয়ের কাছে নিজেকে খাটো ক'র্‌লেন তখনি বুঝেছিলুম সুবিধে হ'লো না। তারপর থেকে তোমাকে দেখ্‌লেই তো মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান।"

"দাদা বুঝেচেন-যে, ঠকা হ'লো; ঝোঁকের মাথায় থলি উজাড় ক'রে আগাম দাম দেওয়া হ'য়ে গেচে, এদিকে ওজন-মত জিনিষ মিল্‌লো না। আমরা ওঁর বোকামির সাক্ষী ছিলুম তাই আমাদের সইতে পার্‌চেন না।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "তা হোক্, কিন্তু বিপ্রদাস বাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে ব'সেচে, দিনে দিনে বেড়েই চ'ল্‌লো। এ কী অনাছিষ্টি বলো দিকি।"

নবীন ব'ল্‌লে, "ও-মানুষের ভক্তির প্রকাশ ঐ রকমই। এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জানে বাইরে তাকে মারে। কেউ কেউ বলে রামের প্রতি রাবণের অসাধারণ ভক্তি ছিলো, তাই বিশ হাত দিয়ে নৈবেদ্য চালাতো। আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি দাদার সঙ্গে বৌরাণীর দেখা-সাক্ষাৎ সহজে হবে না।"

"তা' ব'ল্‌লে চ'ল্‌বে না, কিছু উপায় ক'র্‌তেই হবে।"

"উপায় মাথায় এসেচে।"

"কী বলো দেখি।"

"ব'ল্‌তে পার্‌বো না।"

"কেন বলো তো?"

"লজ্জা বোধ ক'র্‌চি।"

"আমাকেও লজ্জা?"

"তোমাকেই লজ্জা।"

"কারণটা শুনি?"

"দাদাকে ঠকাতে হবে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।"

"যাকে ভালোবাসি তা'র জন্যে ঠকাতে একটুও সঙ্কোচ করিনে।"

"ঠকানো বিদ্যেয় আমার উপর দিয়েই হাত পাকিয়েচো বুঝি?"

"ও-বিদ্যে সহজে খাটাবার উপযুক্ত এমন মানুষ পাবো কোথায়!"

"ঠাকরুণ, রাজিনামা লিখে প'ড়ে দিচ্চি, যখন খুসি ঠকিয়ো।"

"এতো ফূর্ত্তি কেন শুনি?"

"ব'ল্‌বো? বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে-সব উপায় দিয়েচেন তাতে মধু দিয়েচেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানোকেই বলে মায়া।"

"সেটা তো কাটানোই ভালো।"

"সর্ব্বনাশ! মায়া গেলে সংসারে রইলো কী? মূর্ত্তির রং খসিয়ে ফেল্‌লে বাকি থাকে খড় মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে নেশা জাগাও, যা খুসি করো।"

এর পরে যা কথাবার্ত্তা চ'ল্‌লো সে একেবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তা'র কোনো যোগ নেই।

৪১

মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ-পর্য্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনো টলায়নি। নিজের 'পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি ওর সহযোগীদেরও তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা ক'রে নেবার আগেই কাজ অনেকদূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠিওয়ালা একটা পত্তনী তালুক ওদের নীলের কারবারের সামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত ক'র্‌ছিলো। এ নিয়ে খরচপত্রও হ'য়ে গেচে। প্রায় সমস্তই ঠিক-ঠাক; দলিল ষ্ট্যাম্পে চড়িয়ে রেজেষ্টারী ক'রে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা; যে-সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হ'য়েচে; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো ট্রেজারারের পদ খালি হওয়াতে সম্পর্কীয় একটি জামাতার জন্য উমেদারী চ'লেছিলো, অযোগ্য উদ্ধারণে উৎসাহ না থাকাতে মধুসূদন কান দেয়নি। সেই ব্যাপারটা বীজের মতো মাটি চাপা থেকে হঠাৎ বিরুদ্ধতার আকারে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু ছিদ্রও ছিলো। তালুকের

মালেক মধুসূদনের দূর সম্পর্কীয় পিসির ভাসুরপো। পিসি যখন হাতে পায়ে এসে ধরে তখন ও হিসেব ক'রে দেখ্‌লে নেহাৎ সস্তায় পাওয়া যাবে, মুনফাও আছে, তা'র উপরে আত্মীয়দের কাছে মুরুব্বিয়ানা কর্‌বার গৌরব। যাঁর অযোগ্য জামাই ট্রেজারার পদ থেকে বঞ্চিত, তিনিই মধুসূদনের স্বজন-বাৎসল্যের প্রমাণ বহু সন্ধানে আবিষ্কার ও যথাস্থানে প্রচার ক'রেচেন। তাছাড়া কোম্পানির সকল রকম কেনা-বেচায় মধুসূদন-যে গোপনে কমিশন নিয়ে থাকেন, এই মিথ্যা সন্দেহ কানে-কানে সঞ্চারিত কর্‌বার ভারও তিনিই নিয়েছিলেন। এ-সকল নিন্দার প্রমাণ অধিকাংশ লোক দাবী করে না, কারণ তাদের নিজের ভিতরে যে-লোভ আছে সেই হ'চ্চে অন্তরতম ও প্রবলতম সাক্ষী। লোকের মনকে বিগড়িয়ে দেওয়া একটা কারণে সহজ ছিলো, সে কারণ হ'চ্চে মধুসূদনের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি, এবং তা'র খাঁটি চরিত্রের অসহ্য সুখ্যাতি। মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায় এই অপবাদে সেই লোলুপরা পরম শান্তি পেলো, গভীর জলে ডুব দেবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের মনটা পানকৌড়ি বিশেষ, অথচ হাতের কাছে যাদের জলাশয় নেই।

মালেককে মধুসূদন পাকা কথা দিয়েছিলো। ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ কর্‌বার লোক সে নয়। তাই নিজে কিনবে ঠিক ক'রেচে, আর পণ ক'রেচে কোম্পানিকে দেখিয়ে দেবে, না কিনে তা'রা ঠ'ক্‌লো।

মধুসূদন বিলম্বে বাড়ি ফিরে এলো। নিজের ভাগ্যের প্রতি মধুসূদনের অন্ধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো, আজ তা'র ভয় লাগ্‌লো-যে জীবনযাত্রার গাড়িটাকে অদৃষ্ট এক পর্য্যায়ের লাইন থেকে আর-এক পর্য্যায়ের লাইনে চালান ক'রে দিচ্চে-বা। প্রথম ঝাঁকানিতেই বুকটা ধড়াস ক'রে উঠ্‌লো। মীটিঙ থেকে ফিরে এসে আপিস ঘরে কেদারা হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির ধূমকুণ্ডলের সঙ্গে নিজের কালো রঙের চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

নবীন এসে খবর দিলে বিপ্রদাসের বাড়ি থেকে লোক এসেচে দেখা ক'র্‌তে। মধুসূদন ঝেঁকে উঠে ব'ল্‌লে, "যেতে ব'লে দাও, আমার এখন সময় নেই।"

নবীন মধুসূদনের ভাবগতিক দেখে বুঝ্‌লে মীটিঙে একটা অপঘাত ঘ'টেচে। বুঝলে দাদার মন এখন দুর্ব্বল। দৌর্ব্বল্য স্বভাবত অনুদার, দুর্ব্বলের আত্মগরিমা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার রূপ ধরে। দাদার আহত

মন বৌরাণীকে কঠিনভাবে আঘাত ক'র্‌তে চাইবে এতে নবীনের সন্দেহ মাত্র ছিলো না। এ আঘাত যে-ক'রেই হোক্‌ ঠেকাতেই হবে। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওর মনে দ্বিধা ছিলো, সে দ্বিধা সম্পূর্ণ গেলো কেটে। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে এসে দেখ্‌লে ওর দাদা ঠিকানাওয়ালা নামের ফর্দ্দর খাতা নিয়ে পাতা ওলটাচ্চে। নবীন এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন মুখ তুলে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আবার কিসের দরকার। তোমাদের বিপ্রদাস বাবুর মোক্তারি ক'র্‌তে এসেচো বুঝি ?"

নবীন ব'ল্‌লে, "না, দাদা, সে-ভয় নেই। ওঁদের লোকটা এমন তাড়া খেয়ে গেচে-যে তুমি নিজেও যদি ডেকে পাঠাও তবু সে এ-বাড়িমুখো হবে না।"

এ-কথাটাও মধুসূদনের সহ্য হ'লো না। ব'লে উঠ্‌লো, "ক'ড়ে আঙ্গুলটা নাড়লেই পায়ের কাছে এসে প'ড়্‌তে হবে। লোকটা এসেছিলো কী ক'র্‌তে ?"

"তোমাকে খবর দিতে-যে, বিপ্রদাস বাবুর ক'ল্‌কাতা আসা দু'দিন পিছিয়ে গেলো। শরীর আর একটু সেরে তবে আস্‌বেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা সে-জন্যে আমার তাড়া নেই।"

নবীন ব'ল্‌লে "দাদা, কাল সকালে ঘণ্টা দুয়ের জন্যে ছুটি চাই।"

"কেন ?"

"শুনলে তুমি রাগ ক'র্‌বে।"

"না শুন্‌লে আরো রাগ ক'র্‌বো।"

"কুম্ভকোনাম্‌ থেকে এক জ্যোতিষী এসেচেন তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করাতে চাই।"

মধুসূদনের বুকটা ধড়াস্‌ ক'রে উঠ্‌লো, ইচ্ছে ক'র্‌লো এখনি ছুটে তা'র কাছে যায়। মুখে তর্জ্জন ক'রে ব'ল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস করো ?"

"সহজ অবস্থায় করিনে, ভয় লাগ্‌লেই করি।"

"ভয়টা কিসের শুনি ?"

নবীন কোনো জবাব না ক'রে মাথা চুল্‌কতে লাগ্‌লো।

"ভয়টা কাকে বলোই না।"

"এ-সংসারে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করিনে। কিছুদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে মন সুস্থির হ'চ্চে না।"

সংসারের লোক মধুসূদনকে বাঘের মতো ভয় করে এইটেতে তা'র ভারি তৃপ্তি। নবীনের মুখের দিকে

তাকিয়ে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে সে গুড়গুড়ি টান্‌তে টান্‌তে নিজের মাহাত্ম্য অনুভব ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

নবীন ব'ল্‌লে "তাই একবার স্পষ্ট ক'রে জান্‌তে চাই গ্রহ কী ক'র্‌তে চান আমাকে নিয়ে। আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন্ নাগাত।"

"তোমার মতো নাস্তিক, তুমি কিছু বিশ্বাস করো না, শেষকালে———"

"দেবতার 'পরে বিশ্বাস থাক্‌লে গ্রহকে বিশ্বাস ক'র্‌তুম না দাদা। ডাক্তারকে যে মানেনা হাতুড়েকে মান্‌তে তা'র বাধে না।"

নিজের গ্রহকে যাচাই ক'রে নেবার জন্যে মধুসূদনের যে-পরিমাণ আগ্রহ হ'লো, সেই পরিমাণ ঝাঁজের সঙ্গে ব'ল্‌লে, "লেখাপড়া শিখে বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে? যে যা বলে তাই বিশ্বাস করো?"

"লোকটার কাছে-যে ভৃগুসংহিতা রয়েচে—যেখানে যে-কেউ যে-কোনো কালে জ'ন্মেচে, জন্মাবে, সকলের কুষ্ঠি একেবারে তৈরি, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এর উপর তো আর কথা চলে না। হাতে-হাতে পরীক্ষা ক'রে দেখে নাও।"

"বোকা ভুলিয়ে যারা খায়, বিধাতা তাদের পেট

ভরাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদের মতো বোকাও সৃষ্টি ক'রে রাখেন।"

আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও সৃষ্টি করেন। যে মারে তা'র উপরে তাঁর যেমন দয়া, যাকে মারে তা'র উপরেও তেম্‌নি। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চালিয়ে দেখোই না।"

"আচ্ছা, বেশ, কাল সকালেই আমাকে নিয়ে যেয়ো, দেখ্‌বো তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।"

"তোমার যে-রকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় গোল হ'য়ে যেতে পারে। সংসারে দেখা যায় মানুষকে বিশ্বাস ক'র্‌লে মানুষ বিশ্বাসী হ'য়ে ওঠে। গ্রহদেরও ঠিক সেই দশা, দেখোনা কেন সাহেবগুলো গ্রহ মানে না ব'লে গ্রহের ফল ওদের উপর খাটে না। সেদিন তেরোস্পর্শে বেরিয়ে তোমাদের ছোটো সায়েব ঘোড়-দৌড়ে বাজি জিতে এলো—আমি হ'লে বাজি জেতা দুরস্তাং ঘোড়াটা ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেতো। দাদা, এই সব গ্রহ নক্ষত্রের হিসেবের উপর তোমাদের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না, একটু বিশ্বাস মনে রেখো।"

মধুসূদন খুসি হ'য়ে স্মিত হাস্যে গুড়গুড়িতে মনো-যোগ দিলে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে মধুসূদন নবীনের সঙ্গে এক সরু গলির আবর্জ্জনার ভিতর দিয়ে বেঙ্কট শাস্ত্রীর বাসায় গিয়ে উপস্থিত। অন্ধকার একতলার ভাপ্সা ঘর ; লোনাধরা দেয়াল ক্ষতবিক্ষত, যেন সাংঘাতিক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত, তক্তপোষের উপর ছিন্ন মলিন একখানা শতরঞ্চ, এক প্রান্তে কতকগুলো পুঁথি এলো-মেলো জড়ো-করা, দেয়ালের গায়ে শিব-পার্ব্বতীর এক পট। নবীন হাঁক দিলে "শাস্ত্রীজি"। ময়লা ছিটের বালাপোষ গায়ে সাম্নের মাথা-কামানো, ঝুঁটিওয়ালা, কালো, বেঁটে রোগা এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকলো ; নবীন তাকে ঘটা ক'রে প্রণাম ক'র্‌লে। চেহারা দেখে মধুসূদনের একটুও ভক্তি হয়নি—কিন্তু দৈবের সঙ্গে দৈবজ্ঞের কোনো রকম ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে ভয়ে-ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আধাআধি রকম অভিবাদন সেরে নিলে। নবীন মধুসূদনের একটি ঠিকুজি জ্যোতিষীর সাম্নে ধ'র্‌তেই সেটা অগ্রাহ্য ক'রে শাস্ত্রী মধুসূদনের হাত দেখ্‌তে চাইলে। কাঠের বাক্স থেকে কাগজ কলম বের ক'রে নিয়ে নিজে একটা চক্র তৈরি ক'রে

নিলে। মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "পঞ্চম বর্গ।" মধুসূদন কিছুই বুঝলে না। জ্যোতিষী আঙুলের পর্ব্ব গুণতে গুণতে আউড়ে গেলো, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এতেও মধুসূদনের বুদ্ধি খোলষা হ'লো না। জ্যোতিষী ব'ল্‌লে, "পঞ্চম বর্ণ।" মধুসূদন ধৈর্য্য ধ'রে চুপ ক'রে রইলো। জ্যোতিষী আওড়ালো, প, ফ, ব, ভ, ম,। মধুসূদন এর থেকে এইটুকু বুঝলে-যে ভৃগুমুনি ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকেই তা'র সংহিতা স্থরু ক'রেচেন। এমন সময় বেঙ্কট শাস্ত্রী ব'লে উঠ্‌লো, "পঞ্চাক্ষরকং।"

নবীন চকিত হ'য়ে মধুসূদনের কানের কাছে চুপি চুপি ব'ল্‌লে, "বুঝেচি দাদা।"

"কী বুঝলে।"

"পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তা'র পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্ম গ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় মিলেচে।"

মধুসূদন স্তম্ভিত। বাপ মায়ে নাম রাখবার কতো হাজার বছর আগেই নামকরণ ভৃগুমুনির খাতায়! নক্ষত্রদের এ কী কাণ্ড! তা'র পরে হতবুদ্ধি হ'য়ে শুনে গেলো ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস সংস্কৃত

ভাষায় রচিত। ভাষা যতো কম বুঝলে, ভক্তি ততোই বেড়ে উঠ্‌লো। জীবনটা আগাগোড়া ঋষিবাক্য মূর্ত্তিবান। নিজের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখ্‌লে, দেহটা অনুস্বার, বিসর্গ, তদ্ধিত, প্রত্যয়ের মসলা দিয়ে তৈরি কোন্‌ তপোবনে লেখা একটা পুঁথির মতো। তা'র পর দৈবজ্ঞের শেষ কথাটা এই-যে মধুসূদনের ঘরে একদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে ব'লে পূর্ব্ব হ'তেই ঘরে অভাবনীয় সৌভাগ্যের সূচনা। অল্পদিন হ'লো তিনি এসেচেন নববধূকে আশ্রয় ক'রে। এখন থেকে সাবধান। কেননা ইনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবে।

বেঙ্কট শাস্ত্রী ব'ল্‌লে, কোপের লক্ষণ দেখা দিয়েচে। জাতক যদি এখনো সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চ'ল্‌বে। মধুসূদন স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলো। মনে প'ড়ে গেলো বিবাহের দিনেই প্রকাণ্ড সেই মুনফার খবর; আর তা'র কয়দিনের মধ্যেই এই পরাভব। লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন সেটা সৌভাগ্য, কিন্তু তা'র দায়িত্বটা কম ভয়ঙ্কর নয়।

ফেরবার সময় মধুসূদন গাড়িতে স্তব্ধ হ'য়েই ব'সে রইলো। এক সময় নবীন ব'লে উঠ্‌লো, "ঐ বেঙ্কট

শাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করিনে ; নিশ্চয় ও কারো কাছ থেকে তোমার সমস্ত খবর পেয়েচে।”

“ভারি বুদ্ধি তোমার ! যেখানে যতো মানুষ আছে আগে ভাগে তা’র খবর নিয়ে রেখে দিচ্চে ; সোজা কথা কিনা !”

“মানুষ জন্মাবার আগেই তা’র কোটি কোটি কুষ্ঠি লেখার চেয়ে এটা অনেক সোজা। ভৃগুমুনি এতো কাগজ পাবেন কোথায়, আর বেঙ্কট স্বামীর ঐ ঘরে এতো জায়গা হবে কেমন ক’রে ?”

“এক আঁচড়ে হাজারটা কথা লিখ্‌তে জান্‌তেন তাঁরা।”

“অসম্ভব।”

“যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স্‌ ! এখন তর্ক রেখে দাও, সেদিন ওদের বাড়ি থেকে যে-সরকার এসেছিলো, তাকে তুমি নিজে গিয়ে ডেকে এনো। আজই, দেরি ক’রো না।”

দাদাকে ঠকিয়ে নবীনের মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হ’তে লাগ্‌লো। ফন্দীটা এতো সহজ, এর সফলতাটা দাদার পক্ষে এতো হাস্যকর-যে, তারি অমর্য্যাদায় ওকে লজ্জা ও কষ্ট দিলে। দাদাকে উপস্থিত

মতো ছোটো অনেক ফাঁকি অনেকবার দিতে হ'য়েচে, কিছু মনে হয়নি ; কিন্তু এতো ক'রে সাজিয়ে এতো বড়ো ফাঁকি গ'ড়ে তোলার গ্লানি ওর চিত্তকে অশুচি ক'রে রেখে দিলে।

৪২

মধুসূদনের মন থেকে মস্ত একটা ভার গেলো নেমে, আত্মগৌরবের ভার—যে-কঠোর গৌরব-বোধ ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলি পাথর-চাপা দিয়েচে। কুমুর প্রতি ওর মন যখন মুগ্ধ তখনো সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে চলেছিলো লড়াই। যতোই অনন্যগতি হ'য়ে কুমুর কাছে ধরা দিয়েচে, ততোই নিজের অগোচরে কুমুর 'পরে ওর ক্রোধ জ'মেচে। এমন সময়ে স্বয়ং নক্ষত্রদের কাছ থেকে যখন আদেশ এলো-যে লক্ষ্মী এসেচেন ঘরে, তাঁকে খুসি ক'র্‌তে হবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে ওর দেহ মন যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো ; বারবার আপন মনে আবৃত্তি ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—লক্ষ্মী, আমারি ঘরে লক্ষ্মী, আমার ভাগ্যের পরম দান। ইচ্ছে ক'র্‌তে লাগ্‌লো, এখনি সমস্ত সঙ্কোচ

ভাসিয়ে দিয়ে কুমুর কাছে স্তুতি জানিয়ে আসে, ব'লে আসে,'যদি কোনো ভুল ক'রে থাকি, অপরাধ নিয়োনা।' কিন্তু আজ আর সময় নেই, ব্যবসায়ের ভাঙন সারবার কাজে এখনি আপিসে ছুট্‌তে হবে, বাড়িতে খেয়ে যাবার অবকাশ পর্য্যন্ত জুট্‌লো না।

এদিকে সমস্ত দিন কুমুর মনের মধ্যে তোলপাড় চ'লেচে। সে জানে কাল দাদা আস্‌বেন, শরীর তাঁর অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাটা সহজ হবে কি না নিশ্চিত জান্‌বার জন্যে মন উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে। নবীন কোথায় কাজে গেচে, এখনো এলোনা। সে নিঃসন্দেহ জান্‌তো আজ স্বয়ং মধুসূদন এসে বৌরাণীকে সকল রকমে প্রসন্ন ক'র্‌বে; আগে ভাগে কোনো আভাস দিয়ে রসভঙ্গ ক'র্‌তে চায় না।

আজ ছাতে বস্‌বার সুবিধা ছিলো না। কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ ক'রে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি সুরু হ'লো। শীতকালের বাদলা, অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রং নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মন-মরা, সূর্য্যালোক-হীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সঙ্কুচিত। সিঁড়ি থেকে উঠেই—শোবার ঘরে ঢোকবার পথে যে-ঢাকা ছাদ

আছে সেইখানে কুমু মাটিতে ব'সে। থেকে-থেকে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আস্‌চে। আজ এই ছায়া-ম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হ'লো তা'র নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেচে, তারি ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটু মাত্র ফাঁক নেই। যে-দেবতা ওকে ভুলিয়ে আজ এই নিরুপায় নৈরাশ্যের মধ্যে এনে ফেল্‌লে তা'র উপরে যে-অভিমান ওর মনে ধোঁয়াচ্ছিলো আজ সেটা ক্রোধের আগুনে জ্ব'লে উঠ্‌লো। হঠাৎ দ্রুত উঠে পড়্‌লো। ডেস্ক খুলে বের ক'র্‌লে সেই যুগল রূপের পট। রঙীন রেশমের ছিট্‌ দিয়ে সেটা মোড়া। সেই পট আজ ও নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে চায়। যেন চীৎকার ক'রে ব'ল্‌তে চায়, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করিনে। হাত কাঁপচে, তাই গ্রন্থি খুল্‌তে পার্‌চে না ; টানাটানিতে সেটা আরো আঁট হ'য়ে উঠ্‌লো, অধীর হ'য়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। অমনি চিরপরিচিত সেই মূর্ত্তি অনাবৃত হ'তেই আর সে থাক্‌তে পার্‌লে না ; তাকে বুকে চেপে ধ'রে কেঁদে উঠ্‌লো। কাঠের ফ্রেম বুকে যতো বাজে ততোই আরো বেশি চেপে ধরে।

এমন সময়ে শোবার ঘরে এলো মুরলী বেহারা

বিছানা ক'র্‌তে। শীতে কাঁপচে তা'র হাত। গায়ে একখানা জীর্ণ ময়লা র‍্যাপার। মাথায় টাক, রগ টেপা, গাল বসা, কিছু কালের না-কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হ'য়ে উঠেচে। অনতিকাল পূর্ব্বেই সে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলো, শরীরে রক্ত নেই বল্‌লেই হয়, ডাক্তার বলেছিলো কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে যেতে, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি।

কুমু ব'ল্‌লে, "শীত ক'র্‌চে, মুরলী?"

"হাঁ মা, বাদল ক'রে ঠাণ্ডা প'ড়েচে।"

"গরম কাপড় নেই তোমার?"

"খেতাব পাবার দিনে মহারাজা দিয়েছিলেন, নাতীর খাঁসির বেমারী হ'তেই ডাক্তারের কথায় তাকে দিয়েচি মা।"

কুমু একটি পুরোনো ছাই রঙের আলোয়ান পাশের ঘরের আলমারি থেকে বের ক'রে এনে ব'ল্‌লে "আমার এই কাপড়টি তোমাকে দিলুম।"

মুরলী গড় হ'য়ে ব'ল্‌লে, "মাপ করো, মা, মহারাজা রাগ ক'র্‌বেন।"

কুমুর মনে প'ড়ে গেলো এ-বাড়িতে দয়া কর্‌বার পথ সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের জন্যেও-

যে ওর দয়া চাই, পুণ্য-কর্ম্ম তারি পথ। কুমু ক্ষোভের সঙ্গে আলোয়ানটা মাটিতে ফেলে দিলে।

মুরলী হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, "রাণীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ ক'রো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।"

কুমু ব'ল্‌লে, "মুরলী, নবীন ঠাকুরপো যদি বাড়ি এসে থাকেন তাঁকে ডেকে দাও।"

নবীন ঘরে ঢুক্‌তেই কুমু ব'ল্‌লে, "ঠাকুরপো, তোমাকে একটি কাজ ক'র্‌তেই হবে। বলো, ক'র্‌বে?"

"নিজের অনিষ্ট যদি হয় এখনি ক'র্‌বো, কিন্তু তোমার অনিষ্ট হ'লে কিছুতেই ক'র্‌বো না।"

"আমার আর কতো অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করিনে।" ব'লে নিজের হাত থেকে মোটা সোনার বালা জোড়া খুলে ব'ল্‌লে, "আমার এই বালা বেচে দাদার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করাতে হবে।

"কিছু দরকার হবে, না. বৌরাণী, তুমি তাঁকে-যে ভক্তি করো তারি পুণ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন হ'চ্চে।"

"ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বো না। কেবল যদি পারি দেবতার দ্বারে তাঁর জন্যে সেবা পৌঁছিয়ে দেবো।"

"তোমাকে কিছু ক'র্‌তে হবেনা, বৌরাণী। আমরা সেবক আছি কী ক'র্‌তে?"

"তোমরা কী ক'র্‌তে পারো বলো?"

"আমরা পাপিষ্ঠ পাপ ক'র্‌তে পারি। তাই ক'রেও যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তা' হ'লে ধন্য হবো।"

"ঠাকুরপো, এ-কথা নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না।"

"একটুও ঠাট্টা নয়। পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা অনেক শক্ত কাজ, দেবতা যদি তা' বুঝ্‌তে পারেন তা' হ'লে পুরস্কার দেবেন।"

নবীনের কথার ভাবে দেবতার প্রতি উপেক্ষা কল্পনা ক'রে কুমুর মনে স্বভাবত আঘাত লাগ্‌তে পার্‌তো, কিন্তু তা'র দাদাও-যে মনে মনে দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, এই অভক্তির 'পরে সে রাগ ক'র্‌তে পারে না-যে। ছোটো ছেলের দুষ্টুমির 'পরেও মায়ের যেমন সকৌতুক স্নেহ, এই রকম অপরাধের 'পরে ওরও সেই ভাব।

কুমু একটু ম্লান হাসি হেসে ব'ল্‌লে, "ঠাকুরপো,

সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ ক'র্‌তে পারো ; আমাদের-যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ ক'র্‌বো কী ক'রে? দিন-যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাইনে। আমাদের কি দয়া কর্‌বার কোথাও কেউ নেই?"

নবীনের চোখ জলে ভেসে উঠ্‌লো।

"দাদাকে উদ্দেশ ক'রে আমাকে কিছু ক'র্‌তেই হবে ঠাকুরপো, কিছু দিতেই হবে। এই বালা আমার মায়ের, সেই আমার মায়ের হ'য়েই এ বালা আমার দেবতাকে আমি দেবো।"

"দেবতাকে হাতে ক'রে দিতে হয় না বৌরাণী, তিনি এমনি নিয়েচেন। দুদিন অপেক্ষা করো, যদি দেখো তিনি প্রসন্ন হন নি, তা' হ'লে যা' ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো। যে-দেবতা তোমাকে দয়া করেন না তাঁকেও ভোগ দিয়ে আস্‌বো।"

রাত্রি অন্ধকার হ'য়ে এলো—বাইরে সিঁড়িতে ঐ সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। নবীন চম্‌কে উঠ্‌লো, বুঝলে দাদা আস্‌চে। পালিয়ে গেলো না, সাহস ক'রে দাদার জন্যে অপেক্ষা ক'রেই রইলো। এদিকে কুমুর

মন এক মুহূর্ত্তে নিরতিশয় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো। এই অদৃশ্য বিরোধের ধাক্কাটা এমন প্রবল বেগে যখন তা'র প্রত্যেক নাড়ীকে চমকিয়ে তুল্‌লে বড়ো ভয় হ'লো। এ পাপ কেন তাকে এতো দুর্জ্জয় বলে পেয়ে ব'সেচে?

হঠাৎ কুমু নবীনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ঠাকুরপো, কাউকে জানো যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারেন?"

"কী হবে বৌরাণী?"

"নিজের মনকে নিয়ে-যে পেরে উঠ্‌চিনে!"

"সে তোমার মনের দোষ নয়।"

"বিপদটা বাইরের, দোষটা মনের, দাদার কাছে এই কথা বার বার শুনেচি।"

"তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন—ভয় ক'রো না।"

"সেদিন আমার আর আস্‌বে না।"

মধুসূদনের বিষয়-বুদ্ধির সঙ্গে তা'র ভালোবাসার আপোষ হ'য়ে যেতেই সেই ভালোবাসা মধুসূদনের সমস্ত কাজ কর্ম্মের উপর দিয়েই যেন উপ্‌চে ব'য়ে যেতে লাগ্‌লো। কুমুর সুন্দর মুখে তা'র ভাগ্যের বরাভয় দান। পরাভবটি কেটে যাবে আজই পেলো তা'র

আভাস। কাল যারা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলো আজ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সুর ফিরিয়ে ওকে চিঠি লিখেচে। মধুসূদন যেই তালুকটা নিজের নামে কিনে নেবার প্রস্তাব ক'র্‌লে অমনি কারো কারো মনে হ'লো ঠক্‌লুম বুঝি। কেউ কেউ এমনো ভাব প্রকাশ ক'র্‌লে যে কথাটা আর একবার বিচার করা উচিত।

গরহাজির অপরাধে আপিসের দরোয়ানের অর্দ্ধেক মাসের মাইনে কাটা গিয়েছিলো, আজ টিফিনের সময় মধুসূদনের পা জড়িয়ে ধরবামাত্র মধুসূদন তাকে মাপ ক'রে দিলে। মাপ কর্‌বার মানে নিজের পকেট থেকে দরোয়ানের ক্ষতিপূরণ। যদিচ খাতায় জরিমানা র'য়ে গেলো; নিয়মের ব্যত্যয় হবার জো নেই।

আজকের দিনটা মধু-র পক্ষে বড়ো আশ্চর্য্যের দিন। বাইরে আকাশটা মেঘে ঘোলা, টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্‌চে, কিন্তু এতে ক'রে ওর ভিতরের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিলে। আপিস থেকে ফিরে এসে রাত্রে আহারের সময়ের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মধুসূদন বাইরের ঘরে কাটাতো। বিয়ের পরে কয়দিন অসময়ে নিয়মের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যাবার বেলায় লোকের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা ক'রেচে। আজ সশব্দ পদক্ষেপে বাড়িশুদ্ধ

সবাইকে যেন জানিয়ে দিতে চাইলে-যে সে চ'লেচে কুমুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। আজ বুঝেচে পৃথিবীর লোকে ওকে ঈর্ষা ক'র্‌তে পারে এতো বড়ো ওর সৌভাগ্য।

খানিকক্ষণের জন্যে বৃষ্টি ধ'রে গেচে। তখনো সব ঘরে আলো জ্বলেনি। আন্দিবুড়ী ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্চে; একটা চামচিকে উঠোনের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠনজ্বালা অন্তঃপুরের পথ পর্য্যন্ত কেবলি চক্রপথে ঘুর্‌চে। বারান্দায় পা মেলে দিয়ে দাসীরা উরুর উপরে প্রদীপের স'ল্‌তে পাকাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে ঘোমটা টেনে দৌড় দিলে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শ্যামাসুন্দরী, হাতে বাটাতে ছিলো পান। মধুসূদন আপিস থেকে এলে নিয়ম মতো এই পান সে বাইরে পাঠিয়ে দিতো। সবাই জানে, ঠিক মধুসূদনের রুচির মতো পান শ্যামাসুন্দরীই সাজতে পারে; এইটে জানার মধ্যে আরো কিছু-একটু জানার ইসারা ছিলো। সেই জোরে পথের মধ্যে শ্যামা মধু-র সাম্‌নে বাটা খুলে ধ'রে ব'ল্‌লে, "ঠাকুরপো, তোমার পান সাজা আছে, নিয়ে যাও।" আগে হ'লে এই উপলক্ষে দুটো একটা কথা হ'তো, আর সেই কথায় অল্প একটু মধুর রসের আমেজও লাগ্‌তো। আজ কী

হ'লো কে জানে, পাছে দূর থেকেও শ্যামার ছোঁয়াচ লাগে সেইটে এড়িয়ে পান না নিয়ে মধুসূদন দ্রুত চ'লে গেলো। শ্যামার বড়ো বড়ো চোখ দুটো অভিমানে জ্ব'লে উঠ্‌লো, তারপরে ভেসে গেলো অশ্রুজলের মোটা মোটা ফোঁটায়। অন্তর্যামী জানেন শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে।

মধুসূদন ঘরে ঢুক্‌তেই নবীন কুমুর পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "গুরুর কথা মনে রইলো, খোঁজ ক'রে দেখ্‌বো।" দাদাকে ব'ল্‌লে, "বৌরাণী গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্র উপদেশ শুন্‌তে চান। আমাদের গুরুঠাকুর আছেন, কিন্তু—"

মধুসূদন উত্তেজনার স্বরে ব'লে উঠ্‌লো, "শাস্ত্র উপদেশ! আচ্ছা সে দেখ্‌বো এখন, তোমাকে কিছু ক'র্‌তে হবে না।"

নবীন চ'লে গেলো।

মধুসূদন আজ সমস্ত পথ মনে-মনে আবৃত্তি ক'র্‌তে ক'র্‌তে এসেছিলো, "বড়ো বৌ, তুমি এসেচো আমার ঘর আলো হ'য়েচে।" এরকম ভাবের কথা বল্‌বার অভ্যাস ওর একেবারেই নেই। তাই ঠিক ক'রেছিলো, ঘরে ঢুকেই দ্বিধা না ক'রে প্রথম ঝোঁকেই সে ব'ল্‌বে।

কিন্তু নবীনকে দেখেই কথাটা গেলো ঠেকে। তা'র উপরে এলো শাস্ত্র উপদেশের প্রসঙ্গ, ওর মুখ দিলে একেবারে বন্ধ ক'রে। অন্তরে যে-আয়োজনটা চ'ল্‌ছিলো, এই একটুখানি বাধাতেই নিরস্ত হ'য়ে গেলো। তারপরে কুমুর মুখে দেখ্‌লে একটা ভয়ের ভাব, দেহ মনের একটা সঙ্কোচ। অন্যদিন হ'লে এটা চোখে প'ড়্‌তো না। আজ ওর মনে যে-একটা আলো জ্ব'লেচে তাতে দেখ্‌বার শক্তি হ'য়েচে প্রবল, কুমু সম্বন্ধে চিত্তের স্পর্শ-বোধ হ'য়েচে সূক্ষ্ম। আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা—এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার ব'লে ঠেক্‌লো। তবু মনে-মনে পণ ক'র্‌লে বিচলিত হবে না, কিন্তু যা' সহজে হ'তে পার্‌তো সে আর সহজ রইলো না।

একটু চুপ ক'রে থেকে মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বড়ো বৌ, চ'লে যেতে ইচ্ছে ক'র্‌চো? একটুখন থাক্‌বে না?"

মধুসূদনের কথা আর তা'র গলার স্বর শুনে কুমু বিস্মিত। ব'ল্‌লে, "না, যাবো কেন?"

"তোমার জন্যে একটি জিনিষ এনেচি খুলে দেখো।" ব'লে তা'র হাতে ছোটো একটি সোনার কৌটো দিলে।

কৌটো খুলে কুমু দেখ্‌লে দাদার দেওয়া সেই নীলার আঙটি। বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠ্‌লো, কী ক'র্‌বে ভেবে পেলো না।

"এই আঙটি তোমায় পরিয়ে দিতে দেবে?"

কুমু হাত বাড়িয়ে দিলে। মধুসূদন কুমুর হাত কোলের উপর ধ'রে খুব আস্তে আস্তে আঙটি পরাতে লাগ্‌লো। ইচ্ছে ক'রেই সময় নিলে একটু বেশি। তারপরে হাতটি তুলে ধ'রে চুমো খেলে, ব'ল্‌লে, "ভুল ক'রেছিলুম তোমার হাতের আঙটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে কোনো দোষ নেই।"

কুমুকে মার্‌লে এর চেয়ে কম বিস্মিত হ'তো। ছেলেমানুষের মতো কুমুর এই বিস্ময়ের ভাব দেখে মধুসূদনের লাগ্‌লো ভালো। দানটা-যে সামান্য নয় কুমুর মুখভাবে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন আরো কিছু হাতে রেখেচে, সেইটে প্রকাশ ক'র্‌লে; ব'ল্‌লে, "তোমাদের বাড়ির কালু মুখুজ্জে এসেচে, তাকে দেখ্‌তে চাও?"

কুমুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "কালুদা!"

"তাকে ডেকে দিই। তোমরা কথাবার্ত্তা কও, ততোক্ষণ আমি খেয়ে আসিগে।"

কৃতজ্ঞতায় কুমুর চোখ ছল ছল ক'রে এলো।

৪৬

চাটুজ্জে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। সমস্ত বিশ্বাসের কাজ এর হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়। এর কোনো এক পূর্ব্বপুরুষ চাটুজ্জেদের জন্যে জেল খেটেচে। কালু আজ বিপ্রদাসের হ'য়ে এক কিস্তি সুদ দিয়ে রসিদ নিতে মধুসূদনের আপিসে এসেছিলো। বেঁটে, গৌরবর্ণ, পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা, ড্যাবড্যাবা চোখ, তা'র উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা, সযত্নে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতিপরা এবং প্রভু-পরিবারের মর্য্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরানো দামী জামিয়ার গায়ে। আঙুলে একটা আঙটি—তা'র পাথরটা নেহাৎ কম দামী নয়।

কালু ঘরে প্রবেশ ক'রতে কুমু তাকে প্রণাম ক'রলে। তুজনে ব'স্‌লো কার্পেটের উপর। কালু ব'ল্‌লে, "ছোটো খুকী, এইতো সেদিন চ'লে এলে, দিদি, কিন্তু মনে হ'চ্চে যেন কতো বৎসর দেখিনি।"

"দাদা কেমন আছেন আগে বলো।"

"বড়ো বাবুর জন্যে বড়ো ভাবনায় কেটেচে। তুমি

যেদিন চ'লে এলে তা'র পরের দিনে খুব বাড়াবাড়ি হ'য়েছিলো। কিন্তু অসম্ভব জোরালো শরীর কিনা, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সাম্‌লে নিলেন। ডাক্তাররা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেচে।"

"দাদা কাল আসচেন?"

"তাই কথা ছিলো। কিন্তু আরো দুটো দিন দেরি হবে। পূর্ণিমা প'ড়েচে, সকলে তাঁকে বারণ ক'রলে, কী জানি যদি আবার জ্বর আসে। সে যেন হ'লো, কিন্তু তুমি কেমন আছো দিদি?"

"আমি বেশ ভালোই আছি।"

কালু কিছু ব'ল্‌তে ইচ্ছে ক'রলো না, কিন্তু কুমুর মুখের সে-লাবণ্য গেলো কোথায়? চোখের নীচে কালি কেন? অমন চিকন রঙ তা'র ফেকাশে হ'য়ে গেলো কী জন্যে? কুমুর মনে একটা প্রশ্ন জাগ্‌চে, সেটা সে মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পার্‌চে না,—"দাদা আমাকে মনে ক'রে কি কিছু ব'লে পাঠান নি?" তা'র সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরের মতোই যেন কালু ব'ল্‌লে, "বড়ো বাবু আমার হাত দিয়ে তোমাকে একটি জিনিষ পাঠিয়েচেন।"

কুমু ব্যগ্র হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কী পাঠিয়েচেন, কই সে?"

"সেটা বাইরে রেখে এসেচি।"

"আন্‌লে না কেন?"

"ব্যস্ত হ'য়োনা দিদি। মহারাজা ব'ল্‌লেন তিনি নিজে নিয়ে আসবেন।"

"কী জিনিষ বলো আমাকে?"

"ইনি-যে আমাকে ব'ল্‌তে বারণ ক'রলেন।" ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে কালু ব'ল্‌লে, "বেশ আদর যত্নে তোমাকে রেখেচে—বড়ো বাবুকে গিয়ে ব'ল্‌বো, কতো খুসি হবেন। প্রথম দুদিন তোমার খবর পেতে দেরি হ'য়ে তিনি বড়ো ছট্‌ফট্ ক'রেচেন। ডাকের গোলমাল হ'য়েছিলো, শেষকালে তিনটে চিঠি এক সঙ্গে পেলেন।"

ডাকের গোলমাল হবার কারণটা-যে কোনখানে কুমু তা আন্দাজ ক'রতে পার্‌লে।

কালুদাকে কুমু খেতে ব'ল্‌তে চায়, সাহস ক'রতে পার্‌চে না। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কালুদা, এখনো তোমার খাওয়া হয়নি।"

"দেখেচি, ক'ল্‌কাতায় সন্ধ্যের পর খেলে আমার সহ্য হয় না, দিদি, তাই আমাদের বামসদয় কবিরাজের

কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্চি। বিশেষ কিছু তো ফল হ'লো না।"

কালু বুঝেছিলো, বাড়ির নতুন বৌ, এখনো কর্ত্তৃত্ব হাতে আসেনি, মুখ ফুটে খাওয়াবার কথা ব'ল্‌তে পার্‌বে না, কেবল কষ্ট পাবে।

এমন সময় মোতির মা দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে ব'ল্‌লে, "তোমাদের ওখান থেকে মুখুজ্জে মশায় এসেচেন, তাঁর জন্যে খাবার তৈরি। নীচের ঘরে তাঁকে নিয়ে এসো, খাইয়ে দেবে।"

কুমু ফিরে এসেই ব'ল্‌লে, "কালুদা, তোমার কবিরাজের কথা রেখে দাও, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।"

"কী বিভ্রাট! এ-যে অত্যাচার! আজ থাক না-হয় আর একদিন হবে।"

"না, সে হবে না,—চলো।"

শেষকালে আবিষ্কার করা গেলো, মকরধ্বজের বিশেষ ফল হ'য়েচে, ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব প্রকাশ পেলো না।

কালুদাদাকে খাওয়ানো শেষ হ'তেই কুমু শোবার

ঘরে চ'লে এলো। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতোদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধ'রেচে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুর-ধারের চাতালে কতো নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েচে—মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুরবেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগ্‌তো, জান্‌তো না তা'র অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হ'য়ে উঠেচে। বুঝতে পারেনি-যে ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েচে মায়া মেলে, ওর যুগলরূপের উপাসনায় সেই ক'রেচে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেচে ওর চিত্তের অলক্ষ্য-পুরে এসরাজে মূলতানের মীড়ে মূর্চ্ছনায়। ওর প্রথম যৌবনের সেই না-পাওয়া মনের মানুষের কতো আভাস ছিলো ওদের সেখানকার বাড়ির কতো জায়গায়, সেখানকার চিলে কোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেতো গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা শর্ষে ক্ষেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা, যেখানে ব'সে পাঁচিলের ছ্যাৎলাপড়া সবুজে কালোয় মেশা

নানা রেখায় যেন কোন্ পুরাতন বিস্মৃত-কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি,—দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে শাদা পালগুলো দেখতে পেতো, দিগন্তের গায়ে গায়ে চ'লেচে যেন মনের নিরুদ্দেশ-কামনার মতো। প্রথম যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেচে ক'লকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর ভান ক'রে ওকে অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে! অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেলো মিলিয়ে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন কখন পিছনে এসে দেয়ালে-ঝোলানো আয়নায় কুমুর মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইলো। বুঝতে পারলে কুমুর মন যেখানে হারিয়ে গেচে সেই অদৃশ্য অজানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিছুতেই চ'লবে না। অন্য দিন হ'লে কুমুর এই আনমনা ভাব দেখলে রাগ হ'তো। আজ শান্ত বিষাদের সঙ্গে কুমুর পাশে এসে ব'স্‌লো; ব'ল্‌লে, "কী ভাবচো বড়ো বউ ?"

কুমু চ'ম্‌কে উঠ্‌লো। মুখ ফেকাশে হ'য়ে গেলো। মধুসূদন ওর হাত চেপে ধ'রে নাড়া দিয়ে

ব'ল্‌লে, "তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না ?"

এ-কথার উত্তর কুমু ভেবে পেলে না। কেন ধরা দিতে পারচে না সে-প্রশ্ন ও-যে নিজেকেও করে। মধুসূদন যখন কঠিন ব্যবহার ক'রছিলো তখন উত্তর সহজ ছিলো, ও যখন নতি স্বীকার করে তখন নিজেকে নিন্দে করা ছাড়া কোনো জবাব পায় না। স্বামীকে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রতে না-পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হ'লো ? মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতী সাবিত্রী হ'য়ে ওঠা। সেই লক্ষ্য হ'তে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়—তাই আজ ব্যাকুল হ'য়ে কুমু মধুসূদনকে ব'ল্‌লে, "তুমি আমাকে দয়া করো।"

"কিসের জন্যে দয়া ক'রতে হবে ?"

"আমাকে তোমার ক'রে নাও—হুকুম করো, শাস্তি দাও। আমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই।"

শুনে বড়ো দুঃখে মধুসূদনের হাসি পেলো। কুমু সতীর কর্ত্তব্য ক'র্‌তে চায়। কুমু যদি সাধারণ গৃহিণী মাত্র হ'তো, তাহ'লে এইটুকুই যথেষ্ট হ'তো, কিন্তু

কুমু-যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি, সেই বেশিটুকুকে পাবার জন্যে ও যতোই মূল্য হাঁক্‌চে সবই ব্যর্থ হ'চ্চে। ধরা প'ড়্‌চে নিজের খর্ব্বতা। কুমুর সঙ্গে নিজের তুর্লঙ্ঘ্য অসাম্য ব্যাকুলতা কেবলি বাড়িয়ে তুল্‌চে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুসূদন ব'ল্‌লে, "একটি জিনিষ যদি দিই তো কী দেবে বলো।"

কুমু বুঝ্‌তে পার্‌লে দাদার দেওয়া সেই জিনিষ, ব্যগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

"যেমন জিনিষটি তা'রই উপযুক্ত দাম নেবো কিন্তু," ব'লে খাটের নীচে থেকে রেশমের খোল দিয়ে মোড়া একটি এসরাজ বের ক'রে তা'র মোড়কটি খুলে ফেল্‌লে। কুমুর সেই চিরপরিচিত এসরাজ, হাতির দাঁতে খচিত। বাড়ি থেকে চ'লে আসবার সময় এইটি ফেলে এসেছিলো।

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "খুসি হ'য়েচো তো। এইবার দাম দাও।"

মধুসূদন কী দাম চায় কুমু বুঝ্‌তে পার্‌লে না, চেয়ে রইলো। মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বাজিয়ে শোনাও আমাকে।"

এটা বেশি কিছু নয়, তবু বড়ো শক্ত দাবী। কুমু এইটুকু আন্দাজ ক'রতে পেরেচে-যে মধুসূদনের মনে সঙ্গীতের রস নেই। এর সামনে বাজানোর সঙ্কোচ কাটিয়ে তোলা কঠিন। কুমু মুখ নীচু ক'রে এসবাজের ছড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলো। মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বাজাও-না বড়ো বৌ, আমার সাম্‌নে লজ্জা ক'রো না।"

কুমু ব'ললে, "সুর বাঁধা নেই।"

"তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলোনা কেন ?"

কথাটার সত্যতায় কুমুর মনে তখনি ঘা লাগ্‌লো ; ব'ল্‌লে, "যন্ত্রটা ঠিক ক'রে রাখি, তোমাকে আরেক দিন শোনাবো।"

"কবে শোনাবে ঠিক ক'রে বলো। কাল ?"

"আচ্ছা, কাল।"

"সন্ধেবেলায় আপিস থেকে ফিরে এলে ?"

"হাঁ, তাই হবে।"

"এসবাজটা পেয়ে খুব খুসি হ'য়েচো ?"

"খুব খুসি হ'য়েচি।"

শালের ভিতর থেকে একটা চামড়ার কেস বের

ক'রে মধুসূদন ব'ল্‌লে, "তোমার জন্যে যে-মুক্তার মালা কিনে এনেচি, এটা পেয়ে ততোখানিই খুসি হবে না ?"

এমনতরো মুস্কিলের প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করা ? কুমু চুপ ক'রে এসরাজের ছড়িটা নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগলো।

"বুঝেচি, দরখাস্ত নামঞ্জুর।"

কুমু কথাটা ঠিক বুঝ্‌লে না।

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেবো ইচ্ছে ছিলো—কিন্তু তা'র আগেই ডিস্‌মিস্‌।"

কুমুর সামনে মেজের উপর গয়নাটা রইলো খোলা। দুজনে কেউ একটিও কথা ব'ল্‌লে না। থেকে থেকে কুমু যে-রকম স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে যায়, তেমনি হ'য়ে রইলো। একটু পরে যেন সচেতন হ'য়ে মালাটা তুলে নিয়ে গলায় প'র্‌লে, আর মধুসূদনকে প্রণাম ক'র্‌লে। ব'ল্‌লে, "তুমি আমার বাজনা শুন্‌বে ?"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "হাঁ শুনবো।"

"এখনি শোনাবো," ব'লে এসরাজের সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ ক'রলে ; ভুলে গেলো ঘরে

কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌঁছ'লো ছায়ানটে। যে-গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধ'রলো, "ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।" সুরের আকাশে রঙীন ছায়া ফেলে এলো সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েচে, প্রাণে পেয়েচে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন র'য়ে গেলো— "ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।"

মধুসূদন সঙ্গীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ব-বিস্মৃত মুখের উপর যে-সুর খেলছিলো, এসরাজের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কুমুর আঙুল-ছোঁওয়ার যে-ছন্দ নেচে উঠ্‌ছিলো তাই তা'র বুকে দোল দিলে, মনে হ'তে লাগ্‌লো ওকে যেন কে বরদান ক'র্‌চে। আনমনে বাজাতে বাজাতে কুমু হঠাৎ একসময়ে দেখ্‌তে পেলে মধুসূদন তা'র মুখের উপর একদৃষ্টে চেয়ে, অমনি হাত গেলো থেমে, লজ্জা এলো, বাজনা বন্ধ ক'রে দিলে।

মধুসূদনের মন দাক্ষিণ্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, "বড়ো বউ, তুমি কী চাও বলো।" কুমু যদি ব'ল্‌তো, কিছুদিন দাদার সেবা ক'র্‌তে চাই, মধুসূদন তাতেও রাজি হ'তে পার্‌তো; কেননা আজ কুমুর গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলি চেয়ে চেয়ে সে নিজেকে

ব'ল্‌ছিলো, "এইতো আমার ঘরে এসেচে, এ কী আশ্চর্য্য সত্য।"

কুমু এসরাজ মাটিতে রেখে, ছড়ি ফেলে চুপ ক'রে রইলো।

মধুসূদন আর-একবার অনুনয় ক'রে ব'ল্‌লে, "বড়ো বউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।"

কুমু ব'ল্‌লে, "মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।"

কুমু যদি ব'ল্‌তো কিছু চাইনে, সেও ছিলো ভালো, কিন্তু মুরলী বেহারার জন্যে গায়ের কম্বল! যে দিতে পারে মাথার মুকুট, তা'র কাছে চাওয়া জুতোর ফিতে!

মধুসূদন অবাক। রাগ হ'লো বেহারাটার উপর। ব'ল্‌লে, "লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত ক'র্‌চে?"

"না, আমি আপনিই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিলোনা। তুমি যদি হুকুম করো তবে সাহস ক'রে নেবে।"

মধুসূদন স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। খানিক পরে ব'ল্‌লে,

"ভিক্ষে দিতে চাও! আচ্ছা দেখি, কই তোমার আলোয়ান।"

কুমু তা'র সেই অনেক দিনের পরা বাদামী রঙের আলোয়ান নিয়ে এলো। মধুসূদন সেটা নিয়ে নিজের গায়ে জড়ালো। টিপায়ের উপরকার ছোটো ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে একজন বুড়ি দাসী এলো; তাকে ব'ল্‌লে, "মুরলী বেহারাকে ডেকে দাও।"

মুরলী এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালো; শীতে ও ভয়ে তা'র জোড়া হাত কাঁপচে।

"তোমার মা-জি তোমাকে বকশিষ দিয়েচেন," ব'লে মধুসূদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের ক'রে তা'র ভাঁজ খুলে সেটা দিলে কুমুর হাতে। এ-রকম অকারণে অযাচিত দান মধুসূদনের দ্বারা জীবনে কখনো ঘটে নি। অসম্ভব ব্যাপারে মুরলী বেহারার ভয় আরো বেড়ে উঠ্‌লো, দ্বিধা কম্পিত স্বরে ব'ল্‌লে, "হুজুর—"

"হুজুর কিরে বেটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যতো খুসি গরম কাপড় কিনে নিস্।"

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হ'লো—সেই সঙ্গে

সেদিনকার আর সমস্তই যেন শেষ হ'য়ে গেলো। যে-স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিলো সে গেলো হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে-ঢেউ চিত্ত-সঙ্কীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিলো তাও সামান্য বেহারার জন্যে তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেলো নেমে। এর পরে সহজে কথাবার্ত্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য। আজ সন্ধের সময় সেই তালুক-কেনা ব্যাপার নিয়ে লোক এসে বাইরের ঘরে অপেক্ষা ক'র্‌চে, এ-কথাটা মধুসূদনের মনেই ছিলো না। এতক্ষণ পরে চম্‌কে উঠে ধিক্কার হ'লো নিজের উপরে। উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "কাজ আছে, আসি।" দ্রুত চ'লে গেলো।

পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই ব'ল্‌লে, "ঘরে আছো?"

শ্যামাসুন্দরী আজ খায়নি; একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজেয় মাদুরেব উপর অবসন্ন ভাবে শুয়েছিলো। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কী ঠাকুরপো?"

"পান দিলে না আমাকে?"

৪৪

বাইরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে একটি মানুষ এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো—হাব্লু। কম সাহস না। মধুসূদনকে যমের মতো ভয় করে, তবু ছিলো কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হ'য়ে। সেদিন মধুসূদনের কাছে তাড়া খাওয়ার পর থেকে জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সুবিধে হয়নি, মনের ভিতর ছট্‌ফট্‌ ক'রেচে। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আসা নিরাপদ ছিলো না। কিন্তু ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা যখন ঘরকন্নার কাজে চ'লে গেচে এমন সময়ে কানে এলো এসরাজের সুর। কী বাজচে জানতো না, কে বাজাচ্চে বুঝ্তে পারেনি, জ্যাঠাইমার ঘর থেকে আস্‌চে এটা নিশ্চিত : জ্যাঠা-মশায় সেখানে নেই এই তা'র বিশ্বাস, কেন না তাঁর সাম্‌নে কেউ বাজনা বাজাতে সাহস ক'র্‌বে এ-কথা সে মনেই ক'র্‌তে পারে না। উপরের তলায় দরজার কাছে এসে জ্যাঠামশায়ের জুতোজোড়া দেখেই পালাবার উপক্রম ক'র্‌লে। কিন্তু যখন বাইরে থেকে চোখে প'ড়্‌লো ওর জ্যাঠাইমা নিজে বাজাচ্চেন, তখন কিছুতেই পালাতে পা স'র্‌লো না। দরজার আড়ালে

লুকিয়ে শুন্‌তে লেগেচে। প্রথম থেকেই জ্যাঠাইমাকে ও জানে আশ্চর্য্য, আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। মধুসূদন চ'লে যেতেই মনের উচ্ছ্বাস আর ধ'রে রাখতে পার্‌লে না—ঘরে ঢুকেই কুমুর কোলে গিয়ে ব'সে গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে ব'ল্‌লে, "জ্যাঠাইমা!"

কুমু তাকে বুকে চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "একি তোমার হাত-যে ঠাণ্ডা! বাদলার হাওয়া লাগিয়েচো বুঝি।"

হাব্‌লু কোনো উত্তর ক'রলে না, ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলে জ্যাঠাইমা এখনি বুঝি বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবে। কুমু তাকে শালের মধ্যে ঢেকে নিয়ে নিজের দেহের তাপে গরম ক'রে ব'ল্‌লে, "এখনো শুতে যাওনি গোপাল?"

"তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। কেমন ক'রে বাজাতে পার্‌লে, জ্যাঠাইমা?"

"তুমি যখন শিখ্‌বে তুমিও পার্‌বে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে?"

এমন সময় মোতির মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই ব'লে উঠ্‌লো, "এই বুঝি দস্যি, এখানে লুকিয়ে ব'সে! আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্চি। এদিকে সন্ধ্যা বেলায় ঘরের বাইরে দু পা চ'ল্‌তে গা ছম্ ছম্ করে,

জ্যাঠাইমার কাছে আস্‌বার সময় ভয় ডর থাকে না। চল্ শুতে চল্।"

হাব্‌লু কুমুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে রইলো।

কুমু ব'ল্‌লে, "আহা, থাকনা আর-একটু।"

"এমন ক'রে সাহস বেড়ে গেলে শেষকালে বিপদে প'ড়্‌বে। ওকে শুইয়ে আমি এখনি আস্‌চি।"

কুমুর বড়ো ইচ্ছে হ'লো হাব্‌লুকে কিছু দেয়, খাবার কিম্বা খেলার জিনিষ। কিন্তু দেবার মতো কিছু নেই, তাই ওকে চুমো খেয়ে ব'ল্‌লে, "আজ শুতে যাও, লক্ষ্মী ছেলে, কাল দুপুর বেলা তোমাকে বাজনা শোনাবো।"

হাব্‌লু করুণ মুখে উঠে মায়ের সঙ্গে চ'লে গেলো।

কিছুক্ষণ পরেই মোতির মা ফিরে এলো। নবীনের ষড়যন্ত্রের কী ফল হ'লো তাই জান্‌বার জন্যে মন অস্থির হ'য়ে আছে। কুমুর কাছে ব'সেই চোখে প'ড়লো, তা'র হাতে সেই নীলার আঙটি। বুঝলে-যে কাজ হ'য়েচে। কথাটা উত্থাপন কর্‌বার উপলক্ষ স্বরূপ ব'ল্‌লে, "দিদি, তোমার এই বাজনাটা পেলে কেমন ক'রে?"

কুমু ব'ল্‌লে, "দাদা পাঠিয়ে দিয়েচেন।"

"বড়ো ঠাকুর তোমাকে এনে দিলেন বুঝি ?"

কুমু সংক্ষেপে ব'ল্‌লে "হাঁ।"

মোতির মা কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে উল্লাস বা বিস্ময়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে না।

"তোমার দাদার কথা কিছু ব'ল্‌লেন কি ?"

"না।"

"পর্শু তিনি তো আস্‌বেন, তাঁর কাছে তোমার যাবার কথা উঠ্‌লো না ?"

"না, দাদার কোনো কথা হয়নি।"

"তুমি নিজেই চাইলে না কেন, দিদি ?"

"আমি ওঁর কাছে আর যা-কিছু চাইনে কেন, এটা পার্‌বো না।"

"তোমার চাবার দরকার হবে না, তুমি অমনিই ওঁর কাছে চ'লে যেয়ো। বড়ো ঠাকুর কিছুই ব'ল্‌বেন না।"

মোতির মা এখনো একটা কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি-যে মধুসূদনের অনুকূলতা কুমুর পক্ষে সঙ্কট হ'য়ে উঠেচে ; এর বদলে মধুসূদন যা' চায় তা' ইচ্ছে ক'র্‌লেও কুমু দিতে পারে না। ওর হৃদয় হ'য়ে গেচে দেউলে। এই জন্যেই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ

ক'রে ঋণ বাড়াতে এতো সঙ্কোচ। কুমুর এমনো মনে হ'য়েচে-যে, দাদা যদি আর কিছুদিন দেরি ক'রে আসে তো সেও ভালো।

একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে মোতির মা ব'ল্‌লে, "আজ মনে হ'লো বড়ো ঠাকুরের মন যেন প্রসন্ন।"

সংশয়ব্যাকুল চোখে কুমু মোতির মার মুখে তাকিয়ে ব'ললে, "এ-প্রসন্নতা কেন ঠিক বুঝতে পারিনে, তাই আমার ভয় হয়; কী ক'র্‌তে হবে ভেবে পাইনে।"

কুমুর চিবুক ধ'রে মোতির মা ব'ল্‌লে, "কিছুই ক'র্‌তে হবে না; এটুকু বুঝতে পার্‌চো না, এতোদিন উনি কেবল কারবার ক'রে এসেচেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। একটু একটু ক'রে যতোই চিন্‌চেন ততোই তোমার আদর বাড়চে।"

"বেশি দেখ্‌লে বেশি চিন্‌বেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই দেখ্‌তে পাচ্চি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা প'ড়্‌বে। সেই জন্যেই হঠাৎ যখন দেখি উনি খুসি হ'য়েচেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠ'কেচেন। যেই সেটা ফাঁস হবে সেই আরো রেগে উঠবেন। সেই

রাগটাই-যে সত্য, তাই তাকে আমি তেমন ভয় করিনে।”

“তোমার দাম তুমি কি জানো দিদি! যেদিন এদের বাড়িতে এসেচো, সেই দিনই তোমার পক্ষ থেকে যা’ দেওয়া হ’লো, এরা সবাই মিলে তা’ শুধ্‌তে পার্‌বে না। আমার কর্ত্তাটি তো একেবারে মরিয়া, তোমার জন্যে সাগর লঙ্ঘন না ক’র্‌তে পার্‌লে স্থির থাক্‌তে পার্‌চেন না। আমি যদি তোমাকে না ভালো বাসতুম তবে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হ’য়ে যেতো।”

কুমু হাস্‌লে, ব’ল্‌লে, “কতো ভাগ্যে এমন দেবর পেয়েচি।”

“আর তোমার এই জা-টি বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু না কেতু।”

“তোমাদের একজনের নাম ক’র্‌লে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।”

মোতির মা ডান হাত দিয়ে কুমুর গলা জড়িয়ে ধ’রে ব’ল্‌লে, “আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।”

“কী বলো।”

"আমার সঙ্গে তুমি 'মনের কথা' পাতাও।"

"সে বেশ কথা, ভাই। প্রথম থেকে মনে-মনে পাতানো হ'য়েই গেচে।"

"তা হ'লে আমার কাছে কিছু চেপে রেখোনা। আজ তুমি অমন মুখটি ক'রে কেন আছ কিছুই বুঝতে পারচিনে।"

খানিকক্ষণ মোতির মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কমু ব'ল্লে, "ঠিক কথা ব'ল্বো? নিজেকে আমার কেমন ভয় ক'রচে।"

"সে কী কথা! নিজেকে কিসের ভয়?"

"আমি এতোদিন নিজেকে যা' মনে ক'র্তুম আজ হঠাৎ দেখ্চি তা' নই। মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েই এসেছিলুম। দাদারা যখন দ্বিধা ক'রেচেন, আমি জোর ক'রেই নতুন পথে পা বাড়িয়েচি। কিন্তু যে-মানুষটা ভরসা ক'রে বের'লো তাকে আজ কোথাও দেখ্তে পাচ্চিনে।"

"তুমি ভালোবাস্তে পার্চো না। আচ্ছা আমার কাছে লুকিয়ো না, সত্যি ক'রে বলো, কাউকে কি ভালোবেসেচো? ভালোবাসা কাকে বলে তুমি কি জানো?"

"যদি বলি জানি, তুমি হাস্‌বে। সূর্য্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভ'রে ভালোবাসা তেমনি ক'রেই জেগেছিলো। কেবলি মনে হ'য়েচে সূর্য্য উঠ্‌লো ব'লে। সেই সূর্য্যোদয়ের কল্পনা মাথায় ক'রেই আমি বেরিয়েচি, তীর্থের জল নিয়ে—ফুলের সাজি সাজিয়ে। যে-দেবতাকে এতোদিন সমস্ত মন দিয়ে মেনে এসেচি, মনে হ'য়েচে তাঁর উৎসাহ পেলুম। যেমন ক'রে অভিসারে বেরোয় তেমনি ক'রেই বেরিয়েচি। অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার ব'লে মনেই হয়নি, আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কী দেখ্‌লুম, বাইরেই বা কী দেখ্‌চি! এখন বছরের পর বছর, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাট্‌বে কী ক'রে?"

"তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাস্‌তে পার্‌বে না মনে করো?"

"পার্‌তুম ভালোবাস্‌তে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমতো ক'রে নেওয়া সহজ হ'তো। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েচেন। আজ সব জিনিষ কড়া হ'য়ে আমাকে বাজ্‌চে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষ্‌ড়ে তুলে দিলো, তাই চারিদিকে

সবই আমাকে লাগ্‌চে, কেবলি লাগ্‌চে, যা' কিছু ছুঁই তাতেই চম্‌কে উঠি। এর পরে কড়া প'ড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো স'য়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাবো না তো।"

"বলা যায় না ভাই।"

"খুব বলা যায়। আজ আমার মনে একটুমাত্র মোহ নেই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মতো স্পষ্ট হ'য়ে গেচে। নিজেকে একটু ভোলাবার মতো আড়াল কোথাও বাকি রইলো না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও ন'ড়ে ব'স্‌বার একটুও জায়গা নেই? তাদের সংসারটাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এতো আঁট ক'রেই তৈরি ক'রেচে।"

এতোক্ষণ ধ'রে এমনতরো উত্তেজনার কথা কুমুর মুখে মোতির মা আর কোনোদিন শোনেনি। বিশেষ ক'রে আজ যেদিন বড়োঠাকুরকে ওরা কুমুর প্রতি এতোটা প্রসন্ন ক'রে এনেচে, সেই দিনই কুমুর এই তীব্র অধৈর্য্য দেখে মোতির মা ভয় পেয়ে গেলো। বুঝ্‌লে লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেচে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর এ'কে তাজা ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে না।

একটু পরে কুমু ব'লে উঠ্‌লো—"জানি, স্বামীকে এই-যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পার্‌চিনে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হ'চ্চে না যেমন হ'চ্চে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে ক'রে।"

মোতির মা কোনো উত্তর না ভেবে পেয়ে হতবুদ্ধির মতো ব'সে রইলো। একটু চুপ ক'রে থেকে কুমু ব'ল্‌লে, "তোমার কতো ভাগ্যি ভাই, কতো পুণ্যি ক'রেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালোবাস্‌তে পেরেচো। আগে মনে ক'র্‌তুম, ভালোবাসাই সহজ—সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে। আজ দেখ্‌তে পাচ্চি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?"

মোতির মা একটু হেসে ব'ল্‌লে, "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চ'ল্‌বে কী ক'রে?"

"সেই আশ্বাস দাও আমাকে! আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হ'তে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।"

"বাইরে থেকে তাতেও বাধা পড়ে।"

"অন্তর থেকে সে-বাধা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারা যায়। আমি পার্‌বো, আমি হার মানবো না।"

"তুমি পার্‌বে না তো কে পার্‌বে?"

বৃষ্টি জোর ক'রে চেপে এলো। বাতাসে ল্যাম্পের আলো থেকে থেকে চকিত হ'য়ে ওঠে। দমকা হাওয়া যেন একটা ভিজে নিশাচর পাখির মতো পাখা ঝাপ্‌টে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমুর শরীরটা মনটা শির্‌শির্ ক'রে উঠ্‌লো। সে ব'ল্‌লে, "আমার ঠাকুরের নামে আর জোর পাচ্চিনে। মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে যাই, মনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিছুতে সাড়া দিতে চায় না। তাতেই সবচেয়ে ভয় হয়।"

বানানো কথায় মিথ্যে ভরসা দিতে মোতির মার ইচ্ছে হ'লো না। কোনো উত্তর না ক'রে সে কুমুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'র্‌লে। এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ পাওয়া গেলো, "মেজো বৌ!"

কুমু খুসি হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লে, "এসো, এসো ঠাকুরপো!"

"সন্ধ্যাবেলাকার ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখ্‌তে পেলুম না, তাই খুঁজতে বেরিয়েচি।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে!"

"কে মণি আর কে ফণী তা' চক্রনাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বলো বৌরাণী।"

"আমাকে সাক্ষী মেনোনা ঠাকুরপো।"

"জানি, তাহ'লে আমি ঠ'ক্‌বো।"

"তা তোমার হারাধনকে তুমি উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও, আমি ধ'রে রাখ্‌বো না।"

"হারাধনের জন্যে ওঁর কোনো উৎসাহ নেই, দিদি, ছুতো ক'রে বৌরাণীর চরণ দর্শন ক'র্‌তে এসেচেন।"

"ছুতোর কি কোনো দরকার আছে? চরণ আপনি ধরা দিয়েচে। সব চেয়ে যা' অসাধ্য তা'র সাধনা ক'র্‌বে কে? সে যখন আসে সহজেই আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে আমার চেয়ে যোগ্য, তবু অমন সুন্দর পা-দুখানি আমিই পারলুম ছুঁতে, তা'রা তো পার্‌লে না। নবীনের জন্মসার্থক হ'য়ে গেলো বিনামূল্যে।"

"আঃ কী বলো, ঠাকুরপো, তা'র ঠিক নেই। তোমার এন্‌সাইক্লোপীডিয়া থেকে বুঝি—"

"অমন কথা ব'ল্‌তে পার্‌বে না, বৌরাণী। চরণ

ব'ল্‌তে কী বোঝায় তা' ওরা জান্‌বে কী ক'রে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওয়ালা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী ক'রে রেখেচে। সাইক্লোপীডিয়া-ওয়ালার সাধ্য কী পায়ের মহিমা বোঝে! লক্ষ্মণ চোদ্দটা বৎসর কেবল সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই নির্ব্বাসন কাটিয়ে দিলেন, তা'র মানে আমাদের দেশের দেওররাই জানে। তা' পায়ের উপরে সাড়ি টেনে দিচ্চো তো দাও। ভয় নেই তোমার, পদ্ম সন্ধ্যেবেলায় মুদে থাকে ব'লে তো বরাবর মুদেই থাকে না—আবার তো পাপড়ি খোলে।"

"ভাই মনের কথা, এমনিতরো স্তব ক'রেই বুঝি ঠাকুরপো তোমার মন ভুলিয়েচেন?"

"একটুও না দিদি, মিষ্টিকথার বাজে খরচ কর্‌বার লোক নন উনি।"

"স্তুতির বুঝি দরকার হয় না?"

"বৌরাণী, স্তুতির ক্ষুধা দেবীদের কিছুতেই মেটেনা, দরকার খুব আছে। কিন্তু শিবের মতো আমি তো পঞ্চানন নই, এই একটি মাত্র মুখের স্তুতি পুরোনো হ'য়ে গেচে, এতে উনি আর রস পাচ্চেন না।"

এমন সময় মুরলী বেয়ারা এসে নবীনকে খবর

দিলে, “কর্ত্তামহারাজা বাইরের আপিস ঘরে ডাক দিয়েচেন।”

শুনে নবীনের মন খারাপ হ’য়ে গেলো। সে ভেবেছিলো মধুসূদন আজ আপিস থেকে ফিরেই একেবারে সোজা তা’র শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হবে। নৌকো বুঝি আবার ঠেকে গেলো চড়ায়।

নবীন চ’লে গেলে মোতির মা আস্তে আস্তে ব’ল্‌লে, “বড়োঠাকুর কিন্তু তোমাকে ভালোবাসেন সে-কথা মনে রেখো।”

কুমু ব’ল্‌লে, “সেইটেই তো আমার আশ্চর্য্য ঠেকে।”

“বলো কী, তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য্য! কেন? উনি কি পাথরের?”

“আমি ওঁর যোগ্য না।”

“তুমি যাঁর যোগ্য নও সে-পুরুষ কোথায় আছে?”

“ওঁর কতোবড়ো শক্তি, কতো সম্মান, কতো পাকাবুদ্ধি, উনি কতো মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কতোটুকু পেতে পারেন? আমি-যে কী অসম্ভব কাঁচা, তা’ এখানে এসে হুদিনে বুঝতে পেরেচি। সেই জন্যেই যখন উনি ভালোবাসেন তখনি আমার সব চেয়ে বেশি ভয় করে।

আমি নিজের মধ্যে-যে কিছুই খুঁজে পাইনে। এতো-বড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা ক'র্‌বো কী ক'রে ? কাল রাত্তিরে ব'সে ব'সে মনে হ'লো আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হ'য়েচে, খুলে ফেল্‌লেই ধরা প'ড়্‌বে-যে ভিতরে চিঠিও নেই।"

"দিদি, হাসালে! বড়োঠাকুরের মস্তবড়ো কারবার, কারবারী বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই, সব জানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি ক'র্‌তে এসেচো-যে, যোগ্যতা নেই ব'লে ভয় পাবে ? বড়ো-ঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা ক'রে বলেন, তবে নিশ্চয় ব'ল্‌বেন তিনিও তোমার যোগ্য নন।"

"সে-কথা তিনি আমাকে ব'লেছিলেন।"

"বিশ্বাস হয়নি ?"

"না। উল্‌টে আমার ভয় হ'য়েছিলো। মনে হ'য়েছিলো আমার সম্বন্ধে ভুল ক'র্‌লেন, সে-ভুল ধরা প'ড়্‌বে।"

"কেন তোমার এমন মনে হ'লো বলো দেখি ?"

"ব'ল্‌বো ? এই-যে আমার হঠাৎ বিয়ে হ'য়ে গেলো, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুল্‌লুম—কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষী ক'রে ? যা'-কিছুতে

আমাকে সেদিন ভুলিয়েছিলো তা'র মধ্যে সমস্তই ছিলো ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ-যে সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পার্‌তো না। দাদা তা' নিশ্চিত জান্‌তেন ব'লেই বৃথা বাধা দিলেন না, কিন্তু কতো ভয় পেয়েচেন, কতো উদ্বিগ্ন হ'য়েচেন তা' কি আমি বুঝতে পারিনি? বুঝ্‌তে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও সামলাইনি, এতোবড়ো অবুঝ আমি। আজ থেকে চিরদিন আমি কেবলি কষ্ট পাবো, কষ্ট দেবো, আর প্রতিদিন মনে জান্‌বো এ-সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি।"

মোতির মা কী-যে ব'ল্‌বে কিছুই ভেবে পেলে না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আচ্ছা দিদি, তুমি-যে বিয়ে ক'র্‌তে মন স্থির ক'র্‌লে কী ভেবে?"

"তখন নিশ্চিত জান্‌তুম স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক্ না কেন স্ত্রীর সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিলো না-যে প্রজাপতি যাকেই স্বামী ব'লে ঠিক ক'রে দিয়েচেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেচি, পুরাণ প'ড়েচি, কথকতা শুনেচি, মনে

হ'য়েচে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।

"দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয়নি।"

"আজ বুঝ্‌তে পেরেচি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধ'রে সংসারসমুদ্রে ভাস্‌তে হবে। ধর্ম্ম যদি সরস হ'য়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হ'য়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।"

মোতির মা নিজে বিশেষ কিছু না ব'লে কুমুকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতে লাগলো।

৪৫

মধুসূদন আপিসে গিয়েই দেখ্‌লে খবর ভালো নয়। মাদ্রাজের এক বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল্ ক'রেচে, তাদের সঙ্গে এদের কারবার। তারপরে কানে এলো-যে কোনো ডাইরেক্‌টরের তরফ থেকে কোনো কোনো কর্ম্মচারী মধুসূদনের অজানিতে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'র্‌চে। এতোদিন কেউ মধুসূদনকে সন্দেহ ক'র্‌তে সাহস করেনি, একজন

যেই ধরিয়ে দিয়েচে অমনি যেন একটা মন্ত্র-শক্তি ছুটে গেলো। বড়ো কাজের ছোটো ত্রুটি ধরা সহজ, যারা মাতব্বর সেনাপতি তা'রা কতো খুচ্‌রো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত ক'রেই জেতে। মধুসূদন বরাবর তেমনি জিতেই এসেচে—তাই বেছে বেছে খুচ্‌রো হার কারো নজরেই পড়েনি। কিন্তু বেছে বেছে তারি একটা ফর্দ্দ বানিয়ে সেটা সাধারণ লোকের নজরে তুল্‌লে তা'রা নিজের বুদ্ধির তারিফ করে, বলে আমরা হ'লে এ-ভুল ক'র্‌তুম না। কে তাদের বোঝাবে-যে ফুটো নৌকো নিয়েই মধুসূদন পাড়ি দিয়েচে, নইলে পাড়ি দেওয়াই হ'তো না, আসল কথাটা এই-যে কূলে পৌঁছ'লো। আজ নৌকোটা ডাঙায় তুলে ফুটোগুলোর বিচার কর্‌বার বেলায়, যারা নিরাপদে এসেচে ঘাটে, তাদের গা শিউরে উঠ্‌চে। এমনতরো টুক্‌রো সমালোচনা নিয়ে আনাড়িদের ধাঁধা লাগানো সহজ। সাধারণত আনাড়িদের সুবিধে এই-যে, তা'রা লাভ ক'র্‌তে চায়, বিচার ক'র্‌তে চায় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ বিচার ক'র্‌তে বসে তবে মারাত্মক হ'য়ে ওঠে। এই সব বোকাদের উপর মধুসূদনের নিরতিশয় অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধের উদয় হ'লো। কিন্তু বোকাদের যেখানে প্রাধান্য সেখানে তাদের সঙ্গে

রফা করা ছাড়া গতি নেই। জীর্ণ মই মচ্ মচ্ করে, দোলে, ভাঙার ভয় দেখায়, যে-ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে এই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চ'ল্‌তেই হয়। রাগ ক'রে লাথি মার্‌তে ইচ্ছে করে, তাতে মুস্কিল আরো বাড়বারই কথা।

শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখ্‌লে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেই রকম মনের অবস্থা। এ-যে তা'র নিজের সৃষ্টি ; এর প্রতি তা'র যে-দরদ সে প্রধানত টাকার দরদ নয়। যার রচনাশক্তি আছে, আপন রচনার মধ্যে সে নিজেকেই নিবিড় ক'রে পায়, সেই পাওয়াটা যখন বিপন্ন হ'য়ে ওঠে, তখন জীবনের আর সমস্ত সুখ দুঃখ কামনা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। কুমু মধুসূদনকে কিছুদিন থেকে প্রবল টানে টেনেছিলো, সেটা হঠাৎ আল্‌গা হ'য়ে গেলো। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনটা মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে খুব জোরের সঙ্গে অনুভব ক'রেছিলো। এই উপসর্গ যখন অকালে দেখা দেয়, তখন উদ্দাম হ'য়েই ওঠে। মধুসূদনকে ধাক্কা কম লাগেনি, কিন্তু আজ তা'র বেদনা গেলো কোথায় ?

নবীন ঘরে আস্‌তেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে,

"আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা বাইরের কোনো লোকের হাতে প'ড়েচে কি, জানো ?"

নবীন চমকে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, "সে কী কথা ?"

"তোমাকে খুঁজে বের ক'র্‌তে হবে খাতাঞ্চির ঘরে কেউ আনাগোনা ক'র্‌চে কি না।"

"রতিকান্ত বিশ্বাসী লোক, সে কি কখনো—"

"তা'র অজানতে মুহুরিদের সঙ্গে কেউ কথা চালা-চালি ক'র্‌চে ব'লে সন্দেহের কারণ ঘ'টেচে। খুব সাবধানে খবরটা জানা চাই কারা এর মধ্যে আছে।"

চাকর এসে খবর দিলে খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্চে। মধুসূদন সে-কথায় মন না দিয়ে নবীনকে ব'ল্‌লে, "শীঘ্র আমার গাড়িটা তৈরি ক'রে আনতে ব'লে দাও।"

নবীন ব'ল্‌লে, "খেয়ে বেরোবে না ? রাত হ'য়ে আস্‌চে।"

"বাইরেই খাবো, কাজ আছে।"

নবীন মাথা হেঁট ক'রে ভাব্‌তে ভাব্‌তে বেরিয়ে এলো। সে যে-কৌশল ক'রেছিলো ফেঁসে গেলো বুঝি।

হঠাৎ মধুসূদন নবীনকে ফিরে ডেকে ব'ল্‌লে, "এই চিঠিখানা কুমুকে দিয়ে এসো।"

নবীন দেখ্‌লে বিপ্রদাসের চিঠি। বুঝলে এ-চিঠি আজ সকালেই এসেচে, সন্ধ্যে বেলায় নিজের হাতে কুমুকে দেবে ব'লে মধুসূদন রেখেছিলো। এমনি ক'রে প্রত্যেকবার মিলন উপলক্ষ্যে একটা কিছু অর্ঘ্য হাতে ক'রে আনবার ইচ্ছে। আজ আপিসের কাজে হঠাৎ তুফান উঠে তা'র এই আদরের আয়োজনটুকু গেলো ডুবে।

মাদ্রাজে যে-ব্যাঙ্ক ফেল ক'রেচে সেটার উপরে সাধারণের নিশ্চিত আস্থা ছিলো। তা'র সঙ্গে ঘোষাল কোম্পানীর যে-যোগ সে সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের বা অংশীদারদের কারো মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিলো না। যেই কল বিগড়ে গেলো, অমনি অনেকেই বলাবলি ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে-যে আমরা গোড়া থেকেই ঠাউরেছিলুম, ইত্যাদি।

সাংঘাতিক আঘাতের সময় ব্যবসাকে যখন একজোট হ'য়ে রক্ষার চেষ্টা দরকার, সেই সময়েই পরাজয়ের সম্বন্ধে দোষারোপ প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং যাদের প্রতি কারো ঈর্ষ্যা আছে তাদেরকে অপদস্থ কর্‌বার চেষ্টায় টলমলে ব্যবসাকে কাৎ ক'রে ফেলা হয়। সেই রকম চেষ্টা চ'ল্‌বে মধুসূদন তা বুঝেছিলো। মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের

বিপর্য্যয়ে ঘোষাল কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ-যে কতটা দাঁড়াবে এখনো তা' নিশ্চিত জানবার সময় হয়নি, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার আয়োজনে এও-যে একটা মসলা যোগাবে তাতে সন্দেহ ছিলো না। যাই হোক্, সময় খারাপ, এখন অন্য সব কথা ভুলে এইটেতেই মধুসূদনকে কোমর বাঁধতে হবে!

রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হবার পর নবীন ফিরে এসে দেখ্‌লে কুমুর সঙ্গে মোতির মার তখনো কথা চ'ল্‌চে। নবীন ব'ল্‌লে, "বৌরাণী,—তোমার দাদার চিঠি আছে।"

কুমু চ'ম্‌কে উঠে চিঠিখানা নিলে। খুল্‌তে হাত কাঁপ্‌তে লাগলো। ভয় হ'লো হয়তো কিছু অপ্রিয় সংবাদ আছে। হয়তো এখন আসাই হবে না। খুব ধীরে ধীরে খাম খুলে প'ড়ে দেখলে। একটু চুপ ক'রে রইলো। মুখ দেখে মনে হ'লো যেন কোথায় ব্যথা বেজেচে। নবীনকে ব'ল্‌লে, "দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় ক'লকাতায় এসেচেন।"

"আজই এসেচেন! তাঁর তো—"

"লিখেচেন তুই একদিন পরে আসবার কথা ছিলো, কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হ'লো।"

কুমু আর কিছু ব'ল্‌লে না। চিঠির শেষ দিকে ছিলো একটু সেরে উঠ্‌লেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে, সে জন্যে কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হয়। এই কথাটাই আগেকার চিঠিতেও ছিলো। কেন, কী হ'য়েচে? কুমু কী অপরাধ ক'রেচে? এ যেন এক রকম স্পষ্ট ক'রেই বলা তুমি আমাদের বাড়িতে এসো না। ইচ্ছে ক'র্‌লো মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কান্না চেপে পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে ব'সে রইলো।

নবীন বুঝ্‌লে, চিঠির মধ্যে একটা কী কঠিন মার আছে। কুমুর মুখ দেখে করুণায় ওর মন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "বৌরাণী, তাঁর কাছে তো কালই তোমার যাওয়া চাই।"

"না আমি যাবো না।" যেমনি বলা অমনি আর থাক্‌তে পার্‌লে না, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠ্‌লো।

মোতির মা কোনো প্রশ্ন না ক'রে কুমুকে বুকের কাছে টেনে নিলে, কুমু রুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো, "দাদা আমাকে যেতে বারণ ক'রেচেন।"

নবীন ব'ল্‌লে, "না, না, বৌরাণী তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেচো।"

কুমু খুব জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে-যে সে একটুও ভুল বোঝেনি।

নবীন ব'ল্‌লে, "তুমি কোথায় ভুল বুঝেচো ব'ল্‌বো ? বিপ্রদাস বাবু মনে ক'রেচেন আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দিতে চাইবেন না। চেষ্টা ক'র্‌তে গিয়ে পাছে তোমাকে অপমানিত হ'তে হয়, পাছে তুমি কষ্ট পাও সেইটে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিজে থেকে তোমার রাস্তা সোজা ক'রে দিয়েচেন।"

কুমু এক মুহূর্ত্তে গভীর আরাম পেলে। তা'র ভিজে চোখের পল্লব নবীনের মুখের দিকে তুলে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চুপ ক'রে চেয়ে রইলো। নবীনের কথাটা-যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে একটুও সন্দেহ রইলো না। দাদার স্নেহকে ক্ষণকালের জন্যেও ভুল বুঝতে পেরেচে ব'লে নিজের উপর ধিক্কার হ'লো। মনে খুব একটা জোর পেলে। এখনি দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে দাদার আসার জন্যে সে অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে। সেই ভালো।"

মোতির মা চিবুক ধ'রে কুমুর মুখ তুলে ধ'রে ব'ল্‌লে, "বাসরে, দাদার কথার একটু আড় হাওয়া লাগ্‌লেই একেবারে অভিমানের সমুদ্র উথ্‌লে ওঠে!"

নবীন ব'ল্‌লে, "বৌরাণী, কাল তাহ'লে তোমার যাবার আয়োজন করিগে।"

"না, তা'র দরকার নেই।"

"দরকার নেই তো কী? তোমার দরকার না থাকে তো আমার দরকার আছে বই কি।"

"তোমার আবার কিসের দরকার!"

"বা! আমার দাদাকে তোমার দাদা যা-কিছু ঠাওরাবেন সেটা বুঝি অমনি স'য়ে যেতে হবে! আমার দাদার পক্ষ নিয়ে আমি ল'ড়্‌বো। তোমার কাছে হার মান্‌তে পার্‌বো না। কাল তোমাকে ওঁর কাছে যেতেই হ'চ্চে।"

কুমু হাসতে লাগ্‌লো।

"বৌরাণী, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের বাড়ির অপবাদে তোমার অগৌরব। এখন চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসো, খেতে যাবে। ম্যানেজার সাহেবের ওখানে দাদার আজ নিমন্ত্রণ। আমার বিশ্বাস তিনি আজ বাড়ির ভিতরে শুতে আসবেন না, দেখলুম বাইরের কামরায় তাঁর বিছানা তৈরি।"

এই খবরটা পেয়ে কুমু মনে-মনে আরাম পেলে, তা'র পরক্ষণেই এতোটা আরাম পেলে ব'লে লজ্জা বোধ হ'লো।

রাত্রে শোবার ঘরে মোতির মার সঙ্গে নবীনের ঐ কথাটা নিয়ে পরামর্শ চ'ল্‌লো। মোতির মা ব'ল্‌লে, "তুমি তো দিদিকে আশ্বাস দিলে! তা'র পরে?"

"তা'র পরে আবার কী? নবীনের যেমন কথা তেমনি কাজ। বৌরাণীকে যেতেই হবে, তা'র পরে যা' হয় তা' হবে।"

নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্য্যাদাবোধ খুবই উগ্র। এঁরা নিশ্চয় ঠিক ক'রে আছেন-যে, বিবাহ ক'রে নববধূ তা'র পূর্ব্ব পদবীর চেয়ে অনেক উপরে উঠেচে; অতএব বাপের বাড়ি ব'লে কোনো বালাই আছে একথা একেবারে ভুলতে দেওয়াই সঙ্গত। এ-অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করা যদি অসম্ভব হয় তবে একটা দিক তো রাখতেই হবে। সেই দিকটা-যে কোন্‌টা তা' নবীন মনে-মনে পাকা ক'রে রাখলে। যেখানে দাদার অধিকার চরম, সেখানে ও কোনোদিন দাদার সঙ্গে লড়াই বাধাতে সাহস ক'র্‌তে পার্‌বে এ-কথা আর কিছুদিন আগে নবীন স্বপ্নেও ভাবতে পার্‌তো না।

স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ ক'রে স্থির হ'লো-যে কাল সকালে কুমু একবার মাত্র বিপ্রদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের

জন্যে দেখা ক'রে আস্‌বে, এই প্রস্তাব মধুসূদনের কাছে করা হবে। যদি রাজি হয় এবং কুমুকে সেখানে পাঠানো যায় তাহ'লে তা'র পরে সেখান থেকে দু-চার দিনের মধ্যে তাকে না ফেরাবার সঙ্গত কারণ বানানো শক্ত হবে না।

মধুসূদন বাড়ি ফিরলো অনেক রাত্রে, সঙ্গে এক-রাশ কাগজ পত্রের বোঝা। নবীন উঁকি মেরে দেখলে মধুসূদন শুতে না গিয়ে চোখে চশমা এঁটে নীল পেন্সিল হাতে আপিস ঘরের ডেস্কে কোনো দলিলে-বা দাগ দিচ্চে, নোট বইয়ে-বা নোট নিচ্চে। নবীন সাহস ক'রে ঘরে ঢুকেই ব'ল্‌লে, "দাদা, আমি কি তোমার কোনো কাজ ক'রে দিতে পারি ?" মধুসূদন সংক্ষেপে ব'ল্‌লে, "না।" ব্যবসার এই সঙ্কটের অবস্থাটাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত ক'রে নিতে চায়, সবটা তা'র একার চোখে প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার ; এ-কাজে অন্যের দৃষ্টির সহায়তা নিতে গেলে নিজেকে দুর্ব্বল করা হবে।

নবীন কোনো কথা বলবার ছিদ্র না পেয়ে বেরিয়ে গেলো। শীঘ্র-যে সুযোগ পাওয়া যাবে এমন তো ভাবে বোধ হ'লো না। নবীনের পণ, কাল সকালেই

বৌরাণীকে রওনা ক'রে দেবে। আজ রাত্রেই সম্মতি আদায় করা চাই।

খানিকক্ষণ বাদে নবীন একটা ল্যাম্প হাতে ক'রে দাদার টেবিলের উপরে রেখে ব'ল্‌লে, "তোমার আলো কম হ'চ্চে।"

মধুসূদন অনুভব ক'র্‌লে—এই দ্বিতীয় ল্যাম্পে তা'র কাজের অনেকখানি সুবিধা হ'লো। কিন্তু এই উপলক্ষ্যেও কোনো কথার সূচনা হ'তে পার্‌লো না। আবার নবীনকে বেরিয়ে আসতে হ'লো।

একটু পরেই মধুসূদনের অভ্যস্ত গুড়গুড়িতে তামাক সেজে তা'র চৌকির বাঁ পাশে বসিয়ে নলটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে তুলে রাখ্‌লে। মধুসূদন তখনি অনুভব ক'র্‌লে এটারও দরকার ছিলো। ক্ষণকালের জন্যে পেন্সিলটা রেখে তামাক টানতে লাগলো।

এই অবকাশে নবীন কথা পাড়লে—"দাদা, শুতে যাবে না? অনেক রাত হ'য়েচে। বৌরাণী তোমার জন্যে হয়তো জেগে ব'সে আছেন।"

"জেগে ব'সে আছেন" কথাটা এক মুহূর্ত্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগলো। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টলমল ক'রতে ক'রতে চ'লেচে,

একটি ছোটো ডাঙার পাখী উড়ে এসে যেন মাস্তলে ব'স্‌লো ; ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্যে মনে এনে দিলে শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি। কিন্তু সে-কথায় মন দেবার সময় নয়, জাহাজ চালাতে হবে।

মধুসূদন আপন মনের এইটুকু চাঞ্চল্যে ভীত হ'লো। তখনি সেটা দমন ক'রে ব'ল্‌লে, "বড়ো বৌকে শুতে যেতে বলো, আজ আমি বাইরে শোবো।"

"তাঁকে না হয় এখানে ডেকে দিই" ব'লে নবীন গুড়গুড়ির ক'লকেটাতে ফুঁ দিতে লাগলো।

মধুসূদন হঠাৎ ঝেঁকে উঠে ব'লে উঠ্‌লো, "না, না।"

নবীন তা'তেও না দ'মে ব'ল্‌লে, "তিনি-যে তোমার কাছে দরবার ক'র্‌বেন ব'লে ব'সে আছেন।"

রুক্ষস্বরে মধুসূদন ব'ল্‌লে, "এখন দরবারের সময় নেই।"

"তোমার তো সময় নেই, দাদা, তাঁরো তো সময় কম।"

"কী, হ'য়েচে কী ?"

"বিপ্রদাস বাবু আজ ক'লকাতায় এসেচেন খবর পাওয়া গেচে, তাই বৌরাণী কাল সকালে—"

"সকালে যেতে চান ?"

"বেশিক্ষণের জন্যে না, একবার কেবল—"

মধুসূদন হাত ঝাঁকানি দিয়ে উঠে ব'ল্‌লে—"তা' যান্ না, যান। বাস্, আর নয় তুমি যাও।"

হুকুম আদায় ক'রেই নবীন ঘর থেকে এক দৌড়। বাইরে আসতেই মধুসূদনের ডাক কানে এসে পৌঁছ'লো, "নবীন !"

ভয় লাগ্‌লো আবার বুঝি দাদা হুকুম ফিরিয়ে নেয়। ঘরে এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বড়ো বৌ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তা'র জোগাড় ক'রে দিয়ো।"

নবীনের ভয় লাগলো, দাদার এই প্রস্তাবে তা'র মুখে পাছে একটুও উৎসাহ প্রকাশ পায়। এমন কি সে একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে মাথা চুল্‌ক'তে লাগ্‌লো। ব'ল্‌লে, "বৌরাণী গেলে বাড়িটা বড়ো খালি-খালি ঠেক্‌বে।"

মধুসূদন কোনো উত্তর না ক'রে গুড়্‌গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে কাজে লেগে গেলো। বুঝতে পারলে

প্রলোভনের রাস্তা এখনো খোলা আছে—ওদিকে একেবারেই না।

নবীন আনন্দিত হ'য়ে চ'লে গেলো। মধুসূদনের কাজ চ'ল্‌তে লাগলো। কিন্তু কখন এই কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উল্টো মানস-ধারা খুলে গেচে তা' সে অনেকক্ষণ নিজেই বুঝ্‌তে পারেনি। এক সময়ে নীল পেন্সিল প্রয়োজন শেষ না হ'তেই ছুটি নিলো, গুড়্‌গুড়ির নলটা উঠ্‌লো মুখে। দিনের বেলায় মধুসূদনের মনটা কুমুর ভাবনা সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নিয়েছিলো, তখন আগেকার দিনের মতো নিজের 'পরে নিজের একাধিপত্য ফিরে পেয়ে মধুসূদন খুব আনন্দিত হ'য়েছিলো। কিন্তু যতো রাত হ'চ্চে ততোই সন্দেহ হ'তে লাগলো-যে শত্রু দুর্গ ছেড়ে পালায়নি। সুরঙ্গের ঘরে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেচে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল ক'রে দিয়েচে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা, মধুসূদনের দেহটা বিছানার ভিতরে একটা গরম কোমল স্পর্শের জন্যে দাবী জানাতে আরম্ভ ক'রেচে। নীল পেঁন্সিলটা চেপে ধ'রে খাতাপত্রের উপর সে ঝুঁকে

প'ড়্লো। কিন্তু মনের গভীর আকাশে একটা কথা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজে বাজ্‌চে, "বৌরাণী হয়তো এতোক্ষণ জেগে ব'সে আছেন।"

মধুসূদন পণ ক'রেছিলো, একটা বিশেষ কাজ আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ ক'রে রাখবে। সেটা কাল সকালের মধ্যে সারতে পারলে-যে খুব বেশি অসুবিধা হ'তো তা নয়। কিন্তু পণ রক্ষা করা ওর ব্যবসায়ের ধর্ম্মনীতি! তা'র থেকে কোনো কারণে যদি ভ্রষ্ট হয় তবে নিজেকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারে না। এতোদিন ধর্ম্মকে খুব কঠিন ভাবেই রক্ষা ক'রেচে। তা'র পুরস্কারও পেয়েচে যথেষ্ট। কিন্তু ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাত্রের মধুসূদনের সুরের কিছু কিছু তফাৎ ঘ'টে আসচে—এক বীণায় দুই তারের মতো। যে-দৃঢ় পণ ক'রে ডেস্কের উপর ও ঝুঁকে প'ড়ে ব'সেছিলো—রাত্রি যখন গভীর হ'য়ে এলো, সেই পণের কোন্ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা উক্তি ভ্রমরের মতো ভন্ ভন্ ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লে—"বৌরাণী হয়তো জেগে ব'সে আছেন।"

উঠে প'ড়লো। বাতি না নিভিয়ে খাতাপত্র যেমন ছিলো তেমনি ভাবেই রেখে চ'ল্‌লো শোবার

ঘরের দিকে। অন্তঃপুরের আঙিনা-ঘেরা যে-বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর ব'সে। চাঁদ তখন মধ্য আকাশে, তা'র আলো এসে তাকে ঘিরেচে। তাকে দেখাচ্চে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো ; অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতি নিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেচে। সে জান্তো মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়—সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেই জন্যেই তা'র আকর্ষণটা এতো প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ কর্বার পাগলামীই-যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা' নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে—যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘ'টে যায় ; অসম্ভব কখন্ সম্ভব হ'য়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।

মধুসূদন ওর দিকে একবার কটাক্ষ ক'রে উপরে চ'লে গেলো। শ্যামাসুন্দরী নিজের ভাগ্যের উপর রাগ ক'রে রেলিং শক্ত ক'রে ধ'রে তা'র উপরে মাথা ঠুক্তে লাগ্লো।

শোবার ঘরে গিয়ে মধুসূদন দেখে-যে কুমু জেগে ব'সে নেই। ঘর অন্ধকার, নাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে অল্প একটু আলো আসচে। মধুসূদন একবার ভাবলো, ফিরে চ'লে যাই, কিন্তু পারলো না। গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। কুমু বিছানার মধ্যে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে ঘুম'চ্চে—আলো জ্বালাতেও ঘুম ভাঙলো না। কুমুর এই আরামে ঘুম'নোর উপর ওর রাগ ধ'রলো। অধৈর্য্যের সঙ্গে মশারি খুলে ধপ্ ক'রে বিছানার উপর ব'সে প'ড়্লো। খাটটা শব্দ ক'রে কেঁপে উঠ্লো।

কুমু চ'ম্‌কে উঠে ব'সলো। আজ মধুসূদন আসবে না ব'লেই জান্‌তো। হঠাৎ তাকে দেখে মুখে এমন একটা ভাব এলো-যে তাই দেখে মধুসূদনের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা শেল বিঁধলো। মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেলো, ব'লে উঠ্লো, "আমাকে কোনো মতেই সইতে পা'রচো না, না?"

এমনতরো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুমু তা ভেবেই পেলে না। সত্যিই হঠাৎ মধুসূদনকে দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিলো আতঙ্কে। তখন ওর মনটা সতর্ক ছিলো না। যে-ভাবটাকে ও নিজের কাছেও সর্ব্বদা

যাই মনে করুক না কেন, কুমুকে দিয়ে কখনোই ওর মন ভ'র্‌তে পারে না। যতো শীঘ্র মধুসূদন তা' বোঝে ততোই সকল পক্ষের মঙ্গল।

নবীন কাল রাত্রে দাদার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যতো আনন্দ ক'রে শুতে গেলো, আজ সকালে তা'র আর বড়ো-কিছু বাকি রইলো না। কাল রাত্রি তখন আড়াইটা। মধুসূদন কাজ শেষ ক'রে তখনি নবীনকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। হুকুম এই-যে কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যতোদিন মধু-সূদন না আপনি ডেকে পাঠায় ততোদিন ফিরে আস্‌-বার দরকার নেই। নবীন বুঝলে এটা নির্ব্বাসন দণ্ড।

আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দার যে-অংশে কাল রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হ'য়েছিলো, ঠিক তা'র বিপরীত দিকের বারান্দার সংলগ্ন নবীনের শোবার ঘর। তখন ওরা স্বামী-স্ত্রী কুমুর সম্বন্ধেই আলোচনা ক'র্‌ছিলো। এমন সময় গলার শব্দ শুনে মোতির মা ঘরের দরজা খুল্‌তেই জ্যোৎস্নার আলোতে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের ছবি দেখ্‌তে পেলে। বুঝ্‌তে পার্‌লে কুমুর ভাগ্যের জালে এই রাত্রে নিঃশব্দে আর একটা শক্ত গিঁঠ প'ড়লো।

নবীনকে মোতির মা ব'ল্‌লে, "ঠিক এই সঙ্কটের সময় কি দিদির চ'লে যাওয়া ভালো হ'চ্চে ?"

নবীন ব'ল্‌লে, "এতোদিন তো বৌরাণী ছিলেন না, কাণ্ডটা তো এতোদূর কখনোই এগোয়নি। বৌরাণী আছেন ব'লেই এটা ঘটেচে।"

"কী বলো তুমি !"

"বৌরাণী যে-ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েচেন তা'র অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত ক'র্‌তে ব'সেচে। আমি তো বলি এই সময়টায় ওঁর দূরে থাকাই ভালো, তা'তে আর কিছু না হোক্ অন্তত উনি শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বেন।"

"তবে এটা কি এমনি ভাবেই চ'ল্‌বে ?"

"যে-আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে আপনি জ্ব'লে ছাই হওয়া পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখ্‌তে হবে।"

পরদিন সকালে হাবলু সমস্তক্ষণ কুমুর সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌লে। গুরুমশায় যখন পড়ার জন্যে ওকে বাইরে ডেকে পাঠালে, ও কুমুর মুখের দিকে চাইলে। কুমু যদি যেতে ব'ল্‌তো তো ও যেতো, কিন্তু কুমু বেহারাকে ব'লে দিলে আজ হাবলুর ছুটি।

বধূ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্চে সেই সুরটি আজ কুমুর যাত্রার সময় লাগ্‌লো না। এ-বাড়ি যেন ওকে আজ হারাতে ব'সেচে। যে-পাখীকে খাঁচায় বন্দী করা হ'য়েছিলো, আজ যেন দরজা একটু ফাঁক ক'র্‌তেই সে উড়ে প'ড়লো, আর যেন এ-খাঁচায় সে ঢুকবে না।

নবীন ব'ল্‌লে, "বৌরাণী, ফিরে আস্‌তে দেরি ক'রো না এই কথাটা সব মন দিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌লে বেঁচে যেতুম, কিন্তু মুখ দিয়ে বের'লো না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই তুমি থাকো গে। কোনো কালে নবীনকে যদি কোনো কারণে দরকার হয় স্মরণ ক'রো।"

মোতির মা নিজের হাতে তৈরি আমসত্ত্ব, আচার প্রভৃতি একটা হাঁড়িতে সাজিয়ে পাল্কীতে তুলে দিলে। বিশেষ কিছু ব'ল্‌লে না। কিন্তু মনে তা'র বেশ একটু আপত্তি ছিলো। যতোদিন বাধা ছিলো স্থূল, যতোদিন মধুসূদন কুমুকে বাহির থেকে অপমান ক'রেচে, মোতির মার সমস্ত মন ততোদিন ছিলো কুমুর পক্ষে; কিন্তু যে-বাধা সূক্ষ্ম, যা' মর্ম্মগত, বিশ্লেষণ ক'রে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তা'রই শক্তি-যে প্রবলতম,

এ-কথাটা মোতির মার কাছে সহজ নয়। স্বামী যে-মুহূর্ত্তে প্রসন্ন হবে সেই মুহূর্ত্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য ব'লে গণ্য ক'র্‌বে, মোতির মা এইটেকেই স্বাভাবিক ব'লে জানে। এর ব্যতিক্রমকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। এমন কি, এখনো-যে বৌরাণী সম্বন্ধে নবীনের দরদ আছে, এটাতে তা'র রাগ হয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা-যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা-যে অহঙ্কার নয়, এমন কি এইটে নিয়ে-যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জ্জয় বিরোধ, সাধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার ক'রে নেওয়া কঠিন। যে-চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত ক'র্‌তে আপত্তি করেনি, সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার এই পদসঙ্কোচ-পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক ব'লে মনে করে, তবে নিশ্চয় সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয় বলে ওটা ন্যাকামি। যেটা নিগূঢ় ভাবে স্বাভাবিক, সেইটেকেই সে জানে অস্বাভাবিক। মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলো, বোধ করি সেই জন্যই আজ তা'র মন এতো কঠিন হ'তে আরম্ভ ক'রেচে। প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান ক'রতে আসে, তখন তা'র পায়ে মাথা ঠেকিয়ে

যে-মেয়ে অবিলম্বে সে-বর গ্রহণ ক'র্তে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মার পক্ষে অসম্ভব,—এমন কি মার্জ্জনা করাও।

৪৬

বাড়ির সাম্‌নে আস্‌তেই পাল্কীর দরজা একটু ফাঁক ক'রে কুমু উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। রোজ এই সময়টা বিপ্রদাস রাস্তার ধারের বারান্দায় ব'সে খবরের কাগজ প'ড়তো, আজ দেখ্‌লে সেখানে কেউ নেই। আজ-যে কুমু এখানে আস্‌বে সে-খবর এ-বাড়িতে পাঠানো হয়নি। পাল্কীর সঙ্গে মহারাজার তক্‌মা-পরা দরোয়ানকে দেখে এ-বাড়ির দরোয়ান ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, বুঝ্‌লে-যে দিদিঠাকরুণ এসেচে। বা'র-বাড়ির আঙিনা পার হ'য়ে অন্তঃপুরের দিকে পাল্কী চ'লে-ছিলো। কুমু থামিয়ে দ্রুতপদে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে চ'ল্‌লো। তা'র ইচ্ছে তাকে আর কেউ দেখবার আগে সব প্রথমেই দাদার সঙ্গে তা'র দেখা হয়। নিশ্চয় সে জান্‌তো, বাইরের আরাম কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েচে। ওখানে

জানলা থেকে বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সকালের রোদ্দুর ডালপালার ভিতর দিয়ে এই ঘরেই প্রথম দেখা দেয়। এই ঘরটিতেই বিপ্রদাসের পছন্দ।

কুমু সিঁড়ির কাছে আস্‌তেই সর্ব্বাগ্রে টম কুকুর ছুটে এসে ওর গায়ের 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে ল্যাজ ঝাপটিয়ে অস্থির ক'রে দিলে। কুমুর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে টম চ'ল্‌লো। বিপ্রদাস একটা মুড়ে-তোলা কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায়, পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোষ টানা; একখানা বই নিয়ে ডান হাতটা বিছানার উপর এলিয়ে আছে, যেন ক্লান্ত হ'য়ে একটু আগে পড়া বন্ধ ক'রেচে। চায়ের পেয়ালা আর ভুক্তাবশিষ্ট রুটি সমেত একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে প'ড়ে। শিয়রের কাছে দেয়ালের গায়ের সেল্‌ফে বইগুলো উলট্‌পালট্‌ এলোমেলো। রাত্রে যে-ল্যাম্প জ্ব'লেছিলো সেটা ধোঁয়ায় দাগী অবস্থায় ঘরের কোণে এখনো প'ড়ে আছে।

কুমু বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো। ওর এমন বিবর্ণ রুগ্ন মূর্ত্তি কখনো দেখেনি। সেই

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই বিপ্রদাসের যেন কতো যুগের তফাৎ। দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে কুমু কাঁদতে লাগ্‌লো।

"কুমু-যে, এসেছিস্? আয় এইখানে আয়!" ব'লে বিপ্রদাস তাকে পাশে টেনে নিয়ে এলো। যদিও চিঠিতে বিপ্রদাস তাকে আস্‌তে একরকম বারণ ক'রেছিলো, তবু তা'র মনে আশা ছিলো-যে কুমু আস্‌বে। আস্‌তে পেরেচে দেখে ওর মনে হ'লো, তবে হয়তো কোনো বাধা নেই—তবে কুমুর পক্ষে তা'র ঘরকন্না সহজ হ'য়ে গেচে। এদের পক্ষ থেকেই কুমুকে আনবার জন্যে প্রস্তাব, পাল্কী ও লোক পাঠানোই নিয়ম—কিন্তু তা' না হওয়া সত্বেও কুমু এলো এটাতে ওর যতোটা স্বাধীনতা কল্পনা ক'রে নিলে ততোটা মধুসূদনের ঘরে বিপ্রদাস একেবারেই প্রত্যাশা করেনি।

কুমু তা'র দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল একটু পরিপাটি ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব'ল্‌লে, "দাদা, তোমার একী চেহারা হ'য়েচে!"

"আমার চেহারা ভালো হবার মতো এদানিং তো কোনো ঘটনা ঘটেনি—কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী! ফেকাসে হ'য়ে গেছিস্-যে।"

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্ষেমা পিসি এসে উপস্থিত। সেই সঙ্গে দরজার কাছে একদল দাসী চাকর ভিড় ক'রে জমা হ'লো। ক্ষেমা পিসিকে প্রণাম ক'র্‌তেই পিসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কপালে চুমু খেলে। দাস দাসীরা এসে প্রণাম ক'র্‌লে। সকলের সঙ্গে কুশল সম্ভাষণ হ'য়ে গেলে পর কুমু ব'ল্‌লে, "পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হ'য়ে গেচে।"

"সাধে হ'য়েচে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ-যে কিছুতেই ভালো হ'তে চায় না। কতো-দিনের অভ্যেস।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "পিসি, কুমুকে খেতে ব'ল্‌বে না?"

"খাবেনাতো কী! সেও কি ব'ল্‌তে হবে? ওদের পাল্কীর বেহারা দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেচি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসিগে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চ'ল্‌লুম।"

বিপ্রদাস ক্ষেমা পিসিকে ইসারা ক'রে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু ব'লে দিলে। কুমু বুঝ্‌লে ওদের বাড়ির লোকদের কী ভাবে বিদায় ক'র্‌তে হবে তারি পরামর্শ। এই পরামর্শের মধ্যে কুমু আজ অপর পক্ষ হ'য়ে উঠেচে। ওর কোনো মত নেই। এটা ওর একটুঞ

ভালো লাগ্‌লো না। কুমুও তা'র শোধ তুল্‌তে ব'স্‌লো। এ-বাড়িতে তা'র চিরকালের স্থান ফিরে দখলের কাজ সুরু ক'রে দিলে।

প্রথমত, দাদার খানসামা গোকুলকে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কী একটা হুকুম ক'র্‌লে, তার পরে লাগ্‌লো নিজের মনের মতো ক'রে ঘর গোছাতে। বাইরের বারান্দায় সরিয়ে দিলে পিরিচ, পেয়ালা, ল্যাম্প, খালি সোডাওয়াটারের বোতল, একখানা বেত-ছেঁড়া চৌকি, গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি। সেল্‌ফের উপর বইগুলো ঠিকমতো সাজালে, দাদার হাতের কাছাকাছি একখানি টিপাই সরিয়ে এনে তা'র উপরে গুছিয়ে রাখ্‌লে পড়্‌বার বই, কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস, ছোটো একটি আয়না এবং চিরুণী ব্রুস।

ইতিমধ্যে গোকুল একটা পিতলের জগে গরম জল, একটা পিতলের চিলেমচি, আর সাফ তোয়ালে বেতের মোড়ার উপর এনে রাখ্‌লে। কিছুমাত্র সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কুমু গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বিপ্রদাসের মুখ হাত মুছিয়ে দিয়ে তা'র চুল আঁচড়িয়ে দিলে, বিপ্রদাস শিশুর মতো চুপ ক'রে সহ্য ক'র্‌লো। কখন

কী ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং পথ্যের নিয়ম কী সমস্ত জেনে নিয়ে এমন ভাবে গুছিয়ে ব'স্‌লো যেন ওর জীবনে আর কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই।

বিপ্রদাস মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো এর অর্থ টা কী? ভেবেছিলো, দেখা ক'র্‌তে এসেচে আবার চ'লে যাবে, কিন্তু সেরকম ভাব তো নয়। শ্বশুরবাড়িতে কুমুর সম্বন্ধটা কী রকম্‌ দাঁড়িয়েচে সেটা বিপ্রদাস জান্‌তে চায়, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে প্রশ্ন ক'র্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে। কুমুর নিজের মুখ থেকেই শুন্‌বে এই আশা ক'রে রইলো। কেবল আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আজ তোকে কখন যেতে হবে?"

কুমু ব'ল্‌লে, "আজ যেতে হবে না।"

বিপ্রদাস বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এতে তোর শ্বশুর বাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?"

"না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে রইলো। কুমু ঘরের কোণের টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তা'র উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ পরে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?"

"না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাক্‌বো।"

টম্ কুকুরটা কৌচের নীচে শান্ত হ'য়ে নিদ্রার সাধনায় নিযুক্ত ছিলো, কুমু তাকে আদর ক'রে তা'র প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত ক'রে তুল্‌লে। সে লাফিয়ে উঠে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ ক'রে দিলে। বিপ্রদাস বুঝ্‌তে পার্‌লে কুমু হঠাৎ এই গোলমালটা সৃষ্টি ক'রে তা'র পিছনে একটু আড়াল ক'র্‌লে আপনাকে।

খানিক বাদে কুকুরের সঙ্গে খেলা বন্ধ ক'রে কুমু মুখ তুলে ব'ল্‌লে, "দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হ'য়েচে, এনে দিই।"

"না, সময় হয়নি" ব'লে কুমুকে ইসারা ক'রে বিছানার পাশের চৌকিতে বসালে। আপনার হাতে তা'র হাত তুলে নিয়ে ব'ল্‌লে, "কুমু, আমার কাছে খুলে বল্, কী রকম চ'ল্‌চে তোদের।"

তখনি কুমু কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লে না। মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুখ হ'লো লাল, শিশুকালের মতো ক'রে বিপ্রদাসের প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠ্‌লো; ব'ল্‌লে, "দাদা আমি সবই ভুঁল বুঝেচি, আমি কিছুই জান্‌তুম না।"

বিপ্রদাস আস্তে আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। খানিক বাদে ব'ল্‌লে, "আমি তোকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারিনি। মা থাক্‌লে তোকে তোর শ্বশুর বাড়ির জন্যে প্রস্তুত ক'রে দিতে পার্‌তেন।"

কুমু ব'ল্‌লে, "আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা-যে এতো বেশি তফাৎ তা' আমি মনে ক'র্‌তে পার্‌তুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা ক'রেচি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয়নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েচেন জানি, কিন্তু সে ছিলো দুরন্তপনা, তা'র আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।"

বিপ্রদাস কোনো কথা না ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো। মধুসূদন-যে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক জগতের মানুষ, তা' সেই বিবাহ অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকেই বুঝ্‌তে পেরেচে। তারি বিষম উদ্বেগে ওর শরীর যেন কোনো মতেই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌চে না। এই দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার ক'র্‌বার তো কোনো উপায় নেই। সকলের চেয়ে মুস্কিল এই-যে এই মানুষের কাছে ঋণে

ওর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা। এই অপমানিত সম্বন্ধের ধাক্কা-যে কুমুকেও লাগ্‌চে। এতোদিন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিপ্রদাস কেবলি ভেবেচে মধুসূদনের এই ঋণের বন্ধন থেকে কেমন ক'রে সে নিষ্কৃতি পাবে। ওর ক'ল্‌কাতায় আস্‌বার ইচ্ছে ছিলো না, পাছে কুমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের সহজ ব্যবহার অসম্ভব হয়। কুমুর উপর ওর যে-স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার আছে, পাছে তা পদে পদে লাঞ্ছিত হ'তে থাকে, তাই ঠিক করেছিলো নুরনগরেই বাস ক'র্‌বে। ক'ল্‌কাতায় আস্‌তে বাধ্য হ'য়েচে অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা ক'র্‌বে ব'লে। জানে-যে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই এর দুশ্চিন্তার বোঝা ওর বুকের উপর চেপে ব'সে আছে।

খানিক বাদে কুমু বিপ্রদাসের থেকে অন্যদিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন ক'র্‌তে পার্‌চিনে, এটা কি আমার পাপ?"

"কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।"

অন্যমনস্ক ভাবে কুমু একটা ছবিওয়ালা ইংরেজি

মাসিক পত্রের পাতা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো। বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তা'র ঘটনায় ও অবস্থায় এতোই ভিন্ন হ'তে পারে-যে ভালো-মন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা ক'রে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম্ম হয় না।"

কুমু মাসিক পত্রটার দিকে চোখ নীচু ক'রে ব'ল্‌লে, "যেমন মীরাবাইএর জীবন।"

নিজের মধ্যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব যখনি কঠিন হ'য়ে উঠেচে, কুমু তখনি ভেবেচে মীরাবাইএর কথা। একান্ত মনে ইচ্ছা ক'রেচে কেউ ওকে মীরাবাইএর আদর্শটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেয়।

কুমু একটু চেষ্টা ক'রে সঙ্কোচ কাটিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন ব'লেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়্‌বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েচিস্।"

"এক সময়ে তাই মনে ক'রেছিলুম। কিন্তু যখন সঙ্কটে প'ড়্‌লুম তখন দেখি প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে'

গেচে, এতো চেষ্টা ক'র্‌চি, কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য ক'রে তুল্‌তে পার্‌চিনে। আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।"

"কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস্‌নে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা ব'লে তো মরে না। যা পেয়েচিস তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হ'য়ে গেচে।"

"সেই আশীর্ব্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দ্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন ব'লেই।"

"দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত ক'র্‌চি।"

"কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা-যে আমার অভ্যেস। আজ যদি তোর কথা জানা বন্ধ হ'য়ে যায়, তোর জন্যে ভাব্‌তে না পাই, তা হ'লে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাৎড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচে।"

কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ল্‌লে, "আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না, দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা ক'র্‌বেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।"

"আচ্ছা, থাক্ ওসব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে ক'র্‌চে তেমনি ক'রে আজ তোকে শেখাই।"

"ভাগ্যি শিখিয়েছিলে, দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও। আজ আমি বরঞ্চ তোমাকে একটা গান শোনাই।"

দাদার শিয়রের কাছে ব'সে কুমু আস্তে আস্তে গাইতে লাগ্‌লো,—

"পিয় ঘর আয়ে, সোই প্যারী পিয় প্যাররে!
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণকমল বলিহাররে!"

বিপ্রদাস চোখ বুজে শুন্‌তে লাগ্‌লো। গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভ'রে উঠ্‌লো এক অপরূপ দর্শনে। ভিতরের আকাশ আলো হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রিয়তম ঘরে এসেচেন, চরণকমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্চে। অত্যন্ত সত্য হ'য়ে উঠ্‌লো অন্তরলোক, যেখানে মিলন ঘটে। গান গাইতে গাইতে ও সেইখানে পৌঁছেচে। "চরণকমল বলিহাররে"—সমস্ত জীবন ভ'রে দিলে সেই চরণ-কমল, অন্ত নেই তা'র—সংসারে

দুঃখ অপমানের জায়গা রইলো কোথায়! “পিয় ঘর আয়ে—” তা’র বেশি আর কী চাই! এই গান কোনোদিন যদি শেষ না হয় তা হ’লে তো চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে গেলো কুমু।

কিছু রুটি-টোষ্ট্ আর এক পেয়ালা বার্লি গোকুল টিপাইএর উপর রেখে দিয়ে গেলো। কুমু গান থামিয়ে ব’ল্‌লে, “দাদা, কিছুদিন আগে মনে-মনে গুরু খুঁজ্‌ছিলুম, আমার দরকার কী? তুমি-যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েচো।”

“কুমু, আমাকে লজ্জা দিস্‌নে। আমার মতো গুরু রাস্তায় ঘাটে মেলে, তা’রা অন্যকে যে-মন্ত্র দেয় নিজে তা’র মানেই জানে না। কুমু, কতোদিন এখানে থাক্‌তে পার্‌বি ঠিক ক’রে বল্ দেখি?”

“যতোদিন না ডাক পড়ে।”

“তুই এখানে আস্‌তে চেয়েছিলি?”

“না, আমি চাইনি।”

“এর মানে কি?”

“মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা ক’র্‌লেও বুঝ্‌তে পার্‌বো না। তোমার কাছে আস্‌তে পেরেচি এই যথেষ্ট। যতোদিন থাক্‌তে পারি

সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হ'চ্চে না, খেয়ে নাও।"

চাকর এসে খবর দিলে মুখুজ্জে মশায় এসেচেন। বিপ্রদাস একটু যেন ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লে, "ডেকে দাও।"

৪৭

কালু ঘরে ঢুক্‌তেই কুমু তাকে প্রণাম ক'র্‌লে।

কালু ব'ল্‌লে, "ছোট খুকি, এসেচো? এইবার দাদার সেরে উঠ্‌তে দেরি হবে না।"

কুমুর চোখ ছলছল ক'রে উঠ্‌লো। অশ্রু সাম্‌লে নিয়ে ব'ল্‌লে, "দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?"

বিপ্রদাস উদাসীন ভাবে হাত ওল্‌টালে, অর্থাৎ না হ'লেই বা ক্ষতি কী। কুমু জানে বিপ্রদাস বার্লি খেতে ভালোবাসে না, তাই ও যখনি দাদাকে বার্লি খাইয়েচে বার্লিতে নেবুর রস এবং অল্প একটু গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে সরবতের মতো বানিয়ে দিতো। সে আয়োজন আজ নেই, তবু বিপ্রদাস আপন ইচ্ছে

কাউকে জানায়ওনি, যা পেয়েচে তাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেয়েচে।

বালিঁ ঠিক মতো তৈরি ক'রে আন্‌বার জন্যে কুমু চ'লে গেলো।

বিপ্রদাস উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কালুদা, খবর কী বলো।"

"তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজি খেলার মতো ক'রে—অত্যন্ত বেশি সুদে চায়, সে আমাদের পোষাবে না।"

"কালুদা, সুবোধকে তার ক'র্‌তে হবে আস্‌বার জন্যে। আর দেরি ক'র্‌লে তো চ'ল্‌বে না।"

"আমারো ভালো ঠেক্‌চে না। সেবারে তোমার সেই আঙটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ ক'র্‌তে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হ'লো না; তখনি বুঝ্‌লুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জ্জি মতো একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধ'র্‌বে।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

কালু ব'ল্‌লে, "দাদা, ছোটো খুকি-যে হঠাৎ আজ

সকালে চ'লে এলো, রাগাবাগি ক'রে আসেনি তো। মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখ্‌তে হবে।"

"কুমু ব'ল্‌চে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েচে।"

"সম্মতিটার চেহারা কী রকম না জান্‌লে মন নিশ্চিন্ত হ'চ্চে না। কতো সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী ব'ল্‌বো দাদা। রাগে সর্ব্ব অঙ্গ যখন জ্ব'ল্‌চে তখনো ঠাণ্ডা হ'য়ে সব স'য়েচি, গৌরীশঙ্করের পাহাড়টার মতো ছুপুর রোদ্দুরেও তা'র বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, এ'কে সাম্‌লে চলা কি সোজা কথা!"

বিপ্রদাস কোনো জবাব না ক'রে চুপ ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

কুমু এলো বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধ'রে ব'ল্‌লে, "দাদা খেয়ে নাও।"

বিপ্রদাস তা'র ভাবনা থেকে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। কুমু বুঝ্‌তে পার্‌লে, গভীর একটা উদ্বেগের মধ্যে দাদা এতোক্ষণ ডুবে ছিলো।

কালু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কুমু তা'র পিছন্ পিছন্ গিয়ে বারান্দায় ওকে

ধ'রে ব'ল্‌লে, "কালুদা, আমাকে সব কথা ব'ল্‌তে হবে।"

"কী কথা ব'ল্‌তে হবে, দিদি ?"

"তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাব্‌না চ'ল্‌চে।"

"বিষয় আছে ভাব্‌না নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকি ? ও-যে কাঁটা গাছের ফল, ক্ষিদের চোটে পেড়ে খেতেও হয়, পাড়্‌তে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ছ'ড়েও যায়।"

"সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হ'য়েচে।"

"বিষয়কর্ম্মের কথা মেয়েদের ব'ল্‌তে নিষেধ।"

"আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হ'চ্চে। ব'ল্‌বো ?"

"আচ্ছা, বলো।"

"আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।"

কোনো জবাব না দিয়ে কালু তা'র বড়ো বড়ো দুই চোখ সকৌতুক বিস্ময়হাস্যে বিস্ফারিত ক'রে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আমাকে ব'ল্‌তেই হবে, ঠিক ব'লেচি কি না।"

"দাদারই বোন তো, কথা না ব'ল্‌তেই কথা বুঝে নেয়।"

বিয়ের পরে প্রথম যে-দিন বিপ্রদাসের মহাজন ব'লে মধুসূদন আস্ফালন ক'রে শাসিয়ে কথা ব'লেছিলো, সেই দিন থেকেই কুমু বুঝেছিলো দাদার সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের অগৌরব। প্রতিদিনই একান্তমনে ইচ্ছে ক'রেছিলো এটা যেন ঘুচে যায়। বিপ্রদাসের মনে এর অসম্মান-যে বিঁধে আছে তাতে কুমুর সন্দেহ ছিলো না। সেদিন নবীন যেই বিপ্রদাসের চিঠির ব্যাখ্যা ক'র্‌লে, অম্‌নি কুমুর মনে এলো সমস্তর মূলে আছে এই দেনা-পাওনার সম্বন্ধ। দাদার শরীর কেন-যে এতো ক্লান্ত, কোন্ কাজের বিশেষ তাগিদে দাদা ক'ল্‌কাতায় চ'লে এসেচে, কুমু সমস্তই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে।

"কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার ক'র্‌তে এসেচে।"

"তা, ধার ক'রেই তো ধার শুধ্‌তে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হ'য়ে থাকাটা তো ভালো নয়।"

"সে তো ঠিক কথা, তা টাকার যোগাড় ক'র্‌তে পেরেচো?"

"ঘুরে ঘেরে দেখ্‌চি, হ'য়ে যাবে, ভয় কী !"

"না, আমি জানি, সুবিধে ক'র্‌তে পারোনি।"

"আচ্ছা, ছোটো খুকি, সবই যদি জানো, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলে বেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে গোঁফ হ'লো কেমন ক'রে? ব'লেছিলুম সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম ব'লে। তা'তেই প্রশ্নটার তখনি নিষ্পত্তি হ'য়ে গেলো। এখন হ'লে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাক্‌তে হ'তো। সব কথাই-যে তোমাকে স্পষ্ট ক'রে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।"

"আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌চি, কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জান্‌তে হবে।"

"কী ক'রে দাদার গোঁফ উঠ্‌লো, তাও ?"

"দেখো, অমন ক'রে কথা চাপা দিতে পার্‌বে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেচি টাকার সুবিধে ক'র্‌তে পারোনি।"

"নাই যদি পেরে থাকি, সেটা জেনে তোমার লাভ হবে কী ?"

"সে আমি ব'ল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমাকে জান্‌তেই হবে। টাকা ধার পাওনি তুমি ?"

"না, পাইনি।"

"সহজে পাবে না ?"

"পাবো নিশ্চয়ই, কিন্তু সহজে নয়। তা দিদি, তোমার কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে পাবার চেষ্টায় বের'লো কাজ হয়তো কিছু এগোতে পারে। আমি চ'ল্‌লুম।"

খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এসে কালু ব'ল্‌লে, "খুকি, এখানে-যে তুমি আজ চ'লে এলে, তা'র মধ্যে তো কোনো কাঁটা খোঁচা নেই ? ঠিক সত্যি ক'রে বলো।"

"আছে কি না তা আমি খুব স্পষ্ট ক'রে জানিনে।"

"স্বামীর সম্মতি পেয়েচো ?"

"না-চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েচেন।"

"রাগ ক'রে ?"

"তাও আমি ঠিক জানিনে; ব'লেচেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।"

"সে কোনো কাজের কথা নয়, তা'র আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।"

"গেলে হুকুম মানা হবে না।"

"আচ্ছা, সে আমি দেখবো।"

দাদা আজ এই-যে বিষম বিপদে প'ড়েচে, এর সমস্ত অপরাধ কুমুর, এ-কথা না মনে ক'রে কুমু থাক্‌তে পার্‌লো না। নিজেকে মার্‌তে ইচ্ছে করে, খুব কঠিন মার। শুনেচে এমন সন্ন্যাসী আছে যারা কণ্টক শয্যায় শুয়ে থাকে, ও সেই রকম ক'রে শুতে রাজি, যদি তাতে কোনো ফল পায়। কোনো যোগী—কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয় তা' হ'লে চিরদিন তা'র কাছে বিকিয়ে থাক্‌তে পারে। নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যায়। যদি মেয়েমানুষ না হ'তো, তা হ'লে যা হয় একটা কিছু উপায় সে ক'র্‌তোই। কিন্তু মেজদাদা কী ক'র্‌চেন! এক্‌লা দাদার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে ইংলণ্ডে ব'সে আছেন?

কুমু ঘরে ঢুকে দেখে বিপ্রদাস কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বিছানায় প'ড়ে আছে। এমন ক'র্‌লে শরীর কি সার্‌তে পারে! বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে ম'র্‌তে ইচ্ছে করে।

দাদার শিয়রের কাছে ব'সে মাথায় হাত বুল'তে বুল'তে কুমু ব'ল্‌লে, "মেজদাদা কবে আস্‌বেন?"

"তা তো ব'ল্‌তে পারিনে।"

"তাঁকে আস্‌তে লেখো না।"

"কেন বল্‌ দেখি।"

"সংসারের সমস্ত দায় একলা তোমারি ঘাড়ে, এ তুমি বইবে কী ক'রে ?"

"কারো বা থাকে দাবী, কারো বা থাকে দায় ; এই তুই নিয়ে সংসার। দায়টাকেই আমি আমার ক'রেচি, এ আমি অন্যকে দেবো কেন ?"

"আমি যদি পুরুষমানুষ হ'তুম জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতুম।"

"তা হ'লেই তো বুঝ্‌তে পার্‌চিস্‌ কুমু, দায় ঘাড়ে নেবার একটা লোভ আছে। তুই নিজে নিতে পার্‌চিস্‌নে ব'লেই তোর মেজদাদাকে দিয়ে সাধ মেটাতে চাস্‌। কেন আমিই বা কী অপরাধ ক'রেচি !"

"দাদা, তুমি টাকা ধার্‌ ক'র্‌তে এসেচো ?"

"কিসের থেকে বুঝ্‌লি ?"

"তোমার মুখ দেখেই বুঝেচি। আচ্ছা, আমি কি কিছুই ক'র্‌তে পারিনে ?"

"কী ক'রে বলো ?"

"এই মনে করো, কোনো দলিলে সই ক'রে। আমার সইয়ের কি কোনো দামই নেই ?"

"খুবই দাম আছে ; সে আমাদের কাছে, মহাজনের কাছে নয়।"

"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বলো, আমি কী ক'র্তে পারি।"

"লক্ষ্মী হ'য়ে শান্ত হ'য়ে থাক্, ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস্ সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ। তুফানের মুখে নৌকো ঠিক রাখাও যেমন একটা কাজ, মাথা ঠিক রাখাও তেমনি। আমার এসরাজটা নিয়ে আয়, একটু বাজা।"

"দাদা, আমার বড়ো ইচ্ছে ক'র্চে একটা কিছু করি।"

"বাজানোটা বুঝি একটা কিছু নয়।"

"আমি চাই খুব একটা শক্ত কাজ।"

"দলিলে নাম সই করার চেয়ে এসরাজ বাজানো অনেক বেশি শক্ত। আন্ যন্ত্রটা।"

৪৮

একদিন মধুসূদনকে সকলেই যেমন ভয় ক'র্‌তো, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিলো তেমনি। ভিতরে ভিতরে মধুসূদন তা'র দিকে কখনো কখনো যেন ট'লেচে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ ক'রেছিলো। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে-যে ওর কাছে যাওয়া যায় তা ঠাহর ক'র্‌তে পার্‌তো না। হাৎড়ে হাৎড়ে মাঝে মাঝে চেষ্টা ক'রেচে, প্রত্যেকবার ফিরেচে ধাক্কা খেয়ে। মধুসূদন একনিষ্ঠ হ'য়ে ব্যবসা গ'ড়ে তুল্‌ছিলো, কাঞ্চনের সাধনায় কামিনীকে সে অত্যন্তই তুচ্ছ ক'রেচে, মেয়েরা সেই জন্যে ওকে অত্যন্তই ভয় ক'র্‌তো। কিন্তু এই ভয়েরও একটা আকর্ষণ আছে। দুরু দুরু বক্ষ এবং সঙ্কুচিত ব্যবহার নিয়েই শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ একটা আবরণের আড়ালে মুগ্ধ মনে মধুসূদনের কাছে কাছে ফিরেচে। এক একবার যখন অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়েচে, সেই সময়েই যথার্থ ভয়ের কারণ ঘ'টেচে। তা'র অনতিপরেই কিছুদিন ধ'রে বিপরীত দিক থেকে মধুসূদন প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেচে ওর জীবনে মেয়েরা একেবারেই হেয়। তাই

এতোকাল শ্যামাসুন্দরী নিজেকে খুবই সংযত ক'রে রেখেছিলো।

মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে সে আর থাক্‌তে পার্‌ছিলো না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা ক'র্‌তো, তা' হ'লে সেটা একরকম সহ্য হ'তো। কিন্তু শ্যামা যখন দেখ্‌লে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠ্‌তে পারে, তখন সংযম রক্ষা তা'র পক্ষে আর সহজ রইলো না। এ কয়দিন সাহস ক'রে যখন-তখন একটু একটু এগিয়ে আস্‌ছিলো, দেখেছিলো এগিয়ে আসা চলে। মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প বাধা পেয়েচে, কিন্তু সেও দেখ্‌লে কেটে যায়। মধুসূদনের দুর্ব্বলতা ধরা প'ড়েচে, সেই জন্যেই শ্যামার নিজের মধ্যেও ধৈর্য্য বাঁধ মান্‌তে আর পারে না। কুমু চ'লে আস্‌বার আগের রাত্রে মধুসূদন শ্যামাকে যতো কাছে টেনেছিলো এমন তো আর কখনোই হয়নি। তা'র পরেই ওর ভয় হ'লো পাছে উল্টো ধাক্কাটা জোরে এসে লাগে। কিন্তু এটুকু শ্যামা বুঝে নিয়েচে-যে, ভীরুতা যদি না করে তবে ভয়ের কারণ আপনি কেটে যাবে।

সকালেই মধুসূদন বেরিয়ে গিয়েছিলো, বেলা

একটা পেরিয়ে বাড়ি এসেচে। ইদানীং অনেক কাল ধ'রে ওর স্নানাহারের নিয়মের এমন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজ বড়োই ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে বাড়িতে যেই এলো, প্রথম কথাই মনে হ'লো, কুমু তা'র দাদার ওখানে চ'লে গেচে এবং খুসি হ'য়েই চ'লে গেচে। এতোকাল মধুসূদন আপনাতে আপনি খাড়া ছিলো, কখন্ এক সময়ে ঢিল দিয়েচে, শরীর মনের আতুরতার সময় কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আশ্রয় কর্‌বার সুপ্ত ইচ্ছা ওর মনে উঠেচে জেগে, সেইজন্যেই অনায়াসে কুমুর চ'লে যাওয়াতে ওর এমন ধিক্কার লাগ্‌লো। আজ ওর খাবার সময়ে শ্যামাসুন্দরী ইচ্ছা ক'রেই কাছে এসে বসেনি ; কী জানি কাল রাত্রে নিজেকে ধরা দেবার পরে মধুসূদন নিজের উপর পাছে বিরক্ত হ'য়ে থাকে। খাবার পর মধুসূদন শূন্য শোবার ঘরে এসে একটুখানি চুপ ক'রে থাক্‌লো, তা'র পরে নিজেই শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। শ্যামা লাল রঙের একটা বিলিতি শাল গায়ে দিয়ে যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে ঘরে ঢুকে এক ধারে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলো। মধুসূদন ডাক্‌লে, "এসো, এইখানে এসো, ব'সো।"

শ্যামা শিওয়ের কাছে ব'সে "তোমাকে-যে বড়ো

রোগা দেখাচ্চে আজ” ব’লে একটু ঝুঁকে প’ড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

মধুসূদন ব’ল্‌লে, “আঃ, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা।”

রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এলো শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে ব’ল্‌লে, “আহা, তুমি একলা।”

শ্যামাসুন্দরী একটু যেন স্পর্দ্ধার সঙ্গেই কোনো আর আবরণ রাখ্‌তে দিলে না। যেন অসঙ্কোচে সবাইকে সাক্ষী রেখেই ও আপনার অধিকার পাকা ক’রে তুল্‌তে চায়। সময় বেশি নেই, কবে আবার কুমু এসে প’ড়্‌বে, তা’র মধ্যে দখল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দখলটা প্রকাশ্য হ’লে তা’র জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখ্‌লে চ’ল্‌বে না। অবস্থাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাসী চাকরদের মধ্যেও জানাজানি হ’লো। মধুসূদনের মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যতো বড়ো জোরে চাপা ছিলো, ততো বড়ো জোরেই তা’ অবারিত হ’লো, কাউকে কেয়ার ক’র্‌লে না, মত্ততা খুব স্থূল ভাবেই সংসারে প্রকাশ ক’রে দিলে।

নবীন মোতির মা দুজনেই বুঝ্‌লে এ-বান আর ঠেকানো যাবে না।

"দিদিকে কি ডেকে আন্‌বে না? আর কি দেরি করা ভালো?"

"সেই কথাই তো ভাব্‌চি। দাদার হুকুম নইলে তো উপায় নেই। দেখি চেষ্টা ক'রে।"

যেদিন সকালে কৌশলে দাদার কাছে কথাটা পাড়্‌বে ব'লে নবীন এলো, দেখে-যে দাদা বের'বার জন্যে প্রস্তুত, দরজার কাছে গাড়ি তৈরি।

নবীন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কোথাও বেরুচ্চো নাকি?"

মধুসূদন একটু সঙ্কোচ কাটিয়ে ব'ল্‌লে, "সেই গণৎকার বেঙ্কট স্বামীর কাছে।"

নবীনের কাছে দুর্ব্বলতা চাপা রাখ্‌তেই চেয়েছিলো। হঠাৎ মনে হ'লো ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই সুবিধা হ'তে পারে। তাই ব'ল্‌লে, "চলো আমার সঙ্গে।"

নবীন ভাব্‌লে, সর্ব্বনাশ! ব'ল্‌লে, "দেখে আসিগে সে বাড়িতে আছে কি না। আমার তো বোধ হ'চ্চে সে দেশে চ'লে গেচে, অন্তত সেই রকম তো কথা।"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "তা' বেশ তো, দেখে আসা যাক্ না।"

নবীন নিরুপায় হ'য়ে সঙ্গে চ'ল্‌লো, কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গণলে।

গণৎকারের বাড়ির সাম্‌নে গাড়ি দাঁড়াতেই নবীন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে একটু উঁকি মেরেই ব'ল্‌লে, "বোধ হ'চ্চে কেউ যেন বাড়িতে নেই।"

যেমন বলা, সেই মুহূর্ত্তেই স্বয়ং বেঙ্কটস্বামী দাঁতন চিব'তে চিব'তে দরজার কাছে বেরিয়ে এলো। নবীন দ্রুত তা'র গা ঘেঁসে প্রণাম ক'রে ব'ল্‌লে, "সাবধানে কথা কবেন।"

সেই এঁদো ঘরে তক্তপোষে সবাই ব'স্‌লো। নবীন ব'স্‌লো মধুসূদনের পিছনে। মধুসূদন কিছু বলবার আগেই নবীন ব'লে ব'স্‌লো, "মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্চে, কবে গ্রহ শান্তি হবে ব'লে দাও শাস্ত্রীজি।"

মধুসূদন নবীনের এই ফাঁস-ক'রে-দেওয়া প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তা'র উরুতে খুব একটা টিপনী দিলে।

বেঙ্কট স্বামী রাশিচক্র কেটে একেবারে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলে মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি প'ড়েচে।

গ্রহের নাম জেনে মধুসূদনের কোনো লাভ নেই, তা'র সঙ্গে বোঝাপড়া করা শক্ত। যে-যে মানুষ ওর সঙ্গে শত্রুতা ক'রচে স্পষ্ট ক'রে তাদেরই পরিচয় চাই, বর্ণ-

মালার যে-বর্গেই পড়ুক নাম বের ক'র্তে হবে। নবীনের মুস্কিল এই-যে, সে মধুসূদনের আপিসের ইতি-বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ইসারাতেও সাহায্য খাট্‌বে না। বেঙ্কটস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায় আর মধুসূদনের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়। আজকের দিনে নামের বেলায় ভৃগুমুনি সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ শাস্ত্রী ব'লে বস্‌লো, শত্রুতা ক'র্‌চে একজন স্ত্রীলোক।

নবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সেই স্ত্রীলোকটি-যে শ্যামাসুন্দরী এইটে কোনো মতে খাড়া ক'র্‌তে পারলে আর ভাবনা নেই। মধুসূদন নাম চায়। শাস্ত্রী তখন বর্ণমালার বর্গ সুরু ক'র্‌লে। কবর্গ শব্দটা ব'লে যেন অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে রইলো—কটাক্ষে দেখতে লাগলো মধুসূদনের দিকে। কবর্গ শুনেই মধুসূদনের মুখে ঈষৎ একটু চমক দিলে। ওদিকে পিছন থেকে "না" সঙ্কেত ক'রে নবীন ডাইনে বাঁয়ে লাগালো ঘাড়-নাড়া। নবীনের জানাই নেই-যে মাদ্রাজে এ-সঙ্কেতের উল্টো মানে। বেঙ্কট স্বামীর আর সন্দেহ রইলো না—জোর গলায় ব'ল্‌লে, ক বর্গ। মধুসূদনের মুখ দেখে ঠিক বুঝেছিলো ক বর্গের প্রথম বর্ণটাই। তাই কথাটাকে আরো একট ব্যাখ্যা

ক'রে শাস্ত্রী ব'ল্‌লে, এই কয়ের মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু।

এর পরে পুরো নাম জানাবার জন্যে পীড়াপীড়ি না ক'রে ব্যগ্র হ'য়ে মধুসূদন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এর প্রতিকার?"

বেঙ্কটস্বামী গম্ভীরভাবে ব'লে দিলে, "কণ্টকেনৈব কণ্টকং"—অর্থাৎ উদ্ধার ক'র্‌বে অন্য একজন স্ত্রীলোক।

মধুসূদন চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বেঙ্কটস্বামী মানব চরিত্রবিদ্যার চর্চ্চা ক'রেচে।

নবীন অস্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "স্বামীজি, ঘোড়দৌড়ে মহারাজার ঘোড়াটা কি জিতেচে?"

বেঙ্কটস্বামী জানে অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না, একটু হিসাবের ভান ক'রে ব'লে দিলে—"লোকসান দেখতে পাচ্চি।"

কিছুকাল আগেই মধুসূদনের ঘোড়া মস্ত জিৎ জিতেচে। মধুসূদনকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ ক'রে নবীন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "স্বামীজি, আমার কন্যাটার কী গতি হবে?" বলা বাহুল্য, নবীনের কন্যা নেই।

বেঙ্কটস্বামী নিশ্চয় ঠাওরালে পাত্র খুঁজচে। নবীনের চেহারা দেখেই বুঝলে, মেয়েটি অপ্সরা নয়। ব'লে দিলে পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় ক'র্‌তে হবে।

মধুসূদনকে একটু অবসর না দিয়ে পরে পরে দশ বারোটা অসঙ্গত প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর বের ক'রে নিয়ে নবীন ব'ল্‌লে, "দাদা আর কেন? এখন চলো।"

গাড়িতে উঠেই নবীন ব'লে উঠ্‌লো, "দাদা, ওর সমস্ত চালাকি। ভণ্ড কোথাকার!"

"কিন্তু সেদিন-যে—"

"সেদিন ও আগে থাক্‌তে খবর নিয়েছিলো।"

"কেমন ক'রে জানলে-যে আমি আসবো?"

"আমারই বোকামি। ঘাট হ'য়েচে ওর কাছে তোমাকে এনেছিলুম।"

জ্যোতিষীর প্রতারণার প্রমাণ যতোই পা'ক কবর্গের কু মধুসূদনের মনে বিঁধে রইলো। ভেবে দেখ্‌লে-যে, নক্ষত্র অনাদর ক'রে খুচরো প্রশ্নের যা' তা' জবাব দেয়, কিন্তু আদত প্রশ্নের জবাবে ভুল হয় না। মধুসূদন যার প্রত্যাশাই করেনি সেই দুঃসময় ওর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এলো। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কী হবে?

নবীন আস্তে আস্তে কথা পাড়লো, "দাদা, তুই সপ্তাহ তো কেটে গেলো, এইবারে বৌরাণীকে আনিয়ে নিই।"

"কেন, তাড়া কিসের? দেখো নবীন, তোমাকে ব'লে রাখ্‌লুম আর কখনোই এ-সব কথা আমার কাছে তুলবে না। যেদিন আমার খুসি আমি আনিয়ে নেবো।"

নবীন দাদাকে চেনে, বুঝ্‌লে এ-কথাটা খতম হ'য়ে গেলো।

তবু সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "মেজোবৌ যদি বৌরাণীকে দেখ্‌তে চায় তা' হ'লে কি দোষ আছে?"

মধুসূদন অবজ্ঞা ক'রে সংক্ষেপে ব'ল্‌লে, "যাক্‌ না!"

৪৯

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে একটা কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "আসুন নবীন বাবু, এইখানে বসুন।"

নবীন ব'ল্‌লে, "আমার পরিচয়টা পাননি বোধ হ'চ্চে। মনে ক'রেচেন আমি রাজবাড়ির কোন্‌

আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান ক'রে আমায় আশীর্ব্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু ক'রেচেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেচেন!"

"শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে-খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।"

কুমু ঘরে ঢুকেই ব'ল্‌লে, "ঠাকুরপো চলো কিছু খাবে।"

"খাবো, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে। যতোক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে প'ড়ে থাকবে।"

"সর্ত্তটা কী শুনি?"

"আমাদের বাড়িতে থাক্‌তেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাইনি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন ব'লেছিলে নেই, আজ তা বল্‌বার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ঐতো সাম্‌নেই ঝুল্‌চে।"

ভালো ছবি দৈবাৎ হ'য়ে থাকে, কুমুর ঐ ছবিটি তেমনি যেন দৈবের রচনা। কপালে যে-আলোটি

প'ড়লে কুমুর মনের চেহারাটি মুখে প্রকাশ পায়, সেই আলোটিই প'ড়েছিলো। ললাটে নির্ম্মল বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা। দাঁড়ানো ছবি; কুমুর সুন্দর ডান হাতটি একটা শূন্য চৌকির হাতার উপরে। মনে হয় যেন সামনে ও আপনারই একটা দূরকালের ছায়া দেখ্‌তে পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েচে।

নিজের এই ছবিটি কুমুর চোখে প'ড়েনি। ক'ল্‌কাতা থেকে ছবিওয়ালা আনিয়ে বিবাহের কয়দিন আগে ওর দাদা এটি তুলিয়েছিলো। তা'র পরে নিজের ঘরে ছবিটি টাঙিয়েচে, এইটেতে কুমুর হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে গেলো। ফটোগ্রাফের কপি আরো নিশ্চয় আছে, তাই দাদার মুখের দিকে চাইলে। নবীন ব'ল্‌লে, "বুঝতে পারচেন, বিপ্রদাস বাবু, বৌরাণীর দয়া হ'য়েচে। দেখুন না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য ব'লেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।"

বিপ্রদাস হেসে ব'ল্‌লে, "কুমু, আমার ঐ চামড়ার বাক্সয় আরো খানকয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান ক'র্‌তে চাস্ যদি তো অভাব হবে না।"

কুমু নবীনকে খাওয়াতে নিয়ে গেলে পর কালু

এলো ঘরে। ব'ল্‌লে, "আমি মেজোবাবুকে তার ক'রেচি, শীঘ্র চ'লে আসবার জন্যে।"

"আমার নামে ?"

"হ্যাঁ, তোমারি নামে, দাদা। আমি জানি, তুমি শেষ পর্য্যন্ত হাঁ-না ক'র্‌বে, এদিকে সময় বড়ো কঠিন হ'য়ে আস্‌চে। ডাক্তারের কাছে যা' শোনা গেলো, তোমার উপর এতো চাপ সইবে না।"

ডাক্তার ব'লেচে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েচে, শরীর মন শান্ত রাখা চাই। এক সময়ে বিপ্রদাসের যে-অতিরিক্ত কুস্তির নেশা ছিলো এটা তারি ফল, তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েচে মনের উদ্বেগ।

সুবোধকে এ-রকম জোর তলব ক'রে ধ'রে-আনা ভালো হবে কিনা বিপ্রদাস বুঝতে পারলে না। চুপ ক'রে ভাব্‌তে লাগলো। কালু ব'ল্‌লে, "বড়ো বাবু, মিথ্যে ভাবচো, বিষয়-কর্ম্মের একটা শেষ ব্যবস্থা এখনি করা চাই, আর এতে তাঁকে না হ'লে চ'ল্‌বে না। বারো পার্সেণ্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারবো না। তা'রা আবার দু'লাখ টাকা আগাম সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তা'র উপর দালালি আছে।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "আচ্ছা আসুক সুবোধ। কিন্তু আসবে তো ?"

"যতো বড়ো সাহেব হোক্ না, তোমার তার পেলে সে না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকীকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, ব'ল্‌লে, "মধুসূদন না ডেকে পাঠালে যাবার বাধা আছে।"

"কেন, খুকী কি মধুসূদনের পাটখাটা মজুর ? নিজের ঘরে যাবে তা'র আবার হুকুম কিসের ?"

আহার সেরে নবীন একলা এলো বিপ্রদাসের ঘরে। বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "কুমু তোমাকে স্নেহ করে।"

নবীন ব'ল্‌লে, "তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য ব'লেই ওঁব স্নেহ এতো বেশি।"

"তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।"

"কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে ব'ল্‌তে আমার বাধবে।"

"কুমু-যে এখানে এসেচে আমার মনে হ'চ্চে তা'র মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।"

"আপনি ঠিকই বুঝেচেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।"

"অনাদর ঘ'টেচে তবে ?"

"সেই লজ্জায় এসেচি। আর তো কিছুই পারিনে, পায়ের ধূলো নিয়ে মনে-মনে মাপ চাই।"

"কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি ?"

"সত্যি কথা বলি, যেতে ব'ল্‌তে সাহস করিনে।"

ঠিক-যে কী হ'য়েচে বিপ্রদাস সে-কথা নবীনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না। মনে ক'র্‌লে জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে। কুমুকেও প্রশ্ন ক'রে কোনো কথা বের ক'র্‌তে বিপ্রদাসের অভিরুচি নেই। মনের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে লাগলো। কালুকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তুমি তো ওদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করো, মধুসূদনের সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় কিছু জানো।"

"কিছু আভাস পেয়েচি, কিন্তু সম্পূর্ণ না জেনে তোমার কাছে কিছু ব'ল্‌তে চাইনে। আর দুটো দিন সবুর করো, খবর তোমাকে দিতে পারবো।"

আশঙ্কায় বিপ্রদাসের মন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রতিকার কর্‌বার কোনো রাস্তা তা'র হাতে নেই

ব'লে দুশ্চিন্তাটা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিতে লাগ্‌লো।

৫০

কুমু অনেকদিন যেটা একান্ত ইচ্ছা ক'রেছিলো সে ওর পূর্ণ হ'লো ; সেই পরিচিত ঘরে, সেই ওর দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে এলো ফিরে, কিন্তু দেখ্‌তে পেলে ওর সেই সহজ জায়গাটি নেই। এক-একবার অভিমানে ওর মনে হ'চ্চে যাই ফিরে, কেননা ও স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চে সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি র'য়েচে, "ও ফিরে যাচ্চেনা কেন, কী হ'য়েচে ওর ?" দাদার গভীর স্নেহের মধ্যে ঐ একটা উৎকণ্ঠা, সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে স্পষ্ট আলোচনা চলেনা, তা'র বিষয় ও নিজে, অথচ ওর কাছে সেটা চাপা রইলো।

বিকেল হ'য়ে আস্‌চে, রোদ্দুর প'ড়ে এলো। শোবার ঘরের জানালার কাছে কুমু ব'সে। কাকগুলো ডাকাডাকি ক'র্‌চে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর লোকালয়ের নানা কলরব। নতুন বসন্তের হাওয়া সহরের ইঁটকাঠের উপর রঙ ধরাতে পারলে না।

সাম্‌নের বাড়িটাকে অনেক খানি আড়াল ক'রে একটা পাত-বাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারি ঘন সবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্ণের আলোটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। এই রকম সময়েই পোষা হরিণী তা'র অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁওয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হ'য়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের দিকে। যা-কিছু চারদিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে, আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্ত্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জল-স্থলের নানা ইসারার মধ্যে, মন তাকেই বলে সব চেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই ক'র্‌চে সব কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু এ কী বেড়া! আজ এ-বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর ক'রে তুল্‌লে। মনে-মনে ব'ল্‌লে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরণ, চ'লেচি তারি অভিসারে, দিনের পর দিনে—কতো দীর্ঘ পথ কতো দুঃখের পথ। মনে প'ড়ে গেলো, দাদার অসুখ বেড়েচে —সেবা ক'র্‌তে এসে আমিই অসুখ বাড়িয়েচি, এখন

আমি যা-ক'র্‌তে যাবো তাতেই উল্টো হবে। তুই হাতে মুখ চেপে ধ'রে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থাম্‌লে স্থির ক'র্‌লে বাড়ি ফিরে যাবে, তা' যা হয় তাই হবে—সব সহ্য ক'র্‌বে—শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতোই স্পষ্ট ক'রে আঁক্‌ড়ে ধ'র্‌লো ততোই ওর বোধ হ'লো জীবনের ভার একেবারে দুর্ব্বহ হবেনা, গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগ্‌লো—

পথপর রয়নী আঁধেরী,
কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা !

দুপুর বেলা কুমু দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চ'লে এসেছিলো, এতোক্ষণে ওষুধ আর পথ্য খাওয়াবার সময় হ'য়েচে। ঘরে এসে দেখ্‌লে বিপ্রদাস উঠে ব'সে পোর্টফোলিয়ো কোলে নিয়ে সুবোধকে ইংরেজিতে এক লম্বা চিঠি লিখ্‌চে। ভৎর্সনার সুরে কুমু তাকে ব'ল্‌লে, "দাদা, আজ তুমি ভালো ক'রে ঘুমোওনি।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "তুই ঠিক ক'রে রেখেছিস্ ঘুমোলেই বিশ্রাম হয়! মন যখন চিঠি লেখার দরকার বোধ করে তখন চিঠি লিখ্‌লেই বিশ্রাম।"

কুমু বুঝলে, দরকারটা ওকে নিয়েই। সমুদ্রের

এপারে এক ভাইকে ব্যাকুল ক'রেচে, সমুদ্রের ওপারে আর-এক ভাইকে ছট্‌ফটিয়ে দেবে, কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলো তাদের এই বোন। দাদাকে চা-খাওয়ানো হ'লে পর আস্তে আস্তে ব'ল্‌লে, "অনেক দিন তো হ'য়ে গেলো, এবার বাড়ি যাওয়া ঠিক ক'রেচি।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা ক'র্‌লে কথাটা কী ভাবের। এতোদিন দুই ভাই বোনের মধ্যে যে-স্পষ্ট বোঝাপড়া ছিলো আজ আর তা' নেই, এখন মনের কথার জন্যে হাৎড়ে বেড়াতে হয়। বিপ্রদাস লেখা বন্ধ ক'র্‌লে। কুমুকে পাশে ব'সিয়ে কিছু না ব'লে তা'র হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। কুমু তা'র ভাষা বুঝলো। সংসারের গ্রন্থি কঠিন হ'য়েচে, কিন্তু ভালোবাসার একটুও অভাব হয়নি। চোখ দিয়ে জল প'ড়তে চাইলো, জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে। কুমু মনে-মনে ব'ল্‌লে, এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না। তাই আবার ব'ল্‌লে, "দাদা, আমি যাওয়া ঠিক ক'রেচি।"

বিপ্রদাস কী জবাব দেবে ভেবে পেলে না, কেননা, কুমুর যাওয়াটাই হয়তো ভালো, অন্তত সেটাই তো কর্ত্তব্য। চুপ ক'রে রইলো। এমন সময় কুকুরটা ঘুম

থেকে জেগে কুমুর কোলের উপর দুই পা তুলে বিপ্রদাসের প্রসাদ রুটির টুক্‌রোর জন্যে কাকুতি জানালে।

রামস্বরূপ বেহারা এসে খবর দিলে চাটুজ্জে মশায় এসেচেন। কুমু উদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'ল্‌লে, "আজ দিনে তোমার ঘুম হয়নি, তা'র উপরে কালুদার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে। আমি বরঞ্চ যাই, কিছু যদি কথা থাকে শুনে নিইগে, তা'রপরে তোমাকে সময় মতো এসে জানাবো।"

"ভারি ডাক্তার হ'য়েচিস তুই! একজনের কথা যদি আর-একজন শুনে নেয় তাতে রোগীর মন খুব সুস্থির হয় ভেবেচিস্!"

"আচ্ছা আমি শুন্‌বো না, কিন্তু আজ থাক্।"

"কুমু, ইংরেজ কবি ব'লেচে, শ্রুত সঙ্গীত মধুর, অশ্রুত সঙ্গীত মধুরতর। তেমনি শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হ'তে পারে, কিন্তু অশ্রুত সংবাদ আরো অনেক ক্লান্তিকর, অতএব অবিলম্বে শুনে নেওয়াই ভালো।"

"আমি কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই আসবো, আর তখনো যদি তোমাদের কথাবার্ত্তা না থামে তবে আমি তা'র মধ্যেই এস্‌রাজ বাজাবো—ভীমপলশ্রী।"

"আচ্ছা তাতেই রাজি।"

আধঘণ্টা পরে এস্‌রাজ হাতে ক'রেই কুমু ঘরে ঢুকলো, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের ভাব দেখে তখনি এসরাজটা দেয়ালের কোণে ঠেকিয়ে রেখে দাদার পাশে ব'সে তা'র হাত চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কী হ'য়েচে, দাদা ?"

কুমু এতোদিন বিপ্রদাসের মধ্যে যে-অস্থিরতা লক্ষ্য ক'রেছিলো তা'র মধ্যে একটা গভীর বিষাদ ছিলো। বিপ্রদাসের জীবনে দুঃখ তাপ অনেক গেচে, কেউ তাকে সহজে বিচলিত হ'তে দেখেনি। বই পড়া, গান বাজনা করা, দূরবীন নিয়ে তারা দেখা, ঘোড়ায় চড়া, নানা জায়গা থেকে অজানা গাছপালা নিয়ে বাগান করা প্রভৃতি নানা বিষয়েই তা'র ঔৎসুক্য থাকাতে সে নিজের সম্বন্ধীয় দুঃখ কষ্টকে নিজের মধ্যে কখনো জ'ম্‌তে দেয়নি। এবার রোগের দুর্ব্বলতায় তাকে নিজের ছোটো গণ্ডীর মধ্যে বড়ো বেশি ক'রে বদ্ধ ক'রেচে। এখন সে বাইরে থেকে সেবা ও সঙ্গ পাবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমতো না পেলে উদ্বিগ্ন হয়, ভাবনাগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে কালো হ'য়ে ওঠে। তাই দাদার 'পরে কুমুর স্নেহ আজ যেন মাতৃস্নেহের মতো রূপ ধ'রেচে—তা'র অমন ধৈর্য্য-গম্ভীর আত্মসমাহিত দাদার মধ্যে

কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এলো, এতো অনাদর, এতো চাঞ্চল্য, এতো জেদ। আর সেই সঙ্গে এমন গম্ভীর বিষাদ আর উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কুমু এসে দেখ্‌লে তা'র দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েচে! তা'র চোখে যে-আগুন জ্ব'লেচে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়—সে তা'র দৃষ্টির সাম্‌নে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখ্‌তে পাচ্চে, তাকে দগ্ধ করা চাই। কুমুর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সাম্‌নের দেয়ালে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বিপ্রদাস চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

কুমু আর খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "দাদা, কী হ'য়েচে বলো।"

বিপ্রদাস যেন এক দূর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'ল্‌লে, "দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা ক'র্‌লে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মান্‌তে হবে।"

"তুমি উপদেশ দাও, আমি মান্‌তে পার্‌বো দাদা।"

"আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, মেয়েদের যে-অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।"

কুমু ভালো ক'রে তা'র দাদার কথার মানে বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "ব্যথাটাকে আমারি আপনার মনে ক'রে এতোদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝ্‌তে পার্‌চি এর সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে হবে, সকলের হ'য়ে।"

বিপ্রদাসের ফ্যাকাসে গৌরবর্ণ মুখের উপর লাল আভা এলো। ওর কোলের উপর রেশমের কাজ-করা একটা চৌকো বালিশ ছিলো সেটাকে ঠেলে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে দিলে। বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওয়ালা চৌকির উপর ব'স্‌তে যাচ্ছিলো, কুমু ওর হাত চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "শান্ত হও দাদা, উঠোনা, তোমার অসুখ বাড়্‌বে।" ব'লে একটু জোর ক'রেই পিঠের দিকের উঁচু-করা বালিসের উপর বিপ্রদাসকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলে।

বিপ্রদাস গায়ের কাপড়টাকে মুঠো দিয়ে চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারে নেই ব'লেই তাদের উপর কেবলি মার এসে প'ড়্‌চে। বল্‌বার দিন এসেচে-যে সহ্য ক'র্‌বো না। কুমু এখানেই তোর ঘর মনে ক'রে থাক্‌তে পার্‌বি? ও-বাড়িতে তোর যাওয়া চ'ল্‌বে না।"

কালুর কাছ থেকে বিপ্রদাস আজ অনেক কথা শুনেচে।

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের যে-সম্বন্ধ ঘ'টেচে তা'র মধ্যে অপ্রকাশ্যতা আর ছিলো না। ওরা দুই পক্ষই অকুণ্ঠিত। লোকে ওদেরকে অপরাধী মনে ক'র্‌চে মনে ক'রেই ওরা স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেচে। এই সম্বন্ধটার মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ কিছুই ছিলো না ব'লেই পরস্পরকে এবং লোকমতকে বাঁচিয়ে চলা ওদের পক্ষে ছিলো অনাবশ্যক। শোনা গেচে শ্যামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনো কখনো মেরেওচে, শ্যামা যখন তারস্বরে কলহ ক'রেচে, তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই ব'লেচে, "দূর হ'য়ে যা, বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।" কিন্তু এতেও কিছু আসে যায় নি। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেচে, ইচ্ছে ক'রে মধু-সূদন নিজে তাকে যা দিয়েচে শ্যামা যখনি তা'র বেশি কিছুতে হাত দিতে গেচে অমনি খেয়েচে ধমক। শ্যামার ইচ্ছে ছিলো সংসারের কাজে মোতির মার জায়গাটা সে-ই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্যামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগেনি,

অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জ'ন্মেচে। যেন শীতকালের বহুব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন কর্‌বার জিনিষ নয়, খাট থেকে ধূলোয় প'ড়ে গেলেও আসে-যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্যামাকে সাম্‌লিয়ে চল্‌বার একটুও দরকার নেই, তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মন প্রাণের সঙ্গে ওকে-যে বড়ো ব'লে মানে, ওর জন্যে সব সইতে, সব ক'র্‌তে সে রাজি এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুণ মধুসূদনের আত্মমর্য্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাক্‌তে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্য্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিলো।

মধুসূদনের এই আধুনিক ইতিহাসটা জানবার জন্যে কালুকে খুব বেশি সন্ধান ক'র্‌তে হয় নি। ওদের বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট বলাবলি চ'লেছিলো, অবশেষে নিতান্ত অভ্যস্ত হওয়াতে বলা-বলির পালাও এক রকম শেষ হ'য়ে এসেচে।

খবরটা শোনবামাত্র বিপ্রদাসকে যেন আগুনের তীর মার্‌লে। মধুসূদন কিছু ঢাক্‌বার চেষ্টামাত্রও করেনি, নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতোই সহজ—স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ক'র্‌তে বাহিরের বাধা

এতোই কম ! স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য ক'র্‌তে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হ'য়েচে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কী রকম ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এক মুহূর্ত্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখ্‌তে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মার্‌বার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব কর্‌বার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এতো শস্তা, এতো অকিঞ্চিৎকর।

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "কুমু, অপমান সহ্য ক'রে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হ'য়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবী ক'র্‌তে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যতো দুঃখ দিতে পারে দিক্।"

কুমু ব'ল্‌লে, "দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা ব'ল্‌চো ঠিক বুঝ্‌তে পারচিনে।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "তুই কি তবে সব কথা জানিস্‌নে ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "না।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে ব'ল্‌লে,

"মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হ'য়ে র'য়েচে। কেন তা জানিস্?"

কুমু কিছু না ব'লে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। খানিক পরে ব'ল্‌লে, "চিরজীবন মা যা দুঃখ পেয়েছিলেন আমি তা কোনোমতে ভুল্‌তে পারিনে, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিহীন সমাজ সে-জন্যে দায়ী।"

এইখানে ভাই বোনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কুমু তা'র বাবাকে খুব বেশি ভালোবাস্‌তো, জান্‌তো তাঁর হৃদয় কতো কোমল। সমস্ত অপরাধ কাটিয়েও তা'র বাবা ছিলেন খুব বড়ো এ কথা না মনে ক'রে সে থাক্‌তে পার্‌তো না, এমন কি তা'র বাবার জীবনে যে-শোচনীয় পরিণাম ঘ'টেছিলো সে-জন্যে সে তা'র মাকেই মনে-মনে দোষ দিয়েচে।

বিপ্রদাসও তা'র বাবাকে বড়ো ব'লেই ভক্তি ক'রেচে। কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তা'র মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত ক'র্‌তে বাধা পান নি এটা সে কোনো মতে ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌লে না। তা'র মাও ক্ষমা করেন নি ব'লে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ ক'র্‌তো।

বিপ্রদাস ব'ললে, "আমার মা-যে অপমান

পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবিনে।”

কুমু মুখ নীচু ক'রে আস্তে আস্তে ব'ল্‌লে, “বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে-কথা ভুলো না, দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জ্জনা হয়।”

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, “তা মানি, কিন্তু এতো ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি এতো সহজে মায়ের সম্মান হানি ক'র্‌তে পার্‌তেন, সে-পাপ সমাজের। সমাজকে সে-জন্য ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বো না. সমাজের ভালোবাসা নেই, আছে কেবল বিধান।”

“দাদা, তুমি কি কিছু শুনেচো?”

“হাঁ শুনেচি, সে-সব কথা তোকে আস্তে আস্তে পরে ব'ল্‌বো।”

“সেই ভালো। আমার ভয় হ'চ্চে আজকেকার এই সব কথাবার্ত্তায় তোমার শরীর আরো দুর্ব্বল হ'য়ে যাবে।”

“না কুমু, ঠিক তা'র উল্টো। এতোদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে প'ড়ছিলো। আজ যখন মন ব'ল্‌চে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত লড়াই

ক'রতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আস্‌চে।"

"কিসের লড়াই দাদা!"

"যে-সমাজ নারীকে তা'র মূল্য দিতে এতো বেশি ফাঁকি দিয়েচে তা'র সঙ্গে লড়াই।"

"তুমি তা'র কী ক'র্‌তে পারো দাদা?"

"আমি তাকে না মান্‌তে পারি। তা ছাড়া আরো আরো কী ক'র্‌তে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই সুরু হ'লো, কুমু। এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর কারো সঙ্গে আপোষ ক'রে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।"

"আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা ক'য়ো না।"

এমন সময় খবর এলো, মোতির মা এসেচে।

৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে ব'স্‌লো। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হ'য়ে এলো, বেহারা এলো আলো জ্বাল্‌তে, কুমু নিষেধ ক'রে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে ; চুপ ক'রে রইলো।

মোতির মা ব'ল্লে, "বাড়িকে ভূতে পেয়েচে বৌরাণী। ওখানে টিঁকে থাকা দায়, তুমি কি যাবে না ?"

"আমার কি ডাক্ প'ড়েচে ?"

"না, ডাক্‌বার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চ'ল্‌বেই না।"

"আমার কী করবার আছে ? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত ক'র্‌তে পারবো না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হ'য়েচে, অথচ কোনো উপায় ছিলো না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পার্‌লেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী ক'র্‌বো ?"

"বলো কি বৌরাণী, সংসার-যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হ'লে চ'ল্‌বে না।"

"সংসার ব'ল্‌তে কী বোঝো ভাই ? ঘর দুয়োর, জিনিষ পত্র, লোকজন ? লজ্জা করে এ-কথা ব'ল্‌তে-যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েচি, এখন কি ঐ সব বাইরের জিনিষ নিয়ে লোভ করা চলে ?"

"কী ব'ল্‌চো ভাই, বৌরাণী ? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না ?"

"সব কথা ভালো ক'রে বুঝ্তে পার্চিনে। আর কিছুদিন আগে হ'লে ঠাকুরের কাছে সঙ্কেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধ'তে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়ে মুছে গেচে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিলো। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাট্লো না। আজ কতোবার ব'সে ব'সে ভেবেচি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর ক'র্লে এতো বিপদ ঘ'ট্তো না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেচে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারিনে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।"

"তোমার কথা শুনে-যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না ?"

"কোনো কালেই যাবো না সে-কথা ভাবা শক্ত, যাবোই সে-কথাও সহজ নয়।"

"আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা ব'লে দেখ্বো। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো ?"

"চলোনা, এখনি নিয়ে যাচ্চি।"

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তা'র চেহারা দেখে মোতির মা থম্‌কে দাঁড়ালো, মনে হ'লো যেন ভূমিকম্পের

পরেকার আলো-নেবা চূড়ো-ভাঙা মন্দির। ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে মেজের উপর ব'স্‌লো।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "এই-যে চৌকি আছে।"

মোতির মা মাথা নেড়ে ব'ল্‌লে, "না, এখানে বেশ আছি।"

ঘোমটার ভিতর থেকে তা'র চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। বুঝ্‌তে পার্‌লে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজ্‌চে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ ক'রে দেবার জন্যে ব'ল্‌লে, "দাদা, ইনি বিশেষ ক'রে এসেচেন তোমার মত জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "না, না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেচি ওঁর চরণ দর্শন ক'র্‌তে।"

কুমু ব'ল্‌লে, "উনি জান্‌তে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কিনা।"

বিপ্রদাস উঠে ব'স্‌লো; ব'ল্‌লে, "সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাক্‌বে কী ক'রে?" যদি ক্রোধের সুরে ব'ল্‌তো তা' হ'লে কথাটার ভিতরকার

আগুন এমন ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌তো না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস্ ফিস্ ক'রে কী ব'ল্‌লে। তা'র অভিপ্রায় ছিলো পাশে ব'সে কুমু তা'র কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হ'লো না, ব'ল্‌লে, "তুমিই গলা ছেড়ে বলো।"

মোতির মা স্বর আর একটু স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লে, "যা ওঁর আপনারি, কেউ তাকে পরের ক'রে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক্ না।"

"সে-কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া ক'র্‌লে হয়তো নিন্দা ক'র্‌বে, বাধা দেবে না। যতো শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেতো যদি তা মহদাশ্রয় হ'তো।"

এমন কথার কী জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘ'ট্‌লে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ-যে উল্টো কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌লে, "কিন্তু আপন সংসার না থাক্‌লে মেয়েরা-যে বাঁচে না, পুরুষেরা

ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাইতো।”

“স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি কুমুকে যিনি গ'ড়েচেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা ক'রে গ'ড়েচেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।”

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালোবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এতো মূল্য থাকতে পারে-যে তা'র গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ-কথা মোতির মার কানে ঠিক লাগ্‌লো না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি চ'লুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর অপমানও না হয় যথেষ্ট ঘ'ট্‌লো, এমন কি তা'র থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম্ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই ব'লে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাক্‌বে এটাকে মোতির মা স্পর্দ্ধা ব'লেই মনে করে। মেয়ে জাতের এতো গুমর কেন! মধুসূদন যতো অযোগ্য হোক, যতো অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ; এক জায়গায় সে তা'র স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো

বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মাম্‌লা ক'রে জিতবে কে?

মোতির মা ব'ল্‌লে, "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।"

"যেতে হবেই এ-কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।"

"মন্ত্র প'ড়ে স্ত্রী-যে কেনা হয়েই গেচে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হ'লো সেদিন সে-যে দেহে মনে বাঁধা প'ড়্‌লো তা'র তো আর পালাবার জো রইলো না। এ বাঁধন-যে মরণের বাড়া। মেয়ে হ'য়ে যখন জ'ন্মেচি তখন এ-জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

বিপ্রদাস বুঝতে পার্‌লে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না-যে, এই জন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এতো সহজ। তা'রা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে ব'সে আছে। তা'র পরে কেবলি ম'র্‌চে ভয়ে, কেবলি ম'র্‌চে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলি খাচ্চে মার, আর মনে ক'র্‌চে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রী-জন্মের সর্ব্বোচ্চ চরিতার্থতা। না,—মানুষের এতো

লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চ'ল্‌বে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্চে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নীচু ক'রে ব'সে ছিলো। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না ব'লে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌লে, "একটা কথা তোকে বলি, কুমু, বোঝ্‌বার চেষ্টা করিস্‌। ক্ষমতা জিনিষটা যেখানে প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখ্‌বার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলি হীনতার সৃষ্টি করে। এ-কথা তোকে অনেকবার ব'লেচি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েচিস্‌। তুই যখন বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস্‌ কোনো দিন বাধা দিই নি, কেবল বার বার বোঝাতে চেষ্টা ক'রেচি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার দ্বারা শুধু-যে তা'রই অনিষ্ট তা' নয়, তাতে ক'রে সমাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ-রকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ-কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু

প'ড়েচিস্, বুঝ্‌তে পার্‌চিস নে, এই রকম যতো দল-গড়া শাস্ত্রগড়া নির্ব্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেচে। যতো সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ ক'রেচে, তারি বাসা ভাঙ্‌বার দিন এলো।"

কুমু মাথা নীচু ক'রেই ব'ল্‌লে, "দাদা, তুমি কী বলো স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম ক'র্‌বে?"

"অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্চি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম ক'রবে না—এই আমার মত।"

"যদি করে, স্ত্রী কি তাই ব'লে—"

কুমুর কথা শেষ না হ'তেই বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে। এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জ'মে উঠেচে। অত্যাচারের পথ পাকা হ'য়েচে।"

মোতির মা একটু অধৈর্য্যের স্বরেই ব'ল্‌লে, "আমাদের বউরাণী সতীলক্ষ্মী, অপমান ক'র্‌লে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ ক'র্‌তেও পারে না।"

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো,

"তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবচো। আর যে-কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান কর্‌বার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্চে তা'র দুর্গতির কথা ভাবচো না কেন ?"

কুমু তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুল'তে বুল'তে ব'ল্‌লে, "দাদা, তুমি আর কথা ক'য়োনা। তুমি যাকে মুক্তি বলো, যা' জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তা'র বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তা'র জট ছাড়াতে পারিনে। যতোই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জানো তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়্‌তে পারা কি একই ? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্, তা'র পরে আর তাকে ছাড়তে পারিনে।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "সেই জন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিণীর অভাব হয় না। তা'রা

জান্‌বার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র ব'লেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো ক'রেই মানে।"

কুমু ব'ল্‌লে, "কী ক'র্‌বো দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে ব'লেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁক্‌ড়ে ধরি, শুক্‌নো কুটোকেও। গুরুকেও মান্‌তে আমাদের যতোক্ষণ লাগে—ভণ্ডকে মান্‌তেও ততোক্ষণ। জাল-যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেই জন্যেই ভাবি দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় ক'র্‌তে হবে। তাইতো মেয়েরা এতো ক'বে ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে থাকে।"

বিপ্রদাস কিছুই ব'ল্‌লে না, চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

সেই ওর চুপ ক'রে ব'সে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কী ঠিক ক'র্‌লে বৌরাণী?"

কুমু ব'ল্‌লে, "যেতে পারবো না। তা' ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।"

মোতির মা মনে-মনে কিছু বিরক্তই হ'লো। শ্বশুর বাড়ির প্রতি ওর শ্রদ্ধা-যে বেশি তা' নয়, তবু শ্বশুর বাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ব-বোধ ওর হৃদয়কে অধিকার ক'রে আছে। সেখানকার কোনো বউ-যে তাকে লঙ্ঘন ক'র্‌বে এটা তা'র কিছুতেই ভালো লাগ্‌লো না। কুমুকে যা ব'ল্‌লে তা'র ভাবটা এই, পুরুষ মানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তা'র অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েচি তাকে নিয়েই ব্যবহার ক'র্‌তে হবে। "ওরা ঐ রকমই" ব'লে মনটাকে তৈরি ক'রে নিয়ে যেমন ক'রে হোক সংসারটাকে চালানোই চাই। কেন না—সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক সংসারটাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হ'লে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে ব'ল্‌লে, "না হয় তাই হ'লো। মরণের অপরাধ কী?"

মোতির মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "অমন কথা ব'লো না।"

কুমু জানে না, অল্পদিন হ'লো ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্ব্বলিক এসিড খেয়ে আত্মহত্যা ক'রেছিলো। তা'র এম্‌-এ পাশ করা স্বামী —গবর্মেণ্ট আপিসে বড়ো চাকরী করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রূপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেচে, মার কাছ থেকে এই নালিশ শুনে লোকটা তাকে লাথি মেরেছিলো। মোতির মার সেই কথা মনে প'ড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময় নবীনের প্রবেশ। কুমু খুসি হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "জানতুম ঠাকুরপোর আস্‌তে বেশি দেরি হবে না।"

নবীন হেসে ব'ল্‌লে, "ন্যায়শাস্ত্রে বৌরাণীর দখল আছে। আগে দেখেচেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তা'র থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব ক'র্‌তে শক্ত ঠেকেনি।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "বৌরাণী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেচো। ও বুঝে নিয়েচে ওকে দেখ্‌লে তুমি খুসি হও, সেই দেমাকে—"

"আমাকে দেখ্‌লেও খুসি হ'তে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি ক'রেচেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ ক'রেচেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

"ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ ক'র্‌তে চায় না, আমি এখন চ'ল্‌লুম।"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "সে কী কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়ি ভাড়া ক'রে ও কি আমাকে দেখ্‌তে এসেচে ভেবেচো?"

"না, ওঁর জন্যে খাবার ব'লে দিই গে।" ব'লে কুমু চ'লে গেলো।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কিছু খবর আছে বুঝি?"

"আছে। দেরি ক'র্‌তে পার্‌লুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌তে এলুম। তুমি তো চ'লে এলে, তা'র পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা

খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্টি-করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হ'য়েচে। সম্প্রতি যাঁর অধিকারে সেটা এসেচে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা ব'লেই ঠাউরেচেন, নইলে পরকাল খোওয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জানো তো তুচ্ছ একটা জিনিষ ন'ড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিৎটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক ক'রেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফের্‌বার আগেই কাজ সেরে রাখ্‌বো। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা একদমে আমার ঘরে এসে ঢুকে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বের'তে যাচ্চেন, আমার ডেস্কের উপর বৌরাণীর সেই ছবিটি চোখে প'ড়্‌লো। থম্‌কে গেলেন। বুঝ্‌লুম আড়চাহনিটাকে সিধে ক'রে নিয়ে ছবিটিকে দেখ্‌তে দাদার লজ্জা বোধ হ'চ্চে। ব'ল্‌লুম, দাদা একটু ব'সো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোটো ভাজের সাধ, তাই তাকে

দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্চে ব'লে বোধ হ'চ্চে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতোটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তা'র দাম হ'তে পারে। খুব বেশি হয় তো ন টাকা সাড়ে ন টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।"

মোতির মা অবাক হ'য়ে ব'ল্লে, "ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এলো? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তা'র কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে ব'ল্তে তোমার আজকাল দেখচি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েচেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।"

"বীণাপাণি তোমাকে যতোক্ষণ না ছাড়েন ততোক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা-যে দায় হবে।"

"পণ ক'রেচি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন ক'রে যাবো, বৌরাণীর চরণে এই আমার দান।"

"কিন্তু সাড়ে ন টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখনি তখনি তোমার জুট্‌লো কোথায়?"

"কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে ব'ল্লুম, গণেশরাম সে-কাপড় আমাকে না ব'লেই ফিরিয়ে নিয়ে গেচে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধ'রেচে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারি কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারো হ'লে ছবিটা ধাঁ ক'রে তুলে নিতে তাঁর বাধতো না।"

"তুমিও তো লোভী কম নও; দাদাকে না হয় সেটা দিতেই।"

"তা দিয়েচি, কিন্তু সহজ মনে দিইনি। ব'ল্লেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েল পেন্টিঙ করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীনভাবে ব'ল্লে, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' ব'লেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চ'লে গেলো। তা'র পরে কী হ'লো ঠিক জানিনে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয়নি, আর ঐ ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখিনে।"

"তোমার বৌরাণীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছো, তখন না হয় একখানা ছবিই-বা খোওয়ালে।"

"স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিলো না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে-দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিলো, ঠিক সেই শুভ যোগটি ঐ ছবিতে ধরা প'ড়ে গেচে। এক একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঐ ছবিটি দেখেচি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি ক'রে দেখা যায়।"

"দেখো, আমার কাছে অতো বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে তোমার একটুও ভয় নেই ?"

"ভয় যদি থাকতো তা হ'লেই তোমার ভাবনার কথাও থাকতো। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হ'লো কী ক'রে ? আমি-যে ওঁকে বৌরাণী ব'ল্‌তে পার্‌চি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি-যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এতো সহজ হ'লো কী ক'রে ? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন ক'রে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।"

"বাস্‌রে, বৌরাণীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।"

"মেজো বৌ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।"

"না, কখ্‌খনো না।"

"হাঁ অল্প একটু। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নূরনগরে ষ্টেশনে প্রথম বৌরাণীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা ব'লেছিলে চ'ল্‌তি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব তর্ক থাক, এখন কী ব'ল্‌তে চাচ্ছিলে বলো।"

"আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা বৌরাণীকে ডেকে পাঠাবেন। বৌরাণী-যে এতো আগ্রহে বাপের বাড়ি চ'লে এলেন, আর তা'র পর থেকে এতোদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হ'য়েচে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখীর কেন লোভ নেই। নির্ব্বোধ পাখী, অকৃতজ্ঞ পাখী।"

"তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান না। সেই কথাই তো ছিলো।"

"আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বৌরাণী যদি যান ভালো হয়, দাদার ঐটুকু অভিমানের না হয় জিৎ রইলো। তা ছাড়া বিপ্রদাস বাবু তো চান বৌরাণী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ ক'রেছিলুম।"

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কী কথা হ'য়েচে মোতির মা তা'র কোনো আভাস দিলে না। ব'ল্‌লে, "বিপ্রদাস বাবুর কাছে গিয়ে বলোই না।"

"তাই যাই, তিনি শুন্‌লে খুসি হবেন।"

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে ব'ল্‌লে, "ঘরে ঢুক্‌বো কী ?"

মোতির মা ব'ল্‌লে, "তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।"

"জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।"

"আঃ ঠাকুরপো, এতো কথা তুমি বানিয়ে ব'ল্‌তে পারো কী ক'রে ?"

"নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, বুঝতে পারিনে।"

"আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।"

"খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা ক'য়ে আসিগে।"

"না, সে হবে না।"

"কেন ?"

"আজ দাদা অনেক কথা ব'লেচেন, আজ আর নয়।"

"ভালো খবর আছে।"

"তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।"

"কাল হয়তো ছুটি পাবো না, হয়তো বাধা ঘ'টবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুসি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।"

"আচ্ছা আগে তুমি খেয়ে নাও, তা'র পরে হবে।"

খাওয়া হ'য়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এলো। দেখ্‌লে দাদা তখনো ঘুমোয়নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানলা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হুহু ক'রে বইচে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দ্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে, মেজের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন-তখন এলেমেলো উড়ে বেড়াচ্চে। আধ-শোওয়া অবস্থায়

বিপ্রদাস স্থির হ'য়ে ব'সে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েচে, মনে হ'চ্চে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হ'লো ওর মতো এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই!

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধূলো নিয়ে ব'ল্‌লে, "বিশ্রামে ব্যাঘাত ক'র্‌তে চাইনে। একটি কথা ব'লে যাবো। সময় হ'য়েচে, এইবার বৌরাণী ঘরে ফিরে আসবেন ব'লে আমরা চেয়ে আছি।"

বিপ্রদাস কোনো উত্তর ক'র্‌লে না, স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো।

খানিক পরে নবীন ব'ল্‌লে, "আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে ব'সেচে। বিপ্রদাস তা'র মুখের উপর দৃষ্টি রেখে ব'ল্‌লে, "মনে যদি করিস্ তোর যাবার সময় হ'য়েচে তাহ'লে যা কুমু।"

কুমু ব'ল্‌লে, "না, দাদা, যাবো না।" ব'লে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়্‌লো।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে-থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানলা খড় খড় ক'র্‌চে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্ম্মরিয়ে উঠ্‌চে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে ব'ল্‌লে, "চলো আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।"

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে ব'ল্‌লে, "এতোটা কিন্তু ভালো না।"

"অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেম্‌নি হোক না, চোখটা রাঙা হ'য়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।"

"না গো, না, ওটা ওদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।"

"মেজো বৌ, এতোবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।"

"তাই ব'লে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ক'র্‌তে হবে?"

"আত্মীয়স্বজন ব'ল্‌লেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধ'রে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌তে আমার সঙ্কোচ হয়।"

"যিনি যতো বড়ো লোকই হোন্ না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।"

নবীন বুঝ্তে পার্‌লে এই আলোচনার মধ্যে কুমুর 'পরে মোতির মার একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না ক'রে ব'ল্‌লে, "আর কিছুদিন দেখাই যাক্ না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।"

৫৬

মধুসূদনের সংসারে তা'র স্থানটা পাকা হ'য়েচে ব'লেই শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা ক'র্‌তে পা'র্‌তো, কিন্তু সে-কথা অনুভব ক'র্‌তে পার্‌চে না। বাড়ির চাকর বাকরদের 'পরে ওর কর্ত্তৃত্বের দাবী জ'ন্মেচে ব'লে প্রথমটা ও মনে ক'রেছিলো কিন্তু পদে-পদে বুঝ্‌তে পা'র্‌চে-যে তা'রা ওকে মনে-মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। ওকে সাহস ক'রে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা দেখাতে পার্‌লে তা'রা যেন বাঁচে এমনি অবস্থা। সেই জন্যেই শ্যামা তাদেরকে

যখন তখন অনাবশ্যক ভর্ৎসনা ও অকারণে ফরমাস ক'রে কেবলি তাদের দোষ ক্রুটি ধরে। খিট খিট করে। বাপ মা তুলে গাল দেয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাড়িতেই শ্যামা নগণ্য ছিলো, সেই স্মৃতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেল্‌বার জন্যে খুব কড়াভাবে মাজাঘষার কাজ ক'র্‌তে গিয়ে দেখে-যে সেটা সয় না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার তর্জ্জন না সইতে পেরে কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিয়ে শ্যামাকে মাথা হেঁট ক'র্‌তে হ'লো। তা'র কারণ, নিজের ধনভাগ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আছে। যে-সব চাকর তা'র আর্থিক উন্নতির সমকালবর্ত্তী, তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে ও দুর্লক্ষণ মনে করে। অনুরূপ কারণেই সেই সময়কার একটা মসী-চিহ্নিত অত্যন্ত পুরোনো ডেস্ক অসঙ্গতভাবে আপিস ঘরে হাল আমলের দামী আস্‌বাবের মাঝখানেই অসঙ্কোচে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা'র উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দোয়াত আর একটা সস্তা বিলিতি কাঠের কলম, যে-কলমে সে তা'র ব্যবসায়ের নবযুগে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম সই ক'রেছিলো। সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই ক'র্‌লে না,

উল্টে সে-লোকটার ভাগ্যে বকশিস জুটে গেলো। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান ক'র্‌তে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখ্‌তে হ'লো। শ্যামার মুস্কিল এই মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্ সীমায় স্পর্দ্ধায় এসে পৌঁছ'বে খুব ভয়ে-ভয়ে তারি আন্দাজ ক'রে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট কর্‌বার দরকার নেই। আদর-আবদারঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সঙ্কোচ ক'র্‌লেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প। অথচ শ্যামাকে নিয়ে ওর একটা স্থূল রকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে ষোল আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অনায়াসে সামলিয়ে চ'ল্‌তে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়—এর ব্যতিক্রম হ'লে বন্ধন ছিঁড়ে যেতো। কর্ম্মের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কর্ম্মের জন্যে ওর সব চেয়ে দরকার অবিচলিত আত্ম-কর্ত্তৃত্ব। তারি সীমার মধ্যে শ্যামার কর্ত্তৃত্ব প্রবেশ ক'র্‌তে সাহস পায় না, অল্প একটু পা বাড়াতে গিয়ে উঁচোট খেয়ে ফিরে আসে। শ্যামা তাই কেবলি আপনাকে

দানই করে, দাবী ক'র্‌তে গিয়ে ঠকে। টাকাকড়ি সাজ-সরঞ্জামে শ্যামা চিরদিন বঞ্চিত—তা'র পরে ওর লোভের অন্ত নেই। এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে হয়। এতো বড়ো ধনীর কাছে যা অনায়াসে প্রত্যাশা ক'র্‌তে পার্‌তো তাও ওর পক্ষে দুরাশা। মধুসূদন মাঝে মাঝে এক একদিন খুসি হ'য়ে ওকে কাপড়চোপড় গহনা-পত্র কিছু কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের ক্ষুধা মেটে না। ছোটো খাটো লোভের সামগ্রী আত্মসাৎ কর্‌বার জন্মে কেবলি হাত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সেখানেও বাধা। এই রকমেরই একটা সামান্য উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে ওর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্যামার সঙ্গ ও সেবা মধুসূদনের অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছিলো—পান-তামাকের অভ্যাসেরই মতো সস্তা অথচ প্রবল। সেটাতে ব্যাঘাত ঘ'ট্‌লে মধুসূদনের কাজেরই ব্যাঘাত ঘ'ট্‌বে আশঙ্কায় এবার-কার মতো শ্যামার দণ্ড রদ হ'লো। কিন্তু দণ্ডের ভয় মাথার উপর ঝুল্‌তে লাগ্‌লো।

নিজের এইরকম দুর্ব্বল অধিকারের মধ্যে শ্যামা-সুন্দরীর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই ছিলো কবে আবার কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে। এই

ঈর্ষ্যার পীড়নে তা'র মনে একটুও শান্তি নেই। জানে কুমুর সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা চ'ল্‌বেই না, ওরা এক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত সেই খানেই তা'র অসীম জোর ; আর শ্যামা তা'র এতো বেশি আয়ত্তের মধ্যে-যে, তা'র ব্যবহার আছে মূল্য নেই। এই নিয়ে শ্যামা অনেক কান্নাই কেঁদেচে, কতোবার মনে ক'রেচে আমার মরণ হ'লেই বাঁচি। কপাল চাপড়ে ব'লেচে এতো বেশি শস্তা হ'লুম কেন ? তা'র পরে ভেবেচে শস্তা ব'লেই জায়গা পেলুম, যার দর বেশি তা'র আদর বেশি, যে-শস্তা সে হয়তো শস্তা ব'লেই জেতে।

মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করেনি, তখন শ্যামার এতো অসহ্য দুঃখ ছিলো না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম ক'রে মেনে নিয়েছিলো। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হ'তো। আজ অধিকার পাওয়া আর না পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘ'ট্‌চে না। হারাই-হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের রেল্‌-লাইন এমন কাঁচা ক'রে পাতা-যে, ডিরেলের ভয় সর্ব্বত্রই এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই। মোতির মার কাছে মন খোলাখুলি ক'রে সান্ত্বনা পাবার

জন্যে একবার চেষ্টা ক'রেছিলো। সে এমনি একটা ঝাঁজের সঙ্গে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেচে—যে তা'র একটা কোনো সাংঘাতিক শোধ তুল্‌তে পার্‌লে এখনি তুল্‌তো, কিন্তু জানে সংসার-ব্যবস্থায় মধুসূদনের কাছে মোতির মার দাম আছে, সেখানে একটুও নাড়া সইবে না। সেই অবধি দুজনের কথা বন্ধ, পারৎপক্ষে মুখ দেখাদেখি নেই। এমনি ক'রে এ-বাড়িতে শ্যামার স্থান পূর্ব্বের চেয়ে আরো সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেচে। কোথাও তা'র একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।

এমন সময় একদিন সন্ধে বেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর দেয়ালে হেলানো কুমুর ফটোগ্রাফ। যে-বজ্র মাথায় প'ড়বে তারি বিদ্যুৎশিখা ওর চোখে এসে প'ড়্‌লো। যে-মাছকে বঁড়শি বিঁধেচে তারি মতো ক'রে ওর বুকের ভিতরটা ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ইচ্ছা করে ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে থাক্‌লো, মুখ বিবর্ণ, দুই চোখে একটা দাহ, মুঠো দৃঢ় ক'রে বন্ধ। একটা কিছু ভাঙতে, একটা কিছু ছিঁড়ে ফেল্‌তে চায়। এ-ঘরে থাক্‌লে এখনি কিছু-একটা লোকসান ক'রে ফেল্‌বে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে

গেলো। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে চাদরখানা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌লে।

রাত হ'য়ে এলো। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েচেন। বল্‌বার শক্তি নেই-যে যাবো না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে বুটিদার ঢাকাই শাড়ি প'রে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেলো শোবার ঘরে। ছবিটা যাতে চোখে না পড়ে এই তা'র চেষ্টা। কিন্তু ঠিক সেই ছবিটার সাম্‌নেই বাতি—সমস্ত আলো যেন কারো দীপ্ত দৃষ্টির মতো ঐ ছবিকে উদ্ভাসিত ক'রে আছে। সমস্ত ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটিই সব চেয়ে দৃশ্যমান। শ্যামা নিয়মমতো পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তা'র পরে পায়ের কাছে ব'সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। যে-কোনো কারণেই হোক্ আজ মধুসূদন প্রসন্ন ছিলো। বিলাতী দোকানের থেকে একটা রূপোর ফটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিলো। গম্ভীরভাবে শ্যামাকে ব'ল্‌লে,—"এই নাও।" শ্যামাকে সমাদর কর্‌বার উপলক্ষেও মধুসূদন মধুর রসের অবতারণায় যথেষ্ট কার্পণ্য করে। কেননা সে জানে ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিলেই ও

আর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে না। ব্রাউন কাগজে জিনিষটা মোড়া ছিলো। আস্তে আস্তে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে ব'ল্‌লে, "কী হবে এটা ?"

মধুসূদন ব'ল্‌লে, "জানো না, এতে ফটোগ্রাফ রাখ্‌তে হয়।"

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, ব'ল্‌লে, "কার ফটোগ্রাফ রাখ্‌বে ?"

"তোমার নিজের। সেদিন সেই যে ছবিটা তোলানো হ'য়েচে।"

"আমার এতো সোহাগে কাজ নেই।" ব'লে সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লে, "এর মানে কী হ'লো ?"

"এর মানে কিছুই নেই।" ব'লে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো, তা'র পরে বিছানা থেকে মেজের উপর প'ড়ে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌লো। মধুসূদন ভাবলো, শ্যামার কম দামের জিনিষ পছন্দ হয়নি, ওর বোধ করি ইচ্ছে ছিলো একটা দামী গয়না পায়। সমস্ত দিন আফিসের কাজ সেরে এসে এই উপদ্রবটা একটুও ভালো লাগ্‌লো না। এ-যে প্রায় হিস্‌টীরিয়া।

হিস্‌টীরিয়ার 'পরে ওর বিষম অবজ্ঞা। খুব একটা ধমক দিয়ে ব'ল্‌লে, "ওঠো ব'ল্‌চি, এখনি ওঠো !"

শ্যামা উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। মধুসূদন ব'ল্‌লে, "এ কিছুতেই চ'ল্‌বে না।"

মধুসূদন শ্যামাকে বিশেষভাবেই জানে। নিশ্চয় ঠাওরেছিলো একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে মাপ চাইবে—সেই সময়ে খুব শক্ত ক'রে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দশটা বাজলো শ্যামা এলো না। আর একবার শ্যামার ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এলো—"মহারাজ বোলায়া।"

শ্যামা ব'ল্‌লে, "মহারাজকে ব'লো আমার অসুখ ক'রেচে।"

মধুসূদন ভাব্‌লে, আস্পর্দ্ধা তো কম নয়, হুকুম ক'র্‌লে আসে না।

মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলো আরো খানিক বাদে আস্‌বে। তাও এলো না! এগারোটা বাজ্‌তে মিনিট পনেরো বাকি। বিছানা ছেড়ে মধুসূদন দ্রুতপদে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। দেখ্‌লে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বেশ দেখা গেলো—শ্যামা

মেজের উপর প'ড়ে আছে। মধুসূদন ভাব্‌লে এ-সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্যে।

গর্জ্জন ক'রে ব'ল্‌লে, "উঠে এসো ব'ল্‌চি, শীঘ্র উঠে এসো। ন্যাকামি ক'রো না।"

শ্যামা কিছু না ব'লে উঠে এলো।

৫৪

পরদিন আপিসে যাবার আগে খাবার পরে শোবার ঘরে বিশ্রাম ক'র্‌তে এসেই মধুসূদন দেখ্‌লে ছবিটি নেই। অন্য দিনের মতো আজ শ্যামা পান নিয়ে মধুসূদনের সেবার জন্যে আগে থাক্‌তে প্রস্তুত ছিলো না। আজ সে অনুপস্থিতও। তাকে ডেকে পাঠানো হ'লো। বেশ বোঝা গেলো একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে এলো। মধুসূদন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "টেবিলের উপর ছবি ছিলো কী হ'লো?"

শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ ক'রে ব'ল্‌লে, "ছবি! কার ছবি!"

ভাণের পরিমাণটা কিছু বেশি হ'য়ে প'ড়্‌লো।

সাধারণত পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তির 'পরে মেয়েদের অশ্রদ্ধা আছে ব'লেই এতোটা সম্ভব হয়েছিলো।

মধুসূদন ক্রুদ্ধস্বরে ব'ল্‌লে, "ছবিটা দেখোনি!"

শ্যামা নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ ক'রে ব'ল্‌লে, "না, দেখিনি তো!"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, "মিথ্যে কথা ব'ল্‌চো!"

"মিথ্যে কথা কেন ব'ল্‌বো, ছবি নিয়ে আমি ক'র্‌বো কী?"

"কোথায় রেখেচো বের ক'রে নিয়ে এসো ব'ল্‌চি! নইলে ভালো হবে না।"

"ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাবো-যে বের ক'রে আন্‌বো?"

বেহারাকে ডাক প'ড়্‌লো। মধু তাকে ব'ল্‌লে, "মেজো বাবুকে ডেকে আন্।"

নবীন এলো। মধুসূদন ব'ল্‌লে, "বড়ো বৌকে আনিয়ে নাও।"

শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নবীন খানিকখন পরে মাথা চুল্‌ক'তে চুল্‌ক'তে

ব'ল্‌লে, "দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বলো তা হ'লে বৌরাণী খুসি হবেন।"

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ গুড়্‌গুড়ি টেনে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাবো।"

নবীন মোতির মার কাছে এসে ব'ল্‌লে, "একটা কাজ ক'রে ফেলেচি।"

"আমার পরামর্শ না নিয়েই?"

"পরামর্শ নেবার সময় ছিলো না।"

"তা হ'লে তো দেখ্‌চি তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"অসম্ভব নয়। কুষ্টিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এই জন্যে সর্ব্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হ'চ্চে এই—দাদা আজ হুকুম করলেন বৌরাণীকে আনানো চাই। আমি ফস্ ক'রে ব'লে ব'স্‌লেম তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোলো ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন রাজি হ'য়ে গেলেন। তা'র পর থেকেই ভাবচি এর ফলটা কী হবে।"

"ভালো হবে না। বিপ্রদাস-বাবুর যেরকম ভাবখানা দেখ্‌লুম কী ব'ল্‌তে কী ব'ল্‌বেন, শেষকালে

কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ ক'র্‌লে কেন ?"

"প্রথম কারণ বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিলো, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হ'চ্চে, সেদিন বৌরাণী যখন ব'ল্‌লেন, 'আমি যাবো না' তা'র ভিতর-কার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ন শরীর নিয়ে ক'ল্‌কাতায় এলেন তবু এক দিনের জন্যে মহারাজ দেখ্‌তে গেলেন না,—এই অনাদরটা তাঁর মনে সব চেয়ে বেজেছিলো।"

শুনেই মোতির মা একটু চম্‌কে উঠ্‌লো, কথাটা কেন-যে আগে তা'র মনে পড়েনি এইটেই তা'র আশ্চর্য্য লাগ্‌লো। আসলে নিজের অগোচরেও শ্বশুর বাড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে ওর একটা অহঙ্কার আছে। অন্য সাধারণ লোকের মতো মহারাজ মধুসূদনেরও কুটুম্বিতার দায়িত্ব আছে এ-কথা তা'ব মন বলে না।

সেদিনকার তর্কের অনুবৃত্তিস্বরূপে নবীন একটুখানি টিপ্পনি দিয়ে ব'ল্‌লে, "নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আস্‌তো না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।"

"কী রকম শুনি ?"

"ঐ-যে সেদিন ব'ল্‌লে, 'কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্ম-মর্য্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো'। তাই মনে ক'র্‌তে সাহস হ'লো-যে মহারাজার মতো অতো বড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখ্‌তে যাওয়া উচিত।"

মোতির মা হার মান্‌তে রাজি নয়, কথাটাকে উড়িয়ে দিলে, "কাজের সময় এতো বাজে কথাও ব'ল্‌তে পারো! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।"

"গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্য্যন্ত ভাব্‌তে গেলে ঠ'ক্‌তে হয়। আশু ভাবা উচিত প্রথম কর্ত্তব্যটা কী। সেটা হ'চ্চে বিপ্রদাস-বাবুকে দাদার দেখ্‌তে যাওয়া। দেখ্‌তে গিয়ে তা'র ফলে যা হ'তে পারে তা'র উপায় এখনি চিন্তা ক'র্‌তে ব'স্‌লে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতি-চিন্তাশীলতা।"

"কী জানি আমার বোধ হ'চ্চে মুস্কিল বাধবে।"

৫৫

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধ'রে কুমু তা'র দাদার ঘরে ব'সে গান বাজনা ক'রেচে। সকাল বেল্লাকার

সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিষ হ'য়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তা'র বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপ-গুলো যেন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হ'য়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তা'র রূপ বদ্‌লে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিঃশ্বাস ছেড়ে ব'ল্‌লে, "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হ'য়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সাম্‌নে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হ'য়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"

এমন সময়ে খবর এলো, "মহারাজ মধুসূদন এসেচেন।"

এক মুহূর্ত্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজ্‌লো, ব'ল্‌লে, "কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।"

কুমু দ্রুতপদে চ'লে গেলো। মধুসূদন ইচ্ছে ক'রেই খবর না দিয়ে এসেচে। এ-পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তা'র সঙ্কল্পের মধ্যে। বড়ো ঘরের লোক ব'লে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে ব'লে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা

সে সইতে পারে না। তাই আজ সে এমনভাবে এলো যেন দেখা ক'র্‌তে আসেনি, দেখা দিতে এসেচে।

মধুসূদনের সাজটা ছিলো বিচিত্র, বাড়ির চাকর দাসীরা অভিভূত হবে এমনতরো বেশ। ডোরা-কাটা বিলিতি সার্টের উপর একটা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েষ্ট কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নে কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্ণিশ-করা কালো দরবারী জুতো, বড়ো বড়ো হীরে পান্নাওয়ালা আঙটিতে আঙুল ঝলমল ক'র্‌চে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন ক'রে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি সৌখীন লাঠি, তা'র সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের পাশের একটা কেদারায় ব'সে ব'ল্‌লে, "কেমন আছেন বিপ্রদাস বাবু, শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্চে না।"

বিপ্রদাস তা'র কোনো উত্তর না দিয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার শরীর ভালোই আছে দেখ্‌চি।"

"বিশেষ ভালো-যে তা' ব'ল্‌তে পারিনে—সন্ধ্যের দিকটা মাথা ধরে, আর ক্ষিদেও ভালো হয় না। খাওয়া দাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হ'লেই সইতে পারিনে।

আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ঐটেতে সব চেয়ে দুঃখ দেয়।”

শুশ্রূষার লোকের-যে সর্ব্বদা দরকার তা'রই ভূমিকা পাওয়া গেলো।

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, “বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম ক'র্‌তে হ'চ্চে।”

“এম্‌নিই কী! আপিসের কাজকর্ম্ম আপনিই চ'লে যাচ্চে, আমাকে বড়ো কিছু দেখ্‌তে হয় না। ম্যাক্‌নটন্ সাহেবের উপরই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।”

গুড়গুড়ি এলো, পানের বাটায় পান ও মসলা নিয়ে চাকর এসে দাঁড়ালো, তা'র থেকে একটি ছোটো এলাচ নিয়ে মুখে পূরলো, আর কিছু নিলে না। গুড়গুড়ির নল নিয়ে দুই একবার মৃদু মৃদু টান দিলে। তারপরে গুড়গুড়ির নলটা বাঁ হাতে কোলের উপরেই ধরা রইলো। আর তা'র ব্যবহার হ'লো না। অন্তঃপুর থেকে খবর এলো জলখাবার প্রস্তুত। ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌লে, “ঐটি তো পার্‌বো না। আগেই তো ব'লেচি, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব ধর্‌কাট্ ক'রেই চ'ল্‌তে হয়।”

বিপ্রদাস দ্বিতীয়বার অনুরোধ ক'র্‌লে না। চাকরকে ব'ল্‌লে, "পিসিমাকে বলোগে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পার্‌বেন না।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে রইলো। মধুসূদন আশা ক'র্‌ছিলো, কুমুর কথা আপনিই উঠ্‌বে। এতোদিন হ'য়ে গেলো, এখন কুমুকে শ্বশুর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনিই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ক'র্‌বে—কিন্তু কুমুর নামও করে না-যে। ভিতরে ভিতরে একটু একটু ক'রে রাগ জন্মাতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লে এসে ভুল ক'রেচি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনি গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

এমন সময় সাদাসিধে সরু কালাপেড়ে একখানি সাড়ি প'রে মাথায় ঘোম্‌টা টেনে কুমু ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লে। বিপ্রদাস এটা আশা করে নি। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। প্রথমে স্বামীর, পরে দাদার পায়ের ধূলো নিয়ে কুমু মধুসূদনকে ব'ল্‌লে, "দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাশের ঘরে এসো।"

মধুসূদনের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। দ্রুত চৌকি

থেকে উঠে প'ড়্লো। কোল থেকে গুড়গুড়ির নলটা মাটিতে প'ড়ে গেলো। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চেয়েই ব'ল্লে, "আচ্ছা, তবে আসি।"

প্রথম ঝোঁকটা হ'লো হন্ হন্ ক'রে গাড়িতে উঠে বাড়িতে চ'লে যায়। কিন্তু মন প'ড়েচে বাঁধা। অনেক দিন পরে আজ কুমুকে দেখেচে। ওকে অত্যন্ত সাদা-সিধে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখ্লে। ওকে এতো সুন্দর আর কখনো দেখে নি। এমন সংযত এতো সহজ। মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিলো পোষাকী মেয়ে, যেন বাইরের মেয়ে, এখানে সে একেবারে ঘরের মেয়ে। আজ যেন ওকে অত্যন্ত কাছের থেকে দেখা গেলো। কী স্নিগ্ধ মূর্ত্তি! মধুসূদনের ইচ্ছে ক'র্তে লাগ্লো, একটু দেরি না ক'রে এখনি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারি, ও আমার ঘরের, আমার ঐশ্বর্য্যের, আমার সমস্ত দেহ মনের, এই কথাটা উল্‌টে পাল্‌টে ব'ল্‌তে ইচ্ছে করে।

পাশের ঘরে একটা সোফা দেখিয়ে কুমু যখন ব'স্‌তে ব'ল্‌লে, তখন ওকে ব'স্‌তেই হ'লো। নিতান্ত যদি বাইরের ঘর না হ'তো তাহ'লে কুমুকে ধ'রে সোফায় আপনার পাশে বসাতো। কুমু না ব'সে একটা

চৌকির পিছনে তা'র পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লে, "আমাকে কিছু ব'ল্‌তে চাও ?"

ঠিক এমন স্বরে প্রশ্নটা মধুসূদনের ভালো লাগ্‌লো না, ব'ল্‌লে, "যাবে না বাড়িতে ?"

"না।"

মধুসূদন চম্‌কে উঠ্‌লো—ব'ল্‌লে, "সে কী কথা !"

"আমাকে তোমার তো দরকার নেই।"

মধুসূদন বুঝ্‌লে শ্যামাসুন্দরীর খবরটা কানে এসেচে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগ্‌লো। ব'ল্‌লে, "কী-যে বলো তা'র ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী ? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে ?"

এ-নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'র্‌তে কুমুর প্রবৃত্তি হ'লো না। সংক্ষেপে আর একবার ব'ল্‌লে, "আমি যাবো না।"

"মানে কী ? বাড়ির বৌ বাড়িতে যাবে না—?"

কুমু সংক্ষেপে ব'ল্‌লে, "না।"

মধুসূদন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "কী ! যাবে না ! যেতেই হবে।"

কুমু কোনো জবাব ক'র্‌লে না। মধুসূদন ব'ল্‌লে, "জানো পুলিশ ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধ'রে ! 'না' ব'ল্‌লেই হ'লো !"

কুমু চুপ ক'রে রইলো। মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে ব'ল্‌লে, "দাদার স্কুলে নূরনগরী কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হ'য়েচে ?"

কুমু দাদার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত ক'রে ব'ল্‌লে, "চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা ক'য়ো না।"

"কেন ? তোমার দাদাকে সাম্‌লে কথা কইতে হবে নাকি ? জানো এই মুহূর্ত্তে ওকে পথে বার ক'র্‌তে পারি।"

পরক্ষণেই কুমু দেখে ওর দাদা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েচে। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বালাময়, একটা মোটা শাদা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়্‌চে, কুমুকে ডেকে ব'ল্‌লে, "আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।"

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, "মনে থাক্‌বে তোমার এই আস্পর্দ্ধা ! তোমার নূরনগরের নূর মুড়িয়ে দেবো তবে আমার নাম মধুসূদন।"

ঘরে গিয়েই বিপ্রদাস বিছানায় শুয়ে প'ড়্‌লো। চোখ বন্ধ ক'র্‌লে, কিন্তু ঘুমে নয়, ক্লান্তিতে ও চিন্তায়। কুমু শিয়রের কাছে ব'সে পাখা নিয়ে বাতাস ক'র্‌তে

লাগ্‌লো। এমনি ক'রে অনেকক্ষণ কাট্‌লে পর ক্ষেমা পিসি এসে ব'ল্‌লে, "আজ কি খেতে হবেনা কুমু? বেলা-যে অনেক হ'লো?"

বিপ্রদাস চোখ খুলে ব'ল্‌লে, "কুমু, যা' খেতে যা।—তোর কালুদাকে পাঠিয়ে দে।"

কুমু ব'ল্‌লে, "দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, এখন কালুদাকে না, একটু ঘুম'বার চেষ্টা করো।"

বিপ্রদাস কিছু না ব'লে সুগভীর বেদনার দৃষ্টিতে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। খানিকবাদে নিশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজ্‌লে। কুমু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা দিলো ভেজিয়ে।

একটু পরেই কালু খবর পাঠালো-যে আস্‌তে চায়। বিপ্রদাস উঠে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'স্‌লো। কালু ব'ল্‌লে, "জামাই এসে অল্পক্ষণ পরেই তো চ'লে গেলো। কী হ'লো বলোতো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু ব'ল্‌লে কি?"

"হাঁ ব'লেছিলো। কুমু তা'র জবাব দিয়েচে, সে যাবে না।"

কালু বিষম ভীত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "বলো কী দাদা! এ-যে সর্ব্বনেশে কথা!"

"সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।"

"তা' হ'লে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায়। জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তুচ্ছ ক'র্‌তে গিয়ে অন্তত দু'লাখ টাকা লোকসান ক'রেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো ও তোমাদের পৈত্রিক সখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগ্‌লামিগুলো চুপ ক'রে সইতে পারিনে। কিন্তু বাঁচবো কী ক'রে?"

বিপ্রদাস উঁচু বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা তুলে দিয়ে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে খানিকক্ষণ ভাব্‌লে। অবশেষে চোখ খুলে ব'ল্‌লে, "দলিলের সর্ত্ত অনুসারে মধুসূদন ছ'মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবী ক'র্‌তে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে প'ড়্‌বে—তখন একটা উপায় হ'তে পার্‌বে।"

কালু একটু বিরক্ত হ'য়েই ব'ল্‌লে, "উপায় হবে বই কি। বাতিগুলো এক দমকায় নিব্‌তো, সেইগুলো একে একে ভদ্র রকম ক'রে নিব্‌বে।"

"বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্ব'ল্‌চে, এখন-যে ফরাস এসে তাকে যে-রকম ফুঁ দিয়েই নেবাক না—তাতে বেশি হা-হুতাশ কর্‌বার কিছু নেই। ঐ তলানির আলোটার তদ্বির ক'র্‌তে আর ভালো লাগে না, ওর চেয়ে পূরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।"

কালুর বুকে ব্যথা বাজলো। সে বুঝ্‌লে এটা অসুস্থ মানুষের কথা, বিপ্রদাস তো এ রকম হালছাড়া প্রকৃতির লোক নয়। পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতোদিন নানা রকম প্ল্যান ক'র্‌ছিলো। তা'র বিশ্বাস ছিলো কাটিয়ে উঠ্‌বে। আজ ভাব্‌তেও পারে না,—বিশ্বাস কর্‌বারও জোর নেই।

কালু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না ভাই, যা কর্‌বার আমিই ক'র্‌বো। যাই একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসিগে।"

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরাজী চিঠি এলো—মধুসূদনের লেখা।—ভাষাটা ওকালতী ছাঁদের—হয়তো-বা এটর্ণিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েচে। নিশ্চিত ক'রে জান্‌তে চায় কুমু ওদের ওখানে ফিরে আস্‌বে কিনা, তা'র পরে যথা-কর্ত্তব্য করা হবে।

বিপ্রদাস কুমুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কুমু, ভালো ক'রে সব ভেবে দেখেচিস্‌ ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ ক'রে দিয়েচি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হ'চ্চে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি—মাঝে যা' কিছু ঘ'টেচে সমস্ত স্বপ্ন।"

"যদি তোকে জোর ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই. জোর ক'রে সামলাতে পার্‌বি ?"

"তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পার্‌বো।"

"এই জন্যে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি-যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হ'লে যতো দেরি ক'রে যাবি ততোই সেটা বিশ্রী হ'য়ে উঠ্‌বে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েচে কি ?"

"কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মাকে, হাব্‌লুকে ভালোবাসি। কিন্তু তা'রা ঠিক যেন অন্য বাড়ির লোক।"

"দেখ্‌ কুমু, ওরা উৎপাত ক'র্‌বে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত কর্‌বার ক্ষমতা ওদের আছে। সেই জন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা

চাই। ক'র্‌তে গেলেই লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে বাইরে চারিদিকে নিন্দের তুফান উঠ্‌বে, তা'র মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।"

"দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না?"

"অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস্ কুমু? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস্ তা'র চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হ'তে পারে? যদি জানি-যে, যে-ঘরে তুই আছিস্ সে তোর ঘর হ'য়ে উঠ্‌লো না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তা'র চেয়ে অশান্তি ভাব্‌তে পারিনে। বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্ত্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা' তিনি মনেই ক'র্‌তেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েচি, তোকে মানুষ ক'রে তুলেচি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ ক'রে তোলার দায়িত্ব-যে কী আজ তা' বুঝতে পার্‌চি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হ'তিস্, তা

হ'লে কোথাও তোর ঠেকতো না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান ক'র্‌বে না, সেখানে-যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্ব্বাসিত ক'রে থাকবো? যদি আমার ছোটো ভাই হ'তিস্ তা হ'লে যেমন ক'রে থাকতিস্ তেমনি ক'রেই চিরদিন থাক্‌না আমার কাছে।"

দাদার বুকের কাছে খাটের প্রান্তে মাথা রেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কুমু ব'ল্‌লে, "কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হ'য়ে থাকবো না? ঠিক ব'ল্‌চো?"

কুমুর মাথায় হাত বুল'তে বুল'তে বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "ভার কেন হবি বোন্? তোকে খুব খাটিয়ে নেবো। আমার সব কাজ দেবো তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন ক'রে কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাক্‌বে। তা' ছাড়া জানিস্ আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাবো কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে. অনেক দিন থেকে পার্শি পড়বার সখ আমার আছে। একলা প'ড়্‌তে ভালো লাগে না। তোকে নিয়ে প'ড়্‌বো, তুই

নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে ক'র্‌বো না দেখিস্।"

শুন্‌তে শুন্‌তে কুমুর মন পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো, এর চেয়ে জীবনে সুখ আর কিছু হ'তে পারে না।

খানিক পরে বিপ্রদাস আবার ব'ল্‌লে, "আরো একটা কথা তোকে ব'লে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদ্‌লাবে। আমাদের থাক্‌তে হবে গরীবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরীবের ঐশ্বর্য্য হ'য়ে।"

কুমুর চোখে জল এলো, ব'ল্‌লে, "আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।"

বিপ্রদাস মধুসূদনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।

৫৬

দু'দিন পরেই নবীন মোতির মা হাব্‌লুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। হাব্‌লু জ্যাঠাইমার কোলে চ'ড়ে তা'র বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিলে। কান্নাটা কিসের জন্যে

স্পষ্ট ক'রে বলা শক্ত,—অতীতের জন্যে অভিমান, না বর্ত্তমানের জন্যে আবদার, না ভবিষ্যতের জন্যে ভাবনা ?

কুমু হাব্লুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে, "কঠিন সংসার, গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে। কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তা'র বেশি শক্তি নেই। যে-ভালোবাসা আপনাকে দেয় তা'র অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েচিস্; জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস্, মনে রাখিস্, মনে রাখিস্।" ব'লে তা'র গালে চুমো খেলে।

নবীন ব'ল্লে, "বৌরাণী, এবার রজবপুরে পৈত্রিক ঘরে চ'লেচি; এখানকার পালা সাঙ্গ হ'লো।"

কুমু ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্লে, "আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।"

নবীন ব'ল্লে, "ঠিক তা'র উল্টো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই ক'র্‌ছিলো। বেঁধে-সেধে তৈরি হ'য়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব ক'রেই মিটেছিলো, কিন্তু বিধাতার সইলো না।"

সেদিন মধুসূদন ফিরে গিয়ে তুমুল একটা বিপ্লব বাধিয়েছিলো তা' বোঝা গেলো।

নবীন যাই বলুক, কুমু-যে ওদের সংসারের সমস্ত ওলট-পালট ক'রে দিয়েচে মোতির মার তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই অপরাধ সে সহজে ক্ষমা ক'র্‌তে চায় না। তা'র মত এই-যে, এখনো কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট ক'রে, তা'র পরে যতো লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। গলা বেশ একটু কঠিন ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক ক'রেচো ?"

কুমু তা'র উত্তরে শক্ত ক'রেই ব'ল্‌লে, "না, যাবো না।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তা হ'লে তোমার গতি কোথায় ?"

কুমু ব'ল্‌লে, "মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারো একটুখানি ঠাঁই হ'তে পার্‌বে। জীবনে অনেক যায় খ'সে, তবুও কিছু বাকি থাকে।"

কুমু বুঝতে পার্‌ছিলো মোতির মার মন ওর কাছ থেকে অনেক খানি স'রে এসেচে। নবীনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ঠাকুরপো, তা হ'লে কী ক'র্‌বে এখন ?"

"নদীর ধারে কিছু জমি আছে তা'র থেকে মোটা ভাতও জুটবে, কিছু হাওয়া খাওয়াও চ'ল্‌বে।"

মোতির মা উষ্মার সঙ্গেই ব'ল্‌লে, "ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ঐ মির্জ্জাপুরের অন্নজলে দাবী রাখি, সে কেউ কাড়্‌তে পার্‌বে না। আমরা তো এতো বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিরাগী হ'য়ে চ'লে যাবো। তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাক্‌বেন, তখন ফিরেও আস্‌বো, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই ব'লে রাখ্‌লুম।"

নবীন একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ব'ল্‌লে, "সে-কথা জানি মেজো বউ, কিন্তু তা' নিয়ে বড়াই করিনে। পুনর্জ্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হ'য়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।"

বস্তুত নবীন অনেকবারই দাদার আশ্রয় ছেড়ে গ্রামে চাষবাসের সঙ্কল্প ক'রেচে। মোতির মা মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রেচে, কাজের বেলায় কিছুতেই সহজে ন'ড়তে চায়নি, নবীনকে বারে বারে আটকে রেখেচে। সে জানে ভাসুরের উপর তা'র সম্পূর্ণ দাবী আছে। ভাসুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। তা'র মতে ভাসুর অন্যায় ক'রতে পারে কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না।

কুমুর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যেমনি হোক্ তাই ব'লে কুমু স্বামীর ঘর অস্বীকার ক'র্‌তে পারে, এ-কথা মোতির মার কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া।

খবর এলো ডাক্তার এসেচে। কুমু ব'ল্‌লে, "একটু অপেক্ষা করো, শুনে আসি ডাক্তার কী বলে।"

ডাক্তার কুমুকে ব'লে গেলো, নাড়ী আরো খারাপ, রাত্তিরে ঘুম ক'মেচে, বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্চে না।

অতিথিদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিলো, এমন সময় কালু এসে ব'ল্‌লে, "একটা কথা না ব'লে থাক্‌তে পার্‌চিনে, জাল বড়ো জটিল হ'য়ে এসেচে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরো ঘনিয়ে ধ'র্‌বে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্চিনে।"

কুমু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। কালু ব'ল্‌লে, "তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেচে, সেটা অগ্রাহ্য কর্‌বার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা-যে একেবারে তা'র মুঠোর মধ্যে।"

কুমু বারান্দায় রেলিঙ্‌ চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে,

মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।” এই ব’লে কুমু দ্রুতপদে চ’লে গেলো।

দাদার ঘরে যখন কুমু ছিলো, সেই অবকাশে ক্ষেমা পিসির সঙ্গে মোতির মার কিছু কথাবার্ত্তা হ’য়ে গেচে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে তুজনেরই মনে সন্দেহ হ’য়েচে কুমু গর্ভিণী। মোতির মা খুসি হ’য়ে উঠ্‌লো, মনে-মনে ব’ল্‌লে, মা কালী করুন তাই যেন হয়। এইবার জব্দ ! মানিনী শ্বশুরবাড়িকে অবজ্ঞা ক’র্‌তে চান, কিন্তু এ-যে নাড়ীতে গ্রন্থি লাগ্‌লো, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন ক’রে !

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোতির মা তা’র সন্দেহের কথাটা ব’ল্‌লে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হ’য়ে গেলো। সে হাত মুঠো ক’রে ব’ল্‌লে, “না, না, এ কখনোই হ’তে পারে না, কিছুতেই না।”

মোতির মা বিরক্ত হ’য়েই ব’ল্‌লে, “কেন হ’তে পার্‌বে না ভাই ? তুমি যতো বড়ো ঘরেরই মেয়ে হও না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উল্‌টে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল বংশের ইষ্টি দেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন ? পালাবার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।”

স্বামীর সঙ্গে কুমুর তিন মাসের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কীরকম-যে বিকৃত মূর্ত্তি ধ'রেচে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। মানুষে মানুষে যে-ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তা'র উপাদানগুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইসারায়, যখন কিছুই ক'র্‌চে না, তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল-যে আঘাত ক'রেচে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েচে। ওর মনে হ'য়েচে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তা'র জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরীব ছিলো, সেই জন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায়-কথায় যে-মত ব্যক্ত ক'র্‌তো সেই গর্ব্বোক্তির মধ্যে তা'র রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিলো। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুল্‌তো কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সব সুদ্ধ মধুসূদনের দেহ-মনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর

মনকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলেচে। যতোই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে, চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে চেষ্টা ক'রেচে, ততোই এরা বিপুল আবর্জ্জনার মধ্যে চারিদিকে জ'মে উঠেচে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই ক'রে এসেচে। স্বামীপূজায় কর্ত্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিলো না, কিন্তু কতো বড়ো হার হ'য়েচে তা এর আগে এমন ক'রে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্ত মাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো, তা'র বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। কুমু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে মোতির মাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কী ক'রে তুমি নিশ্চয় জান্‌লে ?"

মোতির মার ভারি রাগ হ'লো, সাম্‌লে নিয়ে ব'ল্‌লে, "ছেলের মা আমি, আমি জানবো না তো কে জান্‌বে ? তবু একেবারে নিশ্চয় ক'রে ব'ল্‌বার সময় হয়নি। ভালো দাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।"

নবীন, মোতির মা, হাব্‌লুর যাবার সময় হ'লো। কিন্তু দৈবের এই চরম অন্যায়ের কথা ছাড়া কুমু আর কোনো কিছুতে আজ মন দিতে পারছিলো না। তাই

খুব সাধারণ ভাবেই শ্বশুরবাড়ির বন্ধুদের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হ'লো। নবীন যাবার সময় ব'ল্‌লে, "বৌরাণী, সংসারে সব জিনিষেরই অবসান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা কর্‌বার যে-অধিকার হঠাৎ একদিনে পেয়েচি সে-যে এমন খাপছাড়াভাবে হঠাৎ আরেকদিন শেষ হ'তে পারে, সে-কথা ভাবতেও পারিনে। আবার দেখা হবে।" নবীন প্রণাম ক'র্‌লে, হাব্‌লু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌লো, মোতির মা মুখ শক্ত ক'রে রইলো, একটি কথাও কইলে না।

৫৭

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেলো। দাই এলো, সন্দেহ রইলো না-যে কুমুর গর্ভাবস্থা। মধুসূদনের কানেও সংবাদ পৌঁছেচে। মধুসূদন ধন চেয়েছিলো, ধন পূরো পরিমাণেই জ'মেচে, ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেচে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে পার্‌লেই এ-সংসারে তা'র কর্ত্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছ'বে। মনটা যতোই খুসি হ'লো ততোই অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব কুমুর উপর

থেকে সরিয়ে বোঝাই ক'র্‌লে বিপ্রদাসের উপর। দ্বিতীয় একখানা চিঠি তাকে লিখ্‌লে, সুরু ক'র্‌লে Whereas দিয়ে, শেষ ক'র্‌লে Your obedient servant মধুসূদন ঘোষাল সই ক'রে। মাঝখানটাতে ছিলো I shall have the painful necessity ইত্যাদি। এরকম ভয়-দেখানো চিঠিতে চাটুজ্জ্যে বংশের উপর উল্টো ফল ফলে, বিশেষতঃ ক্ষতির আশঙ্কা থাক্‌লে। বিপ্রদাস চিঠিটা দেখালে কালুকে। তা'র মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে ব'ল্‌লে, "এ-রকম চিঠিতে আমারি মতো সামান্য লোকের দেহে একেবারে বাদ-শাহী মাত্রায় রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। অদৃশ্য কোতোয়াল বেটাকে হাঁক দিয়ে ডেকে ব'ল্‌তে ইচ্ছে করে, শির লেও উস্‌কো।"

দিনের বেলা নানাপ্রকার লেখা-পড়ার কাজ ছিলো, সে-সমস্ত শেষ ক'রে সন্ধ্যাবেলা বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু আজ সারাদিন দাদার কাছে আসেই নি। নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চে।

বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে ব'স্‌লো। রোগীর মতো শুয়ে থাক্‌লে মনটা দুর্ব্বল থাকে। সাম্‌নের দিকে কুমুর জন্যে একটা ছোটো চৌকি ঠিক

ক'রে রেখেচে। আলোটা ঘরের কোণে একটু আড়াল ক'রে রাখা। মাথার উপর বড়ো একটা টানা পাখা হুস্ হুস্ ক'রে চ'ল্‌চে। বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনো গরম জ'মে আছে, দক্ষিণে হাওয়া এক একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই থেমে যাচ্চে, গাছের পাতা-গুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ। সমুদ্রের মোহানায় গঙ্গা যেখানে নীল জলকে ফিকে ক'রে দিয়েচে, অন্ধকারটা যেন সেই-রকম। দীর্ঘ বিলম্বিত গোধূলির শেষ-আলোটা তখনো তা'র কালিমার ভিতরে-ভিতরে মিশ্রিত। বাগানের পুকুরটা ছায়ায় অদৃশ্য হ'য়ে থাক্‌তো, কিন্তু খুব একটা জ্বলজ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব আকাশের অঙ্গুলি-সঙ্কেতের মতো তাকে নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্চে। গাছতলার নীচে দিয়ে চাকররা ক্ষণে ক্ষণে লণ্ঠন হাতে ক'রে যাতায়াত ক'র্‌চে, আর পেঁচা উঠ্‌চে ডেকে।

কুমু বোধ হয় একটু ইতস্তত ক'রে একটু দেরি ক'রেই এলো। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে ব'সেই ব'ল্‌লে, "দাদা আমার একটুও ভালো লাগ্‌চে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে ক'র্‌চে।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "ভুল ব'ল্‌চিস্ কুমু, তোর ভালোই,

লাগ্‌বে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠ্‌বে ভ'রে।"

"কিন্তু তা' হ'লে—ব'লে কুমু থেমে গেলো।

"তা' জানি—এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে ?"

"তবে কি যেতে হবে দাদা ?"

"তোকে নিষেধ ক'র্‌তে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তা'র নিজের ঘরছাড়া ক'র্‌বো কোন্ স্পর্দ্ধায় ?"

কুমু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো, বিপ্রদাসও কিছু ব'ল্‌লে না।

অবশেষে খুব মৃদুস্বরে কুমু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তা' হ'লে কবে যেতে হবে ?"

"কালই, আর দেরি সইবে না।"

"দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌চো, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আস্‌তে দেবে না।"

"তা আমি খুবই জানি।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পার্‌বে না। জানি দাদা, তোমাকে

দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখ্‌তে হয়। সে আমি সইতে পার্‌বো না।”

“না, কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না।”

“ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে।”

“ওরা যা' ক'র্‌তে পারে তা' করা শেষ হ'লেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনি আমি হবো স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ ব'ল্‌চিস্ কেন?”

“দাদা, সেইদিন তুমিও আমাকে স্বাধীন ক'রে নিয়ো। ততোদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাবো। এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।”

“আচ্ছা,—আগে হোক্ ছেলে, তা'র পরে বলিস্।”

“তুমি বিশ্বাস ক'র্‌চো না, কিন্তু মা'র কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হ'য়েছিলো ইচ্ছা-মৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারি

বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাট্‌বো, মা সেদিন আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন, এই আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌লুম।"

আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে রইলো। হঠাৎ হু হু ক'রে বাতাস উঠ্‌লো, টিপাইয়ের উপর বিপ্রদাসের পড়্‌বার বইটার পাতাগুলো ফর্ ফর্ ক'রে উল্‌টে যেতে লাগ্‌লো। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেলো ভ'রে।

কুমু ব'ল্‌লে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে ক'রে দুঃখ দিয়েচে তা' মনে ক'রো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এম্‌নি ক'রেই তৈরি। আমিও তো ওদের পার্‌বো না সুখী ক'র্‌তে। যারা সহজে ওদের সুখী ক'র্‌তে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুস্কিল বাধ্‌বে। তা হ'লে কেন এ বিড়ম্বনা! সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেবো, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগ্‌বে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেবো, আমিও মুক্তি নেবো; চ'লে আস্‌বোই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হ'য়ে মিথ্যের মধ্যে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমি ওদের বড়ো বৌ, তা'র কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু

না হই ? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস করো না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যে-রকম ক'রে ক'র্‌তুম, আজ তা'র চেয়ে বেশি ক'রেই করি। আজ সমস্ত দিন ধ'রেই এই কথা ভাব্‌চি-যে, চারিদিকে এতো এলোমেলো, এতো উল্‌টো-পাল্‌টা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলেনি জগৎটাকে। এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চ'ল্‌চে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেচে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ-সব কথা ব'ল্‌তে লজ্জা করে,—কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ ব'লে যাই। নইলে আমার জন্যে—মিছিমিছি ভাব্‌বে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝ্‌তে পেরেচি ; সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝ্‌তুম তা হ'লে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মর্‌তুম, সে-গারদে ঢুক্‌তুম না। দাদা, এ-সংসারে তুমি আমার আছ ব'লেই তবে এ-কথা বুঝ্‌তে পেরেচি।" এই ব'লেই কুমু চৌকি থেকে নেবে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে প'ড়ে রইলো। রাত বেড়ে চ'ল্‌লো, বিপ্রদাস জানলার বাইরে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু এসে দেখে বিপ্রদাস বিছানায় ব'সে, একটি এসরাজ আছে কোলের উপর, আরেকটি পাশে শোওয়ানো। কুমুকে ব'ল্‌লে, "নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।" তখনো অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে অশথ পাতার মধ্যে ঝির ঝির ক'র্‌চে, কাকগুলো ডাকতে সুরু ক'রেচে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ সুরু ক'র্‌লে, গম্ভীর, শান্ত, সকরুণ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হ'য়ে এসেচে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো। বাজাতে-বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌লো, সূর্য্য দেখা দিলো বাগানের পাঁচিলের উপরে। চাকররা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলো। ঘর সাফ করা হ'লো না। রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এলো, দরোয়ান আস্তে আস্তে এসে খবরের কাগজ টিপাইয়ের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দ পদে চ'লে গেলো।

অবশেষে বাজনা বন্ধ ক'রে বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "কুমু

তুই মনে করিস্ আমার কোনো ধর্ম্ম নেই। আমার ধর্ম্মকে কথায় ব'ল্‌তে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনে। গানের সুরে তা'র রূপ দেখি, তা'র মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হ'য়ে মিলে গেচে; তাকে নাম দিতে পারিনে। তুই আজ চ'লে যাচ্চিস্, কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম। শকুন্তলা প'ড়েচিস্,—দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিলো, কণ্ব কিছুদূর পর্য্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে-লোকে তাকে উত্তীর্ণ ক'র্‌তে তিনি বেরিয়েছিলেন, তা'র মাঝখানে ছিলো দুঃখ অপমান। কিন্তু সেই খানেই থাম্‌লো না তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিলো অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ তোকে সেই নির্ম্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক্; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সব অপমানকে প্লাবিত করুক্।"

কুমু কোনো কথা ব'ল্‌লে না। বিপ্রদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রলে। খানিকক্ষণ জানলার

বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তা'র পরে ব'ল্‌লে, "দাদা, তোমার চা রুটি আমি তৈরি ক'রে নিয়ে আসিগে।"

মধুসূদন আজ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে শুভযাত্রার লগ্ন ঠিক ক'রে রেখেছিলো। সকালে দশটার কিছু পরে। ঠিক সময়ে জরির কাজ-করা লাল বনাতের ঘেটাটোপ-ওয়াল্‌া পাল্কী এলো দরজায়, আসাসোটা নিয়ে লোকজন এলো, সমারোহ ক'রে কুমুকে নিয়ে গেলো মির্জ্জাপুরের প্রাসাদে। আজ সেখানে নহবৎ বাজ্‌চে, আর চ'ল্‌চে ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রাহ্মণ বিদায়ের আয়োজন।

মাণিক এলো বার্লির পেয়ালা হাতে বিপ্রদাসের ঘরে। আজ বিপ্রদাস বিছানায় নেই, জানলার সাম্‌নে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির ব'সে আছে। বার্লি যখন এলো কোনো খবরই নিলে না। চাকর ফিরে গেলো। তখন ক্ষেমা পিসি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাসের কাঁধে হাত দিয়ে ব'ল্‌লেন,—"বিপু, বেলা হ'য়ে গেচে, বাবা।"

বিপ্রদাস চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় শুয়ে প'ড়্‌লো। ক্ষেমা পিসির ইচ্ছা ছিলো কেমন ধূমধাম ক'রে আদর ক'রে ওরা কুমুকে নিয়ে গেলো

তা'র বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে গল্প করেন। কিন্তু বিপ্রদাসের গভীর নিস্তব্ধতা দেখে কোনো কথাই ব'ল্‌তে পার্‌লেন না, মনে হ'লো বিপ্রদাসের চোখের সাম্‌নে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা।

বিপ্রদাস যখন ব'লে উঠ্‌লো, 'পিসি, কালুকে পাঠিয়ে দাও' তখন এই সামান্য কথাটাও অদৃষ্টের একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ ছায়ার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হ'লো। পিসির গা ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠ্‌লো।

কালু যখন এলো, বিপ্রদাস তা'র হাতে একখানা চিঠি দিলে। বিলেতের চিঠি সুবোধের লেখা। সুবোধ লিখেচে, বার-এর ডিনার শেষ না ক'রেই যদি সে দেশে আসে তা হ'লে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তা'র চেয়ে শেষ-ডিনার সেরে মাঘ ফাল্গুন নাগাত দেশে ফিরে এলে তা'র সুবিধে হয়, অনর্থক খরচের আশঙ্কাও বেঁচে যায়। তা'র বিশ্বাস বিষয় কর্ম্মের প্রয়োজন ততোদিন সবুর ক'র্‌তে পারে।

আজকের দিনে বিষয় কর্ম্মের সঙ্কট নিয়ে বিপ্রদাসকে পীড়া দিতে কালুর একটুও ইচ্ছে ছিলো না। কালু ব'ল্‌লে, "দাদা, এখনো তো টাকা তুলে নেবার কোনো কথা ওঠেনি, আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে

না ঘাঁটাই, তা হ'লে শীঘ্র কোনো উৎপাত ঘ'টবে না। যাই হোক্, তুমি কোনো ভাবনা ক'রো না।"

বিপ্রদাস ব'ল্‌লে, "আমার কোনো ভাবনা নেই কালু। লেশমাত্র না।"

বিপ্রদাসের ভাবনা কালুর ভালো লাগে না,—এতো অত্যন্ত নির্ভাবনা তা'র আরো খারাপ লাগে।

বিপ্রদাস খবরের কাগজ তুলে নিয়ে প'ড়্‌তে লাগ্‌লো, কালু বুঝলে এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা ক'র্‌তে বিপ্রদাসের একটুও ইচ্ছা নেই। অন্যদিন কাজের কথা শেষ হ'লেই কালু চ'লে যায়, আজ সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো, ইচ্ছা ক'র্‌তে লাগলো অন্য কিছু কথা বলে, যা-হয় কোনো একটা সেবায় লেগে যায়। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "বাইরের দিকে ঐ জানলাটা বন্ধ ক'রে দেবো কি? রোদ্দুর আস্‌চে।"

বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে-যে দরকার নেই।

কালু তবু রইলো ব'সে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই এ-শূন্যতা তা'র বুকে চেপে রইলো। হঠাৎ শুন্‌তে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো। কুমুকে সে চ'লে যেতে দেখেচে, কী একটা বুঝেচে, ভালো ক'রে বোঝাতে পার্‌চে না।